Boighar.com

বইঘর

বইঘর সেবা প্রকাশনা

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

স্বপ্ন মরীচিকা

আলীম আজিজ

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন
দুর্দান্ত এক ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস
স্বপ্ন মরীচিকা
আলীম আজিজ

স্টেজ-স্টেশনের ইনচার্জ টম ব্রেইন।
নিরীহ, নির্বিবাদী, ভালমানুষ এক যুবক—
স্বপ্ন দেখে ছোট্ট ছিমছাম এক র‍্যাঞ্চের।

পাঁচ বছর আগে অমূলক এক সন্দেহে
টমকে বদলি করা হয়েছিল এই অখ্যাত শহরে।
কিন্তু এখানে এসেও সেই একই ঘটনার
পুনরাবৃত্তি ঘটলো—ভয়ঙ্কর এক গানফাইটার
লুট করে নিল স্টেজের দেড় লক্ষ ডলার।

সব দোষ বর্তালো টমের ঘাড়ে।
নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে অস্ত্র তুলে নিল সে হাতে।
শুরু হলো একদল দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে
তার একলা যুদ্ধ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১-২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট।

খোন্দকার আলী আশরাফ কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষ্ণা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১-২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১-২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ।

শওকত হোসেন প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ।

আলীমুজ্জামান মরুসৈনিক।

রকিব হাসান তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান শিকারী।

জাহিদ হাসান স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান দুর্বৃত্ত।

জালীস আজিজ সহযাত্রী।

বজলুর রহমান বাজি।

ওয়েস্টার্ন-৭০

স্বপ্ন মরীচিকা

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

আলীম আজিজ

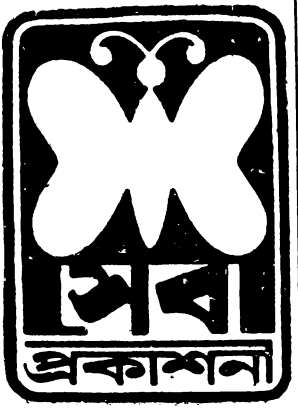

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

রচনা : বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রূম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SWAPNA MARICHIKA
By : Alim Aziz

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

স্বপ্ন মরীচিকা

আলীম আজিজ

ওয়েস্টার্ন

স্বপ্ন মরীচিকা

আলীম আজিজ

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

We Always Encourage Buying The Original Book.

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে, কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন। আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটাও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দিধায় পাঠিয়ে দিন। —প্রকাশক।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। —লেখক।

এক

ঘুম থেকে উঠে সোজা কলতলায় চলে এলো টম ব্লেইন। পুব আকাশে তখনো ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। চারদিকে আবছায়া অন্ধকার। এত ভোরে কলতলায় সাধারণত কেউ থাকে না। বোর্ডিং-হাউসের অতিথিরা উঠবে আরো আধ ঘণ্টা পরে। ঐ সময়টাতে কলতলায় লোকজনের রীতিমত লাইন পড়ে যায়। কার আগে কে যাবে তা নিয়ে মাঝে-মধ্যে লড়াইও বাধে। সাত-সকালে এসব ঝকমারি টমের পছন্দ হয় না। তাই এখানে আসা অবধি সে অন্ধকার থাকতে ওঠার অভ্যাস করে নিয়েছে।

ধীরে সুস্থে প্রাতঃকৃত্যটা সেরে কোরালে চলে এলো টম। চিলে-কোঠায় উঠে ছোলা আর ভুসি পেড়ে এনে ডাবাগুলো ভরলো। কোরালের সামনে ঘোড়ার নাদি জড়ানো কিছু খড়ের স্তূপ জমে উঠে-ছিল, পিচফর্ক এনে সাফ করলো সেগুলো। তারপর বাইরে থেকে ঘোড়াগুলোকে এনে বেঁধে দিলো ডাবার সামনে।

টম এই কাজগুলো প্রতিদিন যন্ত্রের মতো করে যায়। তিন বছর আগে সে যখন এই কাজে যোগ দেয়, প্রথম প্রথম এসব করতে তার যথেষ্ট কষ্ট হতো, বিরক্তি লাগতো। আস্তে আস্তে সয়ে গেছে সব। এখন আগের মতো খারাপ লাগে না। তবে মাঝে মধ্যে বুকমোচড়ানো

একটা ব্যথা জেগে ওঠে। তখন অতীতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে জেনিফারের কথা, ডেনভার সিটির কথা। যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলো তখন রূঢ় বাস্তব হয়ে ফিরে আসে। পারতপক্ষে টম ওসব মনে করতে চায় না। প্রাণপণে সে তার অতীতকে ভুলে থাকতে চায়, কিন্তু পারে না। আর, কিছু একটা প্রবলভাবে মনে পড়লেই তার বুকের ভিতরে চিনচিন করে ব্যথা হতে থাকে।

একসময় টম ছোট্ট ছিমছাম একটা র‍্যাঞ্চের স্বপ্ন দেখতো : এক নির্জন পাহাড় ঘেঁষে বিস্তৃত তৃণভূমিতে লংহর্ন গরুর পাল চরছে। পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, তার একটা খোলা জানালায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ গায়ে মেখে বসে আছে এক অপূর্ব সুন্দরী। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তার চোখ-মুখ ক্লান্ত, উদাস। মাঝখানে অনেক সময় বয়ে গেছে। এতদিনে স্বপ্নটা টমের ভুলে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে ভোলেনি, আজো স্বপ্নে সেই নারী-মুখ কল্পনা করে প্রথম বয়ঃসন্ধির মতো রোমাঞ্চ অনুভব করে।

টম গেট বন্ধ করে বাইরে এলো। এখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। পুব আকাশের অনেকখানি অংশ জুড়ে ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় আভা ফুটে উঠেছে।

কোরালের বেড়ার ধারে একটা সিডার গাছের হাত খানেক তফাতে, কচ্ছপের পিঠের মতন উঁচু একটা ঢিবির ওপর উঠে এলো টম। ওখানে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ, স্মৃতিতাড়িত, উদাসীন টম প্রতিদিন ভোর হতে দেখে। দূরের পাহাড়ের মাঝখান থেকে গাঢ় লাল সূর্যটা ধীরে ধীরে উঠে আসে। গোধূলি আলোয় নীলাভ গ্রানিট পাহাড়ের গা ঝলসে উঠে।

প্রতিদিনের মতো কোরালের পাশে সিডারের ছায়ায় একাকী

Boighar.com

দাঁড়িয়ে, এই সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে টম আজ আরেকটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলো। ঠিক সূর্যের নিচে যেন একদল ঘোড়সওয়ারের ছবি ঝুলছে!

প্রথমটায় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। হতভম্ব টমের মনে হয় ওরা সূর্য থেকেই পৃথিবীতে নেমে আসছে। অনেকক্ষণ ভ্রূকুটি করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে। অবশেষে যখন সাফ হয়ে আসে মাথা ওদের সে কয়েকজন সাধারণ অশ্বারোহী হিসাবে চিনতে পারে।

আরো দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলো টম ওদের চেনার জন্য। কিন্তু অনেক দূরে থাকায় কাউকে আলাদা করে চিনতে পারলো না। শেষে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ওয়াটার ট্রাফের কাছে এগিয়ে গেল ও আর তখুনি বুঝতে পারলো, আজ তার কাজে একটা মস্ত ভুল হয়েছে। ট্রাফটা ভরা হয়নি। প্রতিদিন ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিয়েই ওটা ভরে রাখে সে। আজ এতবড় ভুল হলো কি করে! আনমনে ভাবতে ভাবতে বালতি নিয়ে কলতলায় ছুটলো টম। কলের তলায় বালতি বসিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি পানি ভরতে গিয়েও চারজন ঘোড়সওয়ারের কথা ভুলতে পারলো না সে। চোখের সামনে ছবিটা ঝুলেই রইলো।

মিনিট পনেরর ভেতর ওয়াটার ট্রাফটা পানিতে পূর্ণ করে টম লম্বা একটা শ্বাস ফেলে সিগারেট ধরালো। পরিশ্রমে কপালে ঘাম জমেছে। গলার স্কার্ফ দিয়ে মুখ মুছে, মাথায় টুপিটা ঠিকমত বসিয়ে নিলো সে, বোর্ডিংহাউসের দিকে এগোল।

রাস্তা পেরিয়ে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় উঠে ট্রেইলের দিকে তাকালো টম। ঘোড়সওয়ার চারজন এখন অনেক কাছে চলে এসেছে। ও দেখলো, তিনজনের পরনে বাবস্কিনের শার্ট আর ঘরে-

বইঘর.কম

তৈরি প্যান্ট। মাথায় ধূসর-রঙা কানিসঅলা হ্যাট। দুজনের পায়ে টেক্সানদের মতো উঁচু হিলের বুট, আরেকজনের পায়ে ইণ্ডিয়ানদের তৈরি মোকাসিন। চতুর্থজন, যাকে টমের দলনেতা বলে মনে হলো, তার পরনে কালো আর্মি কোট আর বাকস্কিনের প্যান্ট। পায়ে ক্যাভালরি অফিসারের বুট, গোড়ালিতে তীক্ষ্ণ দাঁত লাগানো স্পার। মাথায় বীভার স্কিনের তৈরি একটা পুরানো টুপি।

ওদের মধ্যে যাকে দলনেতা মনে হচ্ছে সে সব সময় তার সঙ্গীদের তুলনায় সামান্য এগিয়ে থাকছে। লোকটার পোশাক-আশাক ও ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে, এতদূর থেকেও সবার মাঝে তাকে সহজেই আলাদা করে চোখে পড়ছে।

শহরে ঢোকার মুখে সঙ্গীদের নিয়ে লোকটা থামলো। দ্রুত চার-পাশ দেখে নিয়ে কি যেন বললো ওদের। তারপর ঘোড়াটাকে একটু সামনে এগিয়ে এনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করতে লাগলো শহরটাকে।

টম ব্লেইনও লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে শহরটা দেখছিল। সড়কের ও-পাশে সারি সারি জীর্ণ কাঠের বাড়ি, কয়েকটা স্টোর ; তার পিছনে বিক্ষিপ্ত পাইনের বন আর তৃণভূমি। এ-পাশে স্যালুন, বোর্ডিংহাউস আর টেলিগ্রাফ অফিসের দালান। এগুলোর মধ্যে বোর্ডিংহাউসটাই এখানে সবচেয়ে বড় দালান।

এখন বেশিরভাগ বাড়ির চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কয়েকটা দোকান খুলে পসরা সাজাচ্ছে দোকানিরা। ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে।

চারপাশে সর্তক দৃষ্টি রেখে বোর্ডিংহাউসের সামনে এসে থামলো অশ্বারোহী দলটা।

ঘোড়া থেকে বীবরের লোমের টুপি পরা লোকটি মাটিতে নামতেই

Boighar.com

সবার আগে ওর কোমরের হোলস্টারে ঝোলানো পিস্তলের দিকে চোখ পড়লো টমের। হাতির দাঁতের বাঁটঅলা কোল্ট পিস্তল, সাদা বাঁটে অনেকগুলো দাগ কাটা। চামড়ার হোলস্টার গানফাইটারদের কায়দায় উরুর সাথে বাঁধা ফিতে দিয়ে।

লোকটির গায়ের রঙ রোদে-পোড়া, তামাটে। বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে, ছুঁচালো রুক্ষ মুখাবয়ব, থুতনিতে সামান্য ক'গোছা হলদে দাড়ি। উঁচু চোয়াল, বাজপাখির ঠোঁটের মতন তীক্ষ্ণ নাক।

লোকটির চোখের দিকে চেয়ে অস্বস্তি ভরে নিজের চোখ সরিয়ে নিলো টম। একজোড়া ভাবলেশহীন নিষ্প্রভ চোখ। এর আগে কারো অমনটা দেখেনি সে। বড় বড় ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ চোখ দুটোর দিকে তাকালে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে। অদ্ভুত একটা শিরশিরে অনুভূতির স্রোত বয়ে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে।

মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে টম অনেক কিছু বুঝতে পারে। কারণ চোখের মধ্যেই মানুষের চরিত্রের অধের্ক প্রতিফলন থাকে। কিন্তু এই লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে টম কিছুই বুঝতে পারে না, মানুষের চোখ বলে মনে হয় না। ওই চোখে কোন ভাব খেলে না, যেন ভাষাহীন দুটো পাথরের চোখ।

লোকটা আড়চোখে টমকে দেখে বোর্ডিংহাউসে ঢুকে গেল। তাকে অনুসরণ করলো তার তিন অনুচর।

কোত্থেকে একটা নেড়ীকুত্তা ঘেউ ঘেউ করে ওদের সঙ্গ ধরেছিল, সুযোগ পেয়ে সেটাও পিছু পিছু বোর্ডিংহাউসের ভিতরে ঢুকে পড়লো।

টম পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট বানিয়ে আগুন ধরায়, চারপাশে চেয়ে দেখে। আকাশ মেঘলা থাকার দরুন

বইঘর.কম

আজ সকালের রোদের তেমন রঙ নেই, সাদাটে কাচের মতন অনুজ্জ্বল।

সিগারেটের পোড়া অংশটুকু রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে বোর্ডিং-হাউসে ঢুকলো টম। খিদে পেয়েছে, নাস্তা সেরে তাড়াতাড়ি স্টেজের জন্য তৈরি হতে হবে।

রান্নাঘরের চৌকাটে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বীবরের টুপি পরা লোকটা, তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কুত্তাটা লেজ নাড়তে নাড়তে মুখ দিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ তুলছে। ভিতরে জেন রীড রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত, তার কোমরে অ্যাপ্রন। এক হাতে ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছে।

টম ভিতরে ঢুকতেই রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ানো লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে ওকে একবার দেখলো। তারপর ভিতরে জেন রীডের উদ্দেশে বললো, 'আমি লংম্যান, ও হারডিন···রাউলি, বারজোস···আমাদের কিছু নাস্তা দরকার।'

জেন রীড মুখ না তুলেই বলে, 'হাত মুখ ধুয়ে এসো, দশ মিনিটের মধ্যে নাস্তা হয়ে যাবে।' হঠাৎ নেড়ীটার কুঁই কুঁই শব্দে মুখ তুলে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারা পালটে গেল। চোখ-মুখ ঘৃণায় বিকৃত করে রেগে লংমানের দিকে চেয়ে বললো, 'এটাকে কোত্থেকে আনলে! তাড়াতাড়ি বাইরে রেখে এসো। শরীর ভর্তি আস্তাকুড়ের ময়লা লেগে আছে, আমার ঘর নোংরা হয়ে গেল···'

লংম্যান ইশারায় তার এক সঙ্গীকে কাছে ডেকে বললো, 'এটাকে বাইরে বের করে দাও।'

হারডিন বিশালদেহী, লম্বা, পরনে বাকস্কিনের নোংরা প্যান্ট, গায়ে একটা নকশাদার ইণ্ডিয়ান জ্যাকেট। ঘাড়ের কাছের চামড়া খামচে

Boighar.com

ধরে কুকুরটাকে তুলে নিলো সে, দরজা খুলে বাইরে ছুড়ে মারলো।

রাস্তায় আছড়ে পড়েই কেঁউ কেঁউ আওয়াজ করতে করতে পালিয়ে গেল সারমেয়টা।

লংম্যান জেন রীডের দিকে ফিরে বললো, 'ম্যাম, এবার আমাদের হাত মুখ ধোবার জায়গাটা একটু দেখিয়ে দাও।'

জেন রীড গম্ভীর গলায় বললো, 'পেছনের দরজা দিয়ে ডানদিকে গেলেই কলতলা।'

লংম্যান একবার স্থির, ক্রূর দৃষ্টিতে জেনকে দেখে সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তবে তার আগে জেনের রূঢ় কথায় মুহূর্তের জন্য লংম্যানের নিষ্প্রভ চোখে রাগ ঝিকিয়ে উঠতে দেখলো টম।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর টম রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো, ঠাট্টার সুরে বললো, 'কি ব্যাপার সাত-সকালেই মেজাজ এমন তিরিক্ষে হয়ে আছে, কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছো?'

'কার আবার, নিজেরই,' গোমরা মুখে জবাব দিল জেন।

'নিজের মুখ দেখে। বল কি, তুমি তাহলে বালিশের পাশে আয়না রেখে ঘুমাও?'

রসিকতাটা গায়ে মাখলো না জেন। কাটা পেঁয়াজগুলো একটা বাটিতে তুলে রাখতে রাখতে হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে সন্দিহান সুরে বললো, 'আচ্ছা, টম, তোমার কখনও এমন হয়েছে, কাউকে প্রথমবার দেখেই ভীষণ খারাপ লোক বলে মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বহুবার। কিন্তু হঠাৎ এ-কথা?'

একটুক্ষণ ভাবলো জেন; তারপর সামান্য ইতস্তত করে বললো, 'তুমি ওই লংম্যানের চোখ দুটো দেখেছ? কেমন নিষ্ঠুর চাহনি।'

'হুঁ, দেখেছি।'

বইঘর.কম

জেন অ্যাপ্রনে হাত মুছে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো। তটস্থ গলায় বললো, 'ওরা এই বাফেলো টাউনে কি চায়? আগে তো ওদের দেখিনি।'

টম হেসে বললো, 'আগে দেখবে কি করে? এই শহরে প্রতিদিনই তো কত নতুন নতুন লোক আসছে, তুমি কি সবাইকে চেনো?'

জেন আর কিছু না বলে রান্নার কাজে মন দিলো। টম খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওখান থেকে সরে এসে ডাইনিংরুমে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। এমন সময় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো স্যাম টেলর। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন যুবক। পরনে দামী পোশাক, দোকান থেকে কেনা।

একটা চেয়ার টেনে টমের পাশে বসে স্যাম বললো, 'বাইরে বেশ তাগড়া চারটা ঘোড়া দেখলাম, টম?'

'হ্যাঁ, সকালে চারজন ভবঘুরে এসেছে।'

স্যাম টেলর বছর চারেক আগে খুব হতদরিদ্র অবস্থায় পুব থেকে বাফেলো টাউনে এসেছিল। প্রথমদিকে সে স্থানীয় একটা র‍্যাঞ্চে কাজ করতো। বছর খানেক হয় শহরের উত্তরে জায়গা কিনে র‍্যাঞ্চ করেছে। এখন ওর র‍্যাঞ্চে প্রতিদিন দশ-পনেরো জন লোক খাটে। বছরে কম করে হলেও পাঁচ হাজার ডলারের গরু পুবে চালান দেয় ও।

আগন্তুক চারজন হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে টম আর স্যামের উল্টো দিকে চেয়ার টেনে বসলো।

এবার খুব কাছ থেকে ওদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো টম। হারডিনের মুখটা সরু, ভাঙা। চোখের দৃষ্টি যথেষ্ট স্থির, গভীর। বসা অবস্থায় ওকে আরো বিশাল মনে হয়। চওড়া কাঁধ আর বিরাট পেশীবহুল শরীর বুনো স্ট্যালিয়নের মতো দৃঢ়, সুগঠিত।

Boighar.com

রাউলির ছোটখাটো চেহারা। ছিপছিপে লম্বা, বয়স বেশি নয়, ত্রিশের কাছাকাছি। মাথায় কাঁধ পর্যন্ত ধূসর লম্বা চুল। চোখের দৃষ্টি সদা চঞ্চল। বারজোসের বয়স প্রৌঢ়ত্বে এসে ঠেকেছে। ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বড় বড় চোখ দুটোয় অন্তর্ভেদী চাহনি।

রান্নাঘর থেকে বেকন, আর কফির সুবাস আসছে। সাথে চামচ, বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ। টম নিঃশ্বাসের সাথে ঘরের সুবাসটুকু শুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ফিরোজা রঙের আকাশ থেকে মেঘ সরে গেছে, কটকটে রোদে নুড়ি বিছানো রাস্তাটা ঝলসাচ্ছে।

একটু বাদে জেন বড়সড় একটা ট্রেতে খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দিলো। গরম গরম বেকন ফ্রাই, আটার রুটি আর তিন-চার রকমের আনাজ মেশান তরকারী।

দরজা ঠেলে শীর্ণ চেহারার দুজন লোক ভিতরে ঢুকলো। দুজনকেই খুব কাহিল দেখাচ্ছে। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, নির্জীব। টমের কানে এলো নবাগতদের একজন আরেকজনকে খুব নিচু স্বরে বলছে: 'কিছু খেলেই আমরা ঠিক হয়ে যাবো, তখন ফিরে যাবো র‍্যাঞ্চে…'

টমের মনে পড়লো, গতরাতে এদের দুজনকে সে পেলটনের স্যালুনে দেখেছে। এখান থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে বুনের আউট-ফিটে কাজ করে ওরা। গতকাল ছিল ওদের ছুটির দিন, সেই কারণেই পেলটনের স্যালুনে ফুর্তি করতে এসেছিল। কিন্তু বন্ধের দিনে যেসব কাউহ্যাণ্ড এখানে মদ খেতে আসে তারা সাধারণত পরের দিনই খুব সকালে র‍্যাঞ্চে ফিরে যায়। কিন্তু এরা দুজন এখনো ফিরে যায়নি কেন? টম আনমনে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ।

প্লেট থেকে একটুকরো মাংস মুখে পুরে আড়চোখে স্যাম টেলরের দিকে তাকালো টম। খুবই সুন্দর দেখতে স্যাম। ফর্সা টকটকে রঙ,

বইঘর.কম

লম্বা, একটু রোগা হলেও চেহারাটা নিষ্পাপ, মায়া জাগান।

টমের চেহারা অত সুন্দর নয়, লম্বা রুক্ষ ধরনের। খসখসে তীক্ষ্ণ মুখ-চোখ কর্কশ, পুরুষালি। ছিপছিপে শরীর বেতের মতো শক্ত। মেদহীন।

স্যামের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতেই লংম্যানের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল টমের। মাত্র কয়েক পলকের ব্যাপার, অথচ ওইটুকু সময়ের মধ্যে বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো ওর। শীতল একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

লংম্যানের চোখের দিকে আর তাকালো না টম। এখনো তার বুকটা ধড়ফড় করছে। এর আগে কারো চোখের দিকে তাকিয়ে ওর কখনও এমন অনুভূতি হয়নি। এরপর আর গলা দিয়ে খাবার নামলো না। পানি খেতে গিয়ে বিষম খেলো সে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল জেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হলো, টম?'

টম সামলে নিয়ে বললো, 'কিছু না, গলায় পানি আটকে গিয়েছিল।'

পাশে থেকে স্যাম টেলর ঠাট্টার সুরে বললো, 'নিশ্চয়ই ডেনভারের সেই মেয়েটা তোমার কথা ভাবছে।' একটা রোল করা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো সে। 'নাও দুটো টান দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

টম সিগারেট হাতে বসে রইলো কিছুক্ষণ। মনটা ভার, জেনিফারের কথা মনে হতে আরো হু-হু করে উঠলো বুক, চাপা একটা দুঃখ, একটা ব্যথা খামচে ধরলো। জেনিফারকে ছেড়ে চলে এসেছে কতদূরে। এ-জীবনে হয়তো আর কোনদিন ওর সাথে দেখাও হবে না। তবু জেনিফারের কথা কেন যে ভাবে সে! ভাবার কোন মানেই

Boighar.com

হয় না। ডেনভার সিটির সেদিনকার সেই ঘটনার পরই তো সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। এতদিনে হয়তো টমকে সে ভুলেও গেছে।

অনেকদিন বাদে টমের মনে হলো, জেনিফারকে সে সত্যিই হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল। জেনিফার তার জীবনের প্রথম নারী, প্রথম প্রেম। হয়তো তাই আজো সে ওকে ভুলতে পারেনি।

বহুক্ষণ সিগারেট খায়নি খেয়াল হতেই সিগারেট ধরালো টম। কিন্তু দু-তিনটে টান দিয়েই টের পেলো ধূমপানে তৃপ্তি পাচ্ছে না। মুখটা বিস্বাদ লাগছে। তবে সিগারেটটা ফেললো না। আস্ত সিগারেট, ফেলতে কেমন একটু মায়া হলো। আঙুলের ফাঁকেই পুড়ে ছাই হতে লাগলো ওটা।

আস্তে আস্তে আবার ও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জেনিফার আজ তাকে ছাড়ছে না। ঘুরে ফিরে বার বার তার চিন্তায় হানা দিচ্ছে। অথচ জেনিফারের সাথে ওর সেরকম কোন সম্পর্ক ছিল না। ওরা কেউ কাউকে ভালবাসার কথা জানায়নি। পাশাপাশি দুজনা কাজ করতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক গল্প হাসি-ঠাট্টা হতো। কিন্তু আসল কথাটা কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করেনি। শেষ পর্যন্ত না-বলাই থেকে গেছে।

টম সেকথা ভেবে আপনমনে হাসে। আসল কথা মুখ ফুটে না বললেও, মনে মনে ঠিক জানতো ওরা একে অপরকে ভালবাসে।

হঠাৎ পিস্তলের ক্লিক শব্দে ভাবনার আচ্ছন্নতা কেটে গেল টমের। চমকে উঠে দেখতে পেলো পিস্তল হাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লংম্যান। মুখচোখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

পিস্তল কক করার সাথে সাথে ডাইনিংরুমের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। থমথমে নীরব।

বইঘর.কম

লংম্যানই প্রথম ভাঙলো নীরবতা, রাউলিকে বললো, 'মেয়েটাকে রান্নাঘর থেকে এখানে নিয়ে এসো।'

রাউলি জিভ নেড়ে একবার চুকচুক শব্দ করে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। এমন ভাবে গেল যেন হাসতে হাসতে সে কোন একটা মজার ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে। মেঝেতে ফিসফিসানির মতো মোকাসিনের অস্পষ্ট শব্দ হলো কেবল।

খানিক বাদেই রান্নাঘর থেকে জেনের চিৎকারের শব্দ কানে এলো। ঝনঝন শব্দে কাচের বাসনপত্র ভাঙার শব্দ শুনলো।

টম হতবাক, স্তম্ভিত। এসব কি হচ্ছে! এই লোকগুলো এমন আচরণ করছে কেন!

জেনকে রান্নাঘর থেকে টেনে আনলো রাউলি। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে জেনের চিবুক বেয়ে। রাউলি ওর চুল আর একটা হাত ধরে রেখেছে। জেন নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কয়েকবার হাত পা ছুড়লো, চিৎকার চেঁচামেচি করলো। 'ছেড়ে দাও আমায়···' না পেরে হঠাৎ রাউলির গালে চটাস করে এক চড় বসিয়ে দিলো ও।

চড়টা খেয়ে হঠাৎ কেমন থমকে গেল রাউলি। তারপরই সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পালটে গেল। ধপ করে দু'চোখে জ্বলে উঠলো রাগ, ঘৃণা আর অপমান। হুঁশ হারালো রাউলি। উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো জেনের উপর। চুলের মুঠো ধরে মাথাটাকে সামনে টেনে এনেই পাগলের মতন খুসি চড় মারতে লাগলো।

জেন পড়ে গিয়ে ফের উঠতে যাচ্ছিলো। রাউলি ঝুঁকে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে একটা লাথি কষালো। জেন কোমর চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ জান্তব আওয়াজ করতে লাগলো।

এতক্ষণ শূন্য, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়েছিল টম, এবার সংবিৎ ফিরে

Boighar.com

পেলো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলে উঠলো। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সে পিস্তলের জন্য হাত বাড়ালো।

ঠিক এমন সময়ে পিছন থেকে ওর কবজিটা ধরে ফেললো কে যেন।

টম চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, হারডিন। টম হাতটা প্রচণ্ড জোরে টান মেরে ছাড়িয়ে নিতে গেল। কিন্তু হারডিনের শক্ত মুঠো এতটুকু শিথিল হলো না। ওই অবস্থায় সে হঠাৎ ঘুসি কষালো হারডিনের মুখে।

আশ্চর্য। হারডিন ঘুসিটা অবলীলায় হজম করে নিল। তারপর রাগে চোখ মুখ লাল করে ঘুসি মারার জন্য হাত তুললো।

এমন সময় লংম্যান বাধা দিয়ে বললো, 'থামো, হারডিন। মারধোরের দরকার নেই, শুধু ধরে রাখো।'

এরপর দু'খানা ঝকঝকে চোখের ছোরা মেরে টমকে একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, 'তোমার সাহায্য আমাদের লাগবে, তাই হারডিনকে বাধা দিলাম, কিন্তু কথা না শুনলে···' বাক্য শেষ করলো না সে।

ঠিক এই সময়ে স্যাম টেলর উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালো। রাগে ঘেন্নায় মুখ কালো করে লংম্যানকে বললো, 'তোমরা কোথেকে এসেছো, কি চাও?'

লংম্যান ঘুরে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে স্যাম টেলরকে দেখলো। তারপর সামান্য হেসে বললো, 'সময় হলে সবই জানতে পারবে। এখন চুপচাপ বসে থাকো, গোলমাল করার চেষ্টা করো না। আমার সঙ্গীদের ধৈর্যশক্তি খুব কম।'

স্যাম ফুঁসে উঠে হিংস্র গলায় বললো, 'এটা মগের মুল্লুক

বইঘর.কম

পেয়েছো, যা খুশি তাই করবে ? মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলছো…'

লংম্যান পিস্তল হাতে স্যামের পাশে এসে দাঁড়ালো। কদর্য একটা খিস্তি করে ধারালো, কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'মিস্টার, তোমাকে হুজ্জত করতে মানা করেছি, এবার শেষ বারের মতো বলছি।' বলে সে বারজোসের দিকে ফিরলো। 'ওদের অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও।'

বারজোস টমের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিলো। কাউবয় দুজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের পিস্তলগুলো বারজোসের হাতে তুলে দিলো। স্যামের কোমরে কোনো হোলস্টার ছিল না। বারজোস তার পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট পেপারবক্স আর একটা ক্ষুদ্র ডেরিঞ্জার পিস্তল পেলো শুধু। পেপারবক্সটা পরীক্ষা করে ঘরের এক কোণে ছুড়ে মারলো সে। আর ডেরিঞ্জারটা রেখে দিলো নিজের পকেটে।

লংম্যান রাউলিকে বললো, 'মিস জেনকে তুলে দাও।'

রাউলি হাত ধরে ওকে হেঁচড়ে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। মেঝেতে ঠুকে গিয়ে কপাল ফেটে গেছে ওর। কালচে রক্ত গড়াচ্ছে।

জেনের অবস্থা বড়ই সঙ্গিন। আতঙ্কে চোখ মুখ সাদা হয়ে গেছে। হেঁচকি তোলার মতো ঘন ঘন শ্বাস টানছে।

ঘরের এককোণে জড়সড় হয়ে বসে, শূন্য ভয়ার্ত চোখে লোকগুলোর কীর্তিকলাপ দেখছে কাউহ্যাণ্ড দুজন। ওদের নিরেট মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কেবল তীব্র একটা ভয়, আতঙ্ক চারপাশ থেকে অক্টোপাসের মতো চেপে ধরেছে ওদের।

আচমকা একজন কাউহ্যাণ্ড উঠে দাঁড়িয়েই উদভ্রান্তের মতন দরজার দিকে ছুটে গেল।

দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারালো না বেচারা। লংম্যানের হাতের

Boighar.com

পিস্তল পরপর তিনবার গর্জে উঠলো। গুলি খেয়ে কাউহাণ্ড থমকে দাঁড়ালো, যেন পিছন থেকে কেউ তাকে জাপটে ধরেছে। তারপরই কাটা গাছের মতো দড়াম করে আছড়ে পড়লো মেঝেয়।

ভূমিশয্যা নিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে একবার উঠে বসার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। দেহটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

লংম্যান বুড়ো আঙুলের ডগায় পিস্তলটা গানম্যানদের কায়দায় ঘুরিয়ে বিষাক্ত হেসে বললো, 'আমার কথার অবাধ্য হলে সবার একই শাস্তি হবে।'

দুই

কাউহ্যাণ্ডের নিথর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে টমের বুকের ভেতর প্রচণ্ড আক্রোশ ঘনিয়ে ওঠে। কাঁপতে থাকে শরীর। সজোরে হেঁচকা টান মেরে হারডিনের শক্ত মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে সে। পারে না। তখন ঐ অবস্থায়ই চিৎকার করে বলে, 'ওকে মারলে কেন? ওর কি দোষ?'

লংম্যান মুচকি হেসে চোখ ইশারা করে হারডিনকে।

হারডিন টমের হাতটা মুচড়ে ধরে পিঠের কাছে। কনুই দিয়ে আঘাত করে ওর ঘাড়ে, পিঠে।

বইঘর.কম

টম যন্ত্রণায় কাতরে উঠে বলে, 'তোমরা এসব কেন করছো? কি চাও তোমরা?'

লংম্যান দু'কদম এগিয়ে এসে চোখ ছোট করে মাপে টমকে। তারপর মৃদু হেসে বলে, 'আমরা এসেছি স্পেশাল স্টেজ কোচটা ডাকাতি করতে।'

লংম্যানের কথায় ভীষণ চমকে ওঠে টম। 'তোমরা স্টেজ ডাকাত?' অনেকক্ষণ পলক পড়ে না ওর বিস্ফারিত চোখে।

টমকে চমকাতে দেখে মৃদু হাসে লংম্যান। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে সবার উদ্দেশে বলে, 'আরেকটু বাদে যে স্টেজ কোচটা আসছে ফেলো টাউনে ওটা ডাকাতি করতেই আমরা এখানে এসেছি। ওটা যেভাবে পাহারা দিয়ে আনা হবে তাতে পথে ডাকাতি করা সম্ভব না ড্রাইভারের পাশে শটগানধারী পাহারাদার ছাড়াও, কোচের ভিতরে ও বাইরে সামনে-পিছনে থাকবে আরো দু'জন করে পাহারাদার। আমাদের চারজনের পক্ষে ওদের ঘায়েল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বাফেলো টাউনে সেটা সম্ভব, কারণ স্টেজ শহরে পৌঁছানোর পর গার্ডরা স্বভাবতই নিরাপদ বোধ করবে, ওদের পাহারা ঢিলে পড়বে কিছুটা।

'ড্রাইভারের পাশ থেকে নেমে দাঁড়াবে শটগানধারী গার্ড। আর পিছনের গার্ডরা ঘোড়া বদলানোর জন্য রওনা হবে কোরালের দিকে।' থামলো লংম্যান। আড়চোখে টমের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে বললো, 'ঠিক তখনি আমরা স্টেজের ওপর হামলা চালাবো।'

ডাইনিংরুমের সবাই রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে লংম্যানের মতলব শুনলো। নিমেষে পালটে গেল ওদের চেহারা। চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভয় আর উদ্বেগ।

Boighar.com

ওদের প্রতিক্রিয়া দেখে খুশি হলো লংম্যান। হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাউলিকে নির্দেশ দিলো সে, 'যাও, তুমি একবার বাইরেটা ঘুরে দেখে এসো। লোকজন হয়তো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে আগেই ব্যবস্থা নেবে।'

রাউলি মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

লংম্যান এবার জিম্মিদের উদ্দেশে বললো, 'ওই স্টেজে ডেনভার সিটি ব্যাংক থেকে স্টেজ কোম্পানির জন্য দেড় লাখ ডলার আসছে। ওটা যেভাবেই হোক আমাদের চা-ই।' লংম্যানের চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। গলার স্বর তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ। 'দরকার হলে আমরা এই ঘরের সবাইকে খুন করবো।'

টম বললো, 'ডাকাতি করে তুমি পালাতে পারবে না। বাফেলো টাউনে টেলিগ্রাফ লাইন আছে। মুহূর্তের মধ্যে সব জায়গায় খবর পৌঁছে যাবে।'

টমের কথায় আমল দিলো না লংম্যান, যেন এগুলো তার জন্যে কোনো সমস্যা নয়। সে মৃদু হেসে বললো, 'ওটা কোনো ব্যাপার না, যাবার সময় মাইলখানেক রাস্তার তার কেটে দিয়ে যাবো আমরা। কোরালেও আমাদের অনুসরণ করার মতো ঘোড়া থাকবে না।'

রাউলি একজন কাউপাঞ্চারকে জামার কলার ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এলো। ভয়ে, আতঙ্কে তার দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

পাঞ্চারকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে কামরার অন্যপ্রান্তে বসা কাউহ্যাণ্ডের কাছে পাঠিয়ে দিল দুর্বৃত্ত। তারপর লংম্যানের দিকে ফিরে বললো, 'শালা গোলমাল করার চেষ্টা করছিল।'

লংম্যান পাঞ্চারকে এক নজর দেখে রাউলিকে বললো, 'তুমি

বইঘর.কম

লাশটা রান্নাঘরের পিছনে রেখে এসো।'

ভিতরে ভিতরে লংম্যানের ওপর খুব বিরক্ত হলো রাউলি। মুখে কিছু বললো না। চকিতে অগ্নিদৃষ্টি হেনে আবার পলক নামিয়ে লাশের দিকে এগোল। পা ধরে টেনে হেঁচড়ে লাশটাকে বাইরে নিয়ে গেল পিছনের দরজা খুলে।

রাউলি ফিরে আসার পর লংম্যান হারডিনকে বললো, 'তোমরা দুজন এদের পাহারা দাও, আমি আর বারজোস বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসছি।'

বারজোসকে নিয়ে বেরিয়ে গেল লংম্যান।

টম ব্লেইন কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। বেজন্মা হারডিন পিঠমোড়া করে ধরে রেখেছে ওর হাত। একটু নড়াচড়া করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেই আরো বেশি করে চেপে ধরছে। কনুই দিয়ে ঘাড়ের কাছে আঘাত করছে।

নিজের অক্ষমতায় ভেতরে ভেতরে অন্ধ আক্রোশে ফুঁসছে টম। সে এখানকার স্টেজলাইনের ইনচার্জ। তাকে আটকে রেখে ওরা স্টেজ ডাকাতি করে যাবে। এই একটা কথা ভেবে রাগে, দুঃখে, হতাশায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ওর চিন্তাশক্তি। এমনিতে টম শান্ত এবং ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, কিন্তু এখন অক্ষম রাগে ওর ভেতরটাকে তছনছ করে দিচ্ছে একটা আহত পশু।

জেন বসে আছে পাথরের মতন। তার অসহায় করুণ মুখ আরও বিমূঢ় দেখাচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই যেন তার কাছে দুঃস্বপ্নের মতন।

জেনের দিকে তাকিয়ে টমের মেদহীন মুখ কালো হয়ে গেল তিক্ততা আর আত্মগ্লানিতে। তার চোখের সামনে লোকগুলো যা খুশি তাই করে যাচ্ছে, আর সে কিনা কাপুরুষের মতো বসে আছে

Boighar.com

নিষ্ক্রিয়ভাবে। অনুশোচনায় ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেল টম। অনেকক্ষণ আর মুখ তুলে কারো চোখে তাকাতে পারলো না।

খানিক বাদে আবার যখন মাথা তুলে জেনের দিকে তাকালো সে, বিদ্যুতের একটা ছোবল খেলো যেন ওর ভেতরটা। হঠাৎ তার মনের নিভৃতে লুকিয়ে রাখা অত্যন্ত গোপন আর লজ্জার একটা স্মৃতি আজ আগল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো যেন, হঠাৎ জেনের ভয়ার্ত ফ্যাকাশে চেহারা আর ওর নিজের ব্যর্থতা আর অসহায়ত্ব বহু পুরনো সেই ক্ষতে হানা দিলো।

আজকের এই ঘটনা আর সেদিনের ঘটনা, একটির সাথে আরেকটির কি আশ্চর্য মিল। একই ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটতে চলেছে। ডেনভার সিটি, মাইনার ক্যাম্প, স্টেজ কোম্পানির অপরিসর ঘর, জেনিফার—সব এক এক করে চোখের পর্দায় মিছিল করে এগিয়ে এলো। স্বপ্নের মতন ভাবনার ঘোরের আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড স্রোতের টানে সে ফিরে গেল সেই পুরানো স্মৃতিতে।

তখন টম সামান্য বেতনে ডেনভার স্টেজ কোম্পানির অফিস গার্ড। মাত্র আঠারো বছরের যুবক। বুকভরা স্বপ্ন একদিন এই ছোট চাকরি ছেড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ করবে, বড় র‍্যাঞ্চার হবে। তাই কৃচ্ছতা করে পয়সা বাঁচাচ্ছে। অফিসের ডিউটি শেষে ছোটখাটো কাজ করছে। সবই ঠিকঠাক মতো চলছিল। কিন্তু আচমকা একটা ঘটনা তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলো।

স্টেজ কোম্পানির একটা আয়রন সেফ পাহারার দায়িত্ব ছিল টমের উপর। সিন্দুকে প্রায় এক লাখ ডলারের সোনা রাখা ছিল। কোম্পানির মালিক ছাড়া একমাত্র সে-ই সিন্দুকের কম্বিনেশন জানতো। সেদিন খুব ভোরবেলা, সিন্দুকের কাছে বন্দুক হাতে পাহারায় বসে

বইঘর.কম

আছে সে। পাশে কাজ করছিল একটি মেয়ে। জেনিফার, ভারি সুন্দরী, শান্ত স্বভাব। টম মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। ফলে যতক্ষণ মেয়েটা ওর পাশে থাকতো ততক্ষণ টম যেন এক ঘোরের মধ্যে থাকতো। ওরা গল্প করতো, হাসি-ঠাট্টাও হতো মাঝে মাঝে। সে-দিনও টমের কি একটা কথায় যেন জেনিফার খুব হাসছিল। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে পাঁচজন মারকুটে চেহারার লোক অফিসের ভিতর ঢুকে পড়লো। ঘটনাটা এতই আচমকা ঘটে গেল, টম বন্দুক হাতে নেওয়ার কোনো সুযোগই পেল না। ওদের প্রথম গুলিতেই বুকে চোট পেয়ে মারা গেল ক্যাশিয়ার। একজন বাঘের মতো একলাফে এগিয়ে এসে কেড়ে নিলো টমের বন্দুকটা, পিস্তল চেপে ধরলো ওর মাথায়। কিন্তু এরপর টমকে আর কিছুই বললো না ওরা। শুধু দলনেতা গোছের এক লোক ওর কাছে সিন্দুকের কম্বিনেশনটা একবার জানতে চাইলো। টম বসে রইলো গোঁজ হয়ে। কম্বিনেশন জানালো না।

এরপর ভয়ানক এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো ওরা। দুজন লোক হ্যাঁচকা টানে জেনিফারকে দাঁড় করিয়ে গোটা কতক প্রচণ্ড চড় কষালো। দেয়ালে মাথা ঠুকে দিলো ওর। আরেকজন টান মেরে জেনিফারের বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেললো খানিকটা।

এবার দলনেতা শান্তকণ্ঠে বললো, 'কম্বিনেশনটা বলে দাও, নইলে ওকে তোমার সামনে অত্যাচার করে খুন করবো। তুমিও রেহাই পাবে না।'

টম জেনিফারকে ভালবাসতো। ওর এই দশা সে সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া সে মুহূর্তের সেফের সোনার চেয়ে জেনিফারের মান সম্ভ্রম আর জীবনের মূল্য অনেক বেশি মনে হয়েছিল টমের কাছে।

Boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে সেফ খুলে দিলো সে। আর জেনিফার সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেলো।

কিন্তু স্টেজ কোম্পানি ঘটনাটা বিশ্বাস করলো না। তারা আউটলদের সাথে ওর যোগ সাজস আছে বলে সন্দেহ করলো। তবে চাকুরীটা কোম্পানির মালিকের দয়ায় বেঁচে গেল। এরপর ওকে ডেনভার থেকে ওরা বদলি করে দিলো এই অখ্যাত শহর বাফেলো টাউনে, স্টেজ লাইনের ইনচার্জ করে।

স্মৃতিতাড়িত টম হঠাৎ রাউলির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ফিরে এলো বর্তমানে।

রাউলি বলছে : 'ওকে ওভাবে ধরে রেখেছো কেন?' ছেড়ে দাও। ওর গলার স্বরে একটা অশুভ ইঙ্গিত প্রকাশ পেলো। আর কেউ না বুঝলেও টম ঠিক বুঝলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ঠনালী বেয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। রাউলির মতলব ভালো নয়। মনে মনে শয়তানটা কোনো কুটবুদ্ধি ফেঁদেছে।

'কিন্তু লং বলেছে...'

রাউলি হারডিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'পাহারা দিতে, ওভাবে সারক্ষণ একজনের হাত পা ধরে রাখতে নয়।' তারপর টমের উদ্দেশে মুচকি হাসলো সে, 'ছেড়ে দাও। দেখছো না বেচারা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।'

হারডিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও টমের হাত ছেড়ে দিলো।

হাতটা উঁচু করতে গিয়েই টম অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তার বাহুতে কোনো সাড়া নেই। বাঁ হাতে একটা চিমটি কেটে দেখলো। কই একটুও ব্যথা অনুভব করছে না! হঠাৎ ধক করে উঠলো টমের বুক। হাতটা যেন তার নিজের নয়। অন্য কারো হাত এনে বসিয়ে

বইঘর.কম

দেয়া হয়েছে।

মিনিট দশেক দারুণ একটা আতঙ্কের মধ্যে বাস করার পর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো ওর। হাতটা এখন আর অন্যের হাত বলে মনে হচ্ছে না। রক্ত সঞ্চালন আবার শুরু হওয়ায় ঝিমঝিমে একটা অজানা অনুভূতি হচ্ছে। একটা আলতো চিমটি কেটে দেখলো ও। হ্যাঁ, এখন ব্যথা লাগছে। আরেকটু বাদে একেবারে ঠিক হয়ে গেল, অন্য হাতটার মতোই হালকা আর স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে।

টমের অন্তরে আরেকটা একগুঁয়ে মানুষ বাস করে। যাকে সে নিজেই চেনে না ভালমত, আজ সেই পুরানো ক্ষতে নাড়া খাওয়ার পর থেকেই সেই ঘুমন্ত টম ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠেছে। কিন্তু বাইরে টমকে খুব শান্ত, ধীরস্থির দেখায়। কেবল চোখ দুটো জ্বলে ধকধক করে।

রাউলি বুঝি টমের পরিবর্তনটা টের পায়। কিন্তু ওকে বিচার করতে ভুল করে সে। টমের উদ্দেশে আঙুল নাচিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলে, 'এ শহরে একটাও পুরুষ নেই, তুমি শালা সবচেয়ে বড় কাপুরুষ।'

মুহূর্তে টমের যাবতীয় শুভবুদ্ধি লোপ পেলো। ভিতরের বিদ্বেষে ফুঁসে ওঠা যে টম আত্মপ্রকাশের জন্যে একটা রন্ধ্র পথ খুঁজছিল এতক্ষণ, রাউলির কথায় সেই পথটাই পেয়ে গেল সে। আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে মেঝে থেকে একটা চেয়ার তুলে ছুড়ে মারলো রাউলিকে।

রাউলি মাথা নুয়ে চেয়ারটা এড়ালো, পরক্ষণে টম দেখলো পিস্তল হাতে রাউলি এগিয়ে আসছে তার দিকে। আতংকে কেঁপে উঠলো টম। ওর মনে হলো দেয়ালে তার পিঠ ঠেকে গেছে। আচমকা গুলি না করে রাউলি বাঁ-হাতে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারলো টমের মুখে। ঘুসিটা সামান্য সরে গলা আর ঘাড়ের মাঝামাঝি লাগলো। বাঁ-

Boighar.com

হাতের ঘুসি, তবু ভীষণ ব্যথা পেলো টম। জায়গাটা ঝিমঝিম করতে করতে যেন অবশ হয়ে গেল। রাউলির মুঠো লোহার মতন শক্ত। 'শালা, বেজন্মা···আমার সাথে লাগার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি···' বলে ওর কোমরে জোরে লাথি কষালো দুর্বৃত্ত। তারপর চুল ধরে মুখ ঘষে দিলো দেয়ালে।

টম ছাড়া পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড জোরে রাউলিকে ধাক্কা দিলো। ধাক্কা খেয়ে রাউলি সরে গেল ঠিকই, কিন্তু তার আগে টমের চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো টম। কিন্তু পরক্ষণে সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে গেল সে, অন্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাউলির ওপর।

রাউলির কোট ছিঁড়ে গেল। টম ঝাঁপ দিয়ে রাউলির কোটের কাপড়ই শুধু ধরতে পেরেছিল। সে দু'হাতে কোট খামচে ধরে টেনে আনলো রাউলিকে, ওর মুখে ঘুসি বসালো। আরেকটা ঘুসি মারতে যাবে, ঠিক তখুনি বিড়াল-পায়ে হারডিন পিছনে এসে টমের মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করলো। মুহূর্তে বোঁ করে মাথা ঘুরে উঠলো টমের। নীলাভ এক আলো ঝলসে উঠলো চোখের সামনে। কিন্তু জ্ঞান হারালো না ও।

টমের হাত পিঠমোড়া করে ধরে, ওর ঘাড়ে সজোরে এক রদ্দা কষালো হারডিন, লাথি মেরে ওকে ফেলে দিলো মেঝেয়। টম প্রতিরোধ করার সুযোগই পেলো না।

রাউলি এগিয়ে এসে সবুট পা তুলে দিলো ওর বুকে, বললো, 'দেখে রাখো সবাই। ফের কেউ আমাদের কাজে বাধা দিতে এলে তার অবস্থাও এই বেজন্মাটার মতো হবে।'

রাউলির পায়ের তলায় শুয়ে ঘোরের মধ্যে ওকে দেখছে টম।

বইঘর.কম

পৈশাচিক উল্লাসে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা। বুক থেকে পা তুলে টমের নিতম্বে একটা লাথি কষালো সে। তারপর ঝুঁকে টেনে তুললো ওকে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে চোয়ালে আঘাত করলো। চোয়াল কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। দেখতে দেখতে টমের গলা, জামা ভিজে উঠলো রক্তে।

তবু থামলো না রাউলি। চুল ধরে টমের মাথা টেনে এনে আবার কপালে আঘাত করলো পিস্তলের বাঁট দিয়ে। এবার কপাল কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

জেন এই বীভৎস দৃশ্য দেখে চোখ মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলো। 'ওকে ছেড়ে দাও, দোহাই তোমাদের…'

রাউলি ঠোঁট ফাঁক করে হাসলো, যেন জেন খুব একটা মজার কথা বলেছে। 'বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো শালার…' বলতে বলতে টমের তলপেটে ঘুসি মারলো সে। টম যন্ত্রণায় পেট চেপে ধরে বসে পড়লো। দু'চোখে অন্ধকার দেখছে সে। শ্বাসকষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ লংম্যানের তীক্ষ্ণ ধমক কানে এলো ওর। 'রাউলি! থামো …যথেষ্ট হয়েছে!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো টম। গলার স্কার্ফ দিয়ে মুখ চোখ মুছে তাকালো। ওই তো রাউলি। সামান্য তফাতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে।

রক্তের ধারায় আবার টমের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। স্কার্ফ দিয়ে চোখ মুছলো সে। পা টলছে, শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো প্রাণপণে। 'আরেকটু শক্তি দাও খোদা, আরেকটু…' বিড়বিড় করে বলতে বলতে আচমকা অন্ধ ক্রোধে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাউলির ওপর ও।

Boighar.com

একসাথে মাটিতে পড়ে গেল ওরা। আচমকা আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধের কোনো সুযোগ পেলো না রাউলি। অন্ধের মতো সমানে ঘুসি, লাথি, চড় মারতে লাগলো টম। একবার গড়িয়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করলো রাউলি। সঙ্গে সঙ্গে টম এক হাতে লম্বা চুল ধরে ওকে টেনে এনে মুখে চোখে একের পর এক ঘুসি মারতে লাগলো।

মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে হারডিন এগিয়ে এলো এবার, পিছন থেকে ওর ঘাড়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করলো। দপ্ করে অজস্র লাল-নীল বাতি জ্বলে উঠলো টমের চোখের সামনে। কুঁজো হয়ে রাউলির গায়ের ওপর ঢলে পড়ে যেতে যেতে অন্ধের মতো চারপাশে তাকালো ও। কিছু নেই। সব শূন্য। কানে এলো অনেক দূর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলছে: 'থামো, হাঁদারাম কোথাকার···মরতে চাও নাকি!'

অনেকক্ষণ পর চোখ মেললো টম। যন্ত্রণা আর ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলো সব। কোন সময়ে যেন হারডিন তাকে রাউলির ওপর থেকে তুলে এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। রাউলি পাঁচ-ছয় হাত তফাতে হারডিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ লাল। চোখ জ্বলছে হিংস্র শ্বাপদের মতন। টমের মনে হলো ও যে কোনো মুহূর্তে আবার টমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

প্রায় লাফিয়ে পড়ার মতো এগিয়ে এলো রাউলি। কিন্তু টমের কাছে পৌঁছানোর আগেই লংম্যান ধরে ফেললো ওকে। 'থামো,' লংম্যানের কণ্ঠস্বরে নিদারুণ বিরক্তি। 'তুমি কি সব কিছু পণ্ড করে দিতে চাও নাকি! এসো, তুমি আমার সাথে বাইরে এসো।'

রাউলি রুখে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু লংম্যান ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো তাকে। 'এখানে থাকলেই আবার ওর সাথে মারামারি

বইঘর.কম

বাধিয়ে দেবে। ···বারজোস, তুমি আর হারডিন থাকো এখানে।' বলে রাউলিকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে গেল সে।

চৌকাঠে পা দিয়ে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার টমের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো রাউলি। ওর চোখে স্পষ্ট খুনের নেশা দেখতে পেলো সে।

ভিতরের সব উত্তেজনা অস্থিরতা যখন থিতিয়ে এলো, দুর্বহ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো টমের শরীর। অবসাদে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো সে।

টমের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। চুঁইয়ে চুঁইয়ে কালচে রক্ত বেরিয়ে আসছে। টপ-টপ করে ক'ফোঁটা রক্ত কানের পাশ দিয়ে গাল ভিজিয়ে মেঝেতে পড়লো। চোয়ালের রক্তে জামা ভিজছে। ঘাড়ে, গালে, ঠোঁটে দাগ ফুটেছে মারের। সেই সাথে রক্তক্ষরণের প্রতিশোধ নিতে ঘাপটি মেরে এগিয়ে আসছে অপ্রতিহত দুর্বলতা। বড্ড ঘুম আসছে।

টম ঘুম তাড়ানোর জন্যই চোখ মেললো। এটা ঘুমকে প্রশ্রয় দেয়ার সময় নয়। পায়ে পায়ে সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ বাদেই স্টেজটা পৌঁছাবে বাফেলো টাউনে। তারপর?

তারপর কি হবে ভেবেই শিউরে উঠলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনায় সেই চরম সর্বনাশের দৃশ্যটা যেন দেখতে পেল টম। নিজের অজান্তেই ওর হাত মুঠো হয়ে গেল। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলতে চাইলো 'না···না···' কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটলো না, একটা অস্ফুট জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে এলো শুধু।

এবার হারডিন তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'চল, বাইরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসবে।'

Boighar.com

চমকে ওঠে টম, ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে উঠে দাঁড়ায়। মাথাটা ওর বোঁ করে ঘুরে ওঠে। মনে হয় এখুনি বুঝি পড়ে যাবে।

শেষপর্যন্ত টম প্রাণপণে সামলে নিলো নিজেকে। পা শক্ত করলো। তারপর আস্তে ধীরে হারডিনের পিছু পিছু পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরের রাস্তায় নেমেই থমকে দাঁড়ালো সে। একটা পা বাড়াতে গিয়েও আবার টেনে আনলো। কাউপাঞ্চারের লাশ ময়লার গাদার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

'কি হলো দাঁড়িয়ে পড়লে যে?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলো হারডিন। 'তাড়াতাড়ি পা চালাও!'

কলতলায় এসে গলার স্কার্ফ খুলে ভিজিয়ে কপালে ছোঁয়ালো টম। প্রথমে টের পেলো না কিছু, পরক্ষণে তীব্র জ্বালায় হুঁশ হারানোর উপক্রম হলো ওর। মনে হলো ওর সারা মুখে আগুন ধরে গেছে। ঝাড়া দিয়ে কপাল থেকে ভেজা রুমালটা ফেলে দিলো সে।

হারডিন ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'কি হলো রুমাল ফেলে দিলে কেন?'

টম উঠে দাঁড়িয়ে কোনো রকমে হারডিনকে বললো, 'মুখ ধুতে হবে না, চলো!' জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো ও। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত মুখ টকটকে লাল।

হারডিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, চলো।'

বোর্ডিংহাউসে ফিরে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লো টম, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো।

টমের দুরবস্থা দেখে জেন হারডিনকে মিনতি করলো, 'ওর এখন সেবা প্রয়োজন।'

হারডিন ইতস্তত করে বললো, 'বেশ।'

বইঘর.কম

জেন রান্নাঘর লাগোয়া ওর শোবার ঘরের দিকে এগোল। বারজোস নীরবে পিছু নিলো ওর।

একটু পর একটা মলমের কৌটা, শুকনো তোয়ালে আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ফিরে এলো জেন। চেয়ার টেনে টমের মাথার কাছে বসলো ও, তোয়ালে দিয়ে প্রথমে আলগোছে ক্ষতস্থানের পানি রক্ত মুছে মলম লাগালো, তারপর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময়ে ফিসফিস করে বললো, 'ওদের সাথে আর লাগতে যেও না। খামোখা একা একা ওদের সাথে লেগে কোনো ফল হবে না।'

টম অবাক হয়ে ঘাড় কাত করে জেনের দিকে তাকালো। ক্ষতস্থান মুছে মলম লাগিয়ে দেবার পর ওর যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু জেনের কথা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে তার। খামোখা সে লড়াই করছে? এত মার খেলো সব অকারণে!

জেন আগের মতোই ফিসফিসিয়ে বললো, 'ওদেরকে কিছু না বললে ওরাও আমাদের কিছু বলবে না।'

টম খানিক চুপ করে থেকে ম্লান স্বরে বলে, 'জেন, তুমি বুঝতে পারছো না ওরা আমাদের এখানে জিম্মি করে রেখেছে, দরকার পড়লে সবাইকে খুন করবে।'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু ওদের কথামত কাজ করলে ওরা আমাদের মারবে কেন?' জেন তবু অবুঝ।

'এই, তোমাদের এত কথা কিসের!' দরজার কাছ থেকে কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলো বারজোস।

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। জেন আড়ষ্টভাবে বসে রইলো চুপ করে। ওর চোখে ভয়ার্ত নির্বোধ দৃষ্টি।

এটুকু কথা বলার পরিশ্রমেই টমের হাঁপ ধরে যায়। ক্লান্তিতে

Boighar.com

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো সে।

লংম্যানের শাসানির পর এপর্যন্ত আর একটা কথাও বলেনি স্যাম টেলর। মুখ ফ্যাকাসে, চোখে আতঙ্ক নিয়ে পাথরের মতো বসে আছে। অপরাধ বোধে অনুশোচনায় আরও কাতর দগ্ধ দেখাচ্ছে তাকে।

টম চোখ ফিরিয়ে জেনের উদ্দেশে চাপা স্বরে বললো, 'জেন, ওরা যদি স্টেজটা ডাকাতি করে নিয়ে যায় তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে একবার ভেবে দেখেছো?'

জেন জবাব দিতে একটু সময় নিলো, তারপর বললো, 'তুমি পশ্চিম ছেড়ে পুবে চলে যাবে, এখানে এ ঘটনার পর টিকে থাকা তোমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।' খানিক ইতস্তত করলো ও, আরও কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু একরাশ দ্বিধা আর লজ্জা এসে যেন ওর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে ধরেছে। অবশেষে জেনের গলার স্বর ফুটলো। 'ইচ্ছে করলে আমাকে তোমার সঙ্গে নিতে পারো।' বলতে বলতে ওর ফর্সা মুখ লাজরাঙা হয়ে উঠলো।

জেনের কথায় টমের ভিতরে প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হলো। বছর-খানেক আগেও আরেকজনকে দিয়ে জেন এই প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে। সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তে সে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু আজ নিজের মধ্যে সেই আগের মনোবল খুঁজে পেলো না টম। তার ভিতরে আজ রাজ্যের দ্বিধা জড়তা এসে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছে।

পশ্চিমের প্রতি কোন মায়া নেই জেনের। বাবা মারা যাবার আগে পর্যন্ত সে পুবে মানুষ। পশ্চিমের চেয়ে পুবকেই সে বেশি ভালবাসে। পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে সে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই বোর্ডিংহাউসটা

বইঘর.কম

বেচে দিয়ে চলে যেতে চাইছে পুবে।

টম বসে আছে নীরবে। ওর মাথার শিরাগুলো দপ দপ করছে। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা ভোলার চেষ্টা করলো সে। শিয়রের কাছে ঘুম ওঁৎ পেতে বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়।

লংম্যান যদি স্টেজ ডাকাতিতে সফল হয়, তার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। পশ্চিমের কোথাও আর কাজ পাবে না সে। এই ব্যর্থতা, অপমান আর পরাজয়ের গ্লানি সারাটা জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে। স্বপ্নের সেই ব্যাঞ্চটাও কি কোনোদিন গড়া হবে না? অগাধ ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে টম এসব কথাই ভাবলো।

তিন

ঘরের পরিবেশ একেবারে নিস্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বলছে না। সবার চেহারা অসহায়। চোখ মেলে এসব দৃশ্য দেখে টমের মনে হয় এভাবে বসে থাকলে লাভ নেই, সর্বনাশটা ঘটে যাবার আগেই তাদের কিছু একটা করা উচিত। পরক্ষণেই হতাশায় মাথা নাড়ে সে। বোঝে এঘরে এখন কাউহ্যাণ্ডকে বাদ দিলে পুরুষ বলতে তারা দুজন আছে, সে আর স্যাম। কাউহ্যাণ্ডকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না, সে দুর্বৃত্তদের ভয়েই আধমরা হয়ে আছে। স্যামের অবস্থাও সুবিধে

Boighar.com

নয়। আর স্যাম ঠিক থাকলেই বা কি হতো? তারা দুজন নিরস্ত্র মানুষ ওই সশস্ত্র লোকগুলোকে এমনিতেও ঠেকাতে পারবে না। দুঃখে আর হতাশায় টমের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

বোর্ডিংহাউসের বাইরে কাঠের বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা যায়। হারডিন আর বারজোস নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো মিরাণ্ডা গুচ আর ফেরেল গুচ। পিছনে লংম্যান আর তার সাঙাৎ রাউলি।

ফেরেল গুচ হালকা পাতলা গড়নের ছোট্টখাটো মানুষ, মাথাভর্তি টাক, কিন্তু মিরাণ্ডা গুচ বেশ লম্বা। ফেরেলের চেয়ে বিঘতখানেক লম্বা। শরীরটা মেদভারে আক্রান্ত। হাঁটার সময় হাঁসফাঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। চেহারাটা রুক্ষ, পুরুষালি ধরনের।

মিরাণ্ডার দু'চোখের কোল জুড়ে নিবিড় ভয়ের ছায়া।

এখানে আসার আগে বোধহয় মিরাণ্ডা ওদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। তার মাথার চুল এলোমেলো। জামা ছিঁড়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। গালে ও কপালে মারের দাগ।

লংম্যান ফেরেল গুচকে বললো, 'তুমি অফিসে চলো, স্টেজ কোম্পানিকে জানিয়ে দেবে স্টেজটা বাফেলো টাউনে ঠিকমতোই পৌঁছেছে। তবে কোনো চালাকির চেষ্টা করো না।' ফেরেলের ফ্যাকাশে মুখে লংম্যানের চোখ স্থির। 'আমি টেলিগ্রাফের কোড জানি।'

ফেরেল গুচ তার ভারি ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে এগোলো দরজার দিকে। পিস্তল হাতে পিছু নিলো লংম্যান।

মিনিট দশ-পনেরো পরে লংম্যান উত্তেজিতভাবে ফিরে এলো। মুখ রাগে লাল। চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতন। তার ডান হাতের কব্জির

বইঘর.কম

কাছে অনেকখানি জায়গা ছড়ে গেছে। রক্ত পড়ছে।

টম বুঝলো গুচ ভয়কে জয় করে লংম্যানকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। লংম্যান জবাবে বুড়ো টেলিগ্রাফের ওপর তার শোধ তুলেছে।

লংম্যান গলার স্কার্ফে রক্ত মুছতে মুছতে টমকে বললো, 'এ-শহরের সিটি কাউন্সিলের সদস্য কারা কারা?'

টম গোঁয়ারের মতো বললো, 'আমি জানি না।'

লংম্যান স্থির দৃষ্টিতে দেখলো টমকে। তারপর হিসহিসে কণ্ঠে বললো, 'এখনো সময় আছে। নিজের ভালো চাইলে বলে ফেলো। নইলে রাউলিকে লেলিয়ে দেবো আবার।'

টম ভেবে দেখলো তার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে রাউলির মার সে হজম করতে পারবে না। ধৈর্য ধরতে হবে তাকে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

শ্লেষের সুরে তবু শেষ চেষ্টা করলো ও, 'কেন, আমার তো ধারণা তুমি সব খোঁজ খবর জেনেই এখানে এসেছো।'

লংম্যান মাথা ঝাঁকালো। 'মাস দুই আগে এখানে এসে আমি খবর নিয়ে গেছি, তবু আরেকবার তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

টম এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করলো লংম্যানের চেহারা। এ লোককে কি আগে দেখেছে? আচমকা ওকে চিনতে পারলো টম। দুইমাস আগে এক বুধবারে সকালের স্টেজে লংম্যান এসেছিল বাফেলো টাউনে। সেদিন সে টমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিল। ঘুণাক্ষরেও সেদিন লংম্যানকে সন্দেহ হয়নি ওর।

টম দেরি করছে দেখে লংম্যান মৃদু হেসে রাউলিকে ইশারা করলো।

Boighar.com

রাউলি আকর্ণ হেসে মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে এলো টমের দিকে।

টম রাউলির হিংস্র চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝলো উত্তরটা এখুনি দিয়ে দেয়াই ভালো। অবসন্ন সুরে সে বললো, 'রাউলির দরকার নেই, আমি বলছি। নিক পেলটন, ম্যাট লোগান, এমাস ফ্ল্যাড···'

লংম্যান বাধা দিয়ে বললো, 'এভাবে না, নামধামসহ কে কি করে সব বলো।'

'নিক পেলটন, পেলটন স্যালুনের মালিক। তার স্ত্রী ছিল আরাফো ইণ্ডিয়ান, গত বছর তিন ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছে। ওদের কারণে ইণ্ডিয়ানরা বাফেলো টাউন আক্রমণ করে না। ···ম্যাট লোগানের এক ছেলে···স্ত্রী মারিয়ান। ছেলের বয়স পনেরো···এমাস ফ্ল্যাড স্টোর কিপার। তাছাড়া বাফেলো টাউন গির্জার পার্টটাইম পাদ্রিও সে। তার তিন মেয়ে এক ছেলে, স্ত্রী বেঁচে আছে, লুসি···'

'ছেলে কি করে?' প্রশ্ন করলো লংম্যান।

'ম্যাক্স স্টেজের শটগান রাইডার।'

লংম্যান মুচকি হেসে বলে, 'শেষ! আর কেউ নেই?'

দুর্বল শরীরে একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে গিয়েছিল টম, একটু দম নিয়ে মুয়মাণ গলায় বললো, 'না।'

ক্রোধে জ্বলে উঠলো লংম্যানের চোখ। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছো, মিস্টার। আমার মনে আছে, ড্রেসমেকার মেয়েটার নাম তুমি বাদ দিয়ে গেছ।'

টম নীরব রইলো। রোমির কথা সে লংম্যানকে বলতে চায় না। লংম্যান নিজেই বলে, 'মেয়েটার নাম রোমি ওয়াইজম্যান না?'

টম অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে চোখ বুজলো। এতক্ষণ রোমিকে সে ভুলেই ছিল। লংম্যানের মুখে রোমির নাম শুনে জলের ঢেউতে যেন

বইঘর.কম

ভেসে ভেসে জলছবি হয়ে ওর চোখের পর্দায় উঠে এলো রোমি। শান্তশ্রী একটা কমনীয় মুখ। বিস্ময়মাখা দুটো বড় বড় চোখ। অপূর্ব সুন্দরী নয়, তবু চেহারায় এমন একটা শান্ত মায়াবী ভাব আছে যা একবার দেখলে আরেকবার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে।

লংম্যানের মেঘগর্জনের মতো কণ্ঠস্বরে টমের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ আলো নিভে গেলে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চারদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তেমনি রোমির ছবিটা ঝট করে হারিয়ে যেতেই টমের চারদিকে যেন তেমনি অন্ধকারে ঢেকে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত যেন অফুরান অভূতপূর্ব সুন্দর এক অন্ধকারে ডুবে রইলো সে।

চোখ মেলেই ভীষণ চমকে উঠলো টম। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে রোমি। লংম্যান রাউলিকে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো।

ঘরে ঢুকে চারপাশে এত লোকজন দেখে সামান্য ভড়কে গেল রোমি। থমকে দাঁড়ালো তারপর টমের মুখের ওপর চোখ পড়তেই বিস্ময়ে হা হয়ে গেল; ব্যাকুল, বিভ্রান্ত গলায় রোমি বললো, 'টম, তোমার মুখের এ অবস্থা কেন?'

তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘরের সবাইকে অগ্রাহ্য করে টমের কাছে দৌড়ে এলো মেয়েটি।

এমনটা আশা করেনি টম। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠতে সময় লাগলো ওর। এর মধ্যে রোমি আরেকবার ব্যাকুল উদভ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?'

টম সামলে উঠে বললো, 'আমার কিছু হয়নি, রোমি, আমি ভালই আছি…' টমের নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনালো।

Boighar.com

খসখসে, বেসুরো।

নিজেকে এতটা অসহায় নিঃস্ব কখনও বোধ করেনি। এই মৃত্যুফাঁদে রোমিও পড়ুক এটা সে কখনই চায় না। এখন কি হবে। রোমিও যে ওদের হাতে জিম্মি হয়ে গেল। দু'চোখে একেবারে অন্ধকার দেখলো টম।

সামনে তাকালো ও। লংম্যান সরু চোখে রোমিকে দেখছে। হারডিনের চোখে-মুখে চাপা কৌতুক। আর রাউলি···ওর চোখের দিকে চেয়ে টম শিউরে উঠলো। লোভে চকচক করছে দুর্বৃত্তের চোখের তারা।

'ও এ-ই তাহলে তোমার প্রেমিকা?' ভ্রূ কুঁচকে আমুদে গলায় বললো লংম্যান, গভীর তীক্ষ্ণ চোখে টমের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে আস্তে ব্যঙ্গের হাসিটা আরো বিস্তৃত হলো ওর মুখে।

লংম্যানের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হলো রোমি। হঠাৎ চড় তুলে এগিয়ে গেল দস্যু সর্দারের দিকে।

বেমক্কা কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই রোমিকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো টম। বললো, 'মাথা গরম করো না, রোমি, শান্ত হয়ে বসো।' জোর করে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো সে।

লংম্যান ফিচেল হেসে বললো, 'ওকে সব বলো, ব্লেইন।'

টম রোমির দিকে তাকালো। রাগে ঘেন্নায় ওর মুখ কালো হয়ে গেছে। ও বললো, 'রোমি, আজ দশটায় যে স্টেজ কোচটা আসার কথা ওরা সেটাকে লুট করার জন্যে এখানে এসেছে। ওতে কোম্পানির দেড় লাখ ডলার আসছে। ওরা আমাদের এখানে জিম্মি করেছে যাতে স্টেজ গার্ড কিংবা শহরের কেউ ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরে।' থামলো টম। দম নিয়ে আবার বললো, 'ওরা একজনকে খুন করেছে।'

বইঘর.কম

হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল রোমি। রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেল মুখ। অস্ফুট বেসুরো গলায় ও শুধু বললো, 'কাকে মেরেছে?'

'বুনের আউট-ফিটের একজন কাউহ্যাণ্ডকে, ভয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল বেচারা।'

লংম্যান পকেট থেকে রুপোর একটা ঘড়ি বের করে সময় দেখলো। তারপর সবার উদ্দেশে মৃদু হেসে বললো, 'শোন সবাই, জেন, রোমি আর মিসেস মিরাণ্ডাকে এখানে আটকে রাখছি আমরা। প্যাঞ্চারও থাকবে। অন্যরা যার-যার কাজে যেতে পার। কেবল বাইরের ওই কাউবয়ের লাশটির কথা মনে রাখবে। এমন কিছু কর না যাতে তোমাদেরও ওর সঙ্গী হতে হয়।'

জবাব দিলো না কেউ। টম আড়চোখে একবার আতঙ্কিত মুখগুলো দেখলো। মিরাণ্ডাকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে মহিলা।

টম এবার চোরাচোখে লংম্যান আর তার সঙ্গীদের দেখলো। না, ওরা মিরাণ্ডাকে লক্ষ্য করছে না। লংম্যান নিচু স্বরে বারজোসের সাথে শলাপরামর্শ করছে। পাশে নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে হারডিন। তার হাত খানেক তফাতে দাঁড়িয়ে রাউলি, তার চোখ রোমির মুখে স্থির।

হঠাৎ স্কার্টের ঝুল উঁচু করে ধরে ভারি শরীর নিয়ে পড়িমরি করে দরজার দিকে ছুটে গেল মিরাণ্ডা।

ব্যাপারটা প্রথমে লক্ষ্য করলো হারডিন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। বাঘের মতন এক লাফে গিয়ে মিরাণ্ডাকে দরজার কাছ থেকে ধরে নিয়ে এলো সে, ধাক্কা মেরে ঠেলে দিলো কামরার ওপাশে। টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মিরাণ্ডা গুচ, হুড়মুড়

Boighar.com

করে বসে পড়লো মেঝেয়।

এই প্রথম লংম্যানের চোখে মুখে সত্যিকারের রাগ ঝলসে উঠতে দেখলো টম। খ্যাপাটে গলায় সবার উদ্দেশে সে বললো, 'তোমরা সবাই বোকা নাকি? এরপর কিন্তু আর একজনকেও আস্ত রাখবো না।'

আতঙ্কে মেঝেয় বসে থরথর কাঁপছিল মিরাণ্ডা। এতক্ষণ লংম্যানের ভয়ে কেউ সাহস পায়নি ওর কাছে যেতে। এবার রোমি বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেই দৌড়ে গেল মিরাণ্ডার কাছে, নিচু গলায় সান্ত্বনার বাণী শোনালো ওকে।

মিরাণ্ডা আতঙ্কিত দুটো চোখ খুলে নিস্তেজ গলায় কেবল বললো, 'একটু পানি।'

জেফরি লোগান আপন মনে বিড়বিড় করে একটা কবিতা আওড়াতে আওড়াতে স্কুলে যাচ্ছিলো। ঠিক সেই সময়ে তার ডানদিকে বোর্ডিং-হাউসে যাবার সরু রাস্তা ধরে দুজন ষণ্ডামার্কা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলো সে। কিন্তু কবিতা পাঠে সে এতই মগ্ন ছিল যে ওদের হাতের খোলা পিস্তল তার চোখে পড়লো না।

পেলটন স্যালুন পিছনে রেখে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই, পিছন থেকে তাকে নাম ধরে কে যেন ডাকলো। জেফরি পেছন ফিরে অপরিচিত লোক দুজন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না। ওই লোক দুটোই যে তাকে ডাকতে পারে সে কথা একবারও মনে হলো না তার। সে অন্যমনস্কভাবে ঘুরে আবার হাঁটতে লাগলো।

হঠাৎ পিছন থেকে জেফরির ঘাড়টা চেপে ধরলো কে যেন। সাথে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে এলো তার। 'ফিচলেমির জায়গা পাও না! এতক্ষণ ধরে ডাকছি...'

বইঘর.কম

জেফরি কিছুই বুঝতে পারলো না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোক দুটোকে দেখতে পেলো। ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো জেফরি, 'কি ব্যাপার? তোমরা আমার সাথে এমন করছো কেন?'

লংম্যান পিস্তলখানা জেফরির পেটে চেপে ধরে নিচু গলায় বললো, 'কথা না বাড়িয়ে আমাদের সাথে চলো।'

জেফরি বিমূঢ় গলায় জানতে চাইলো, 'কোথায় যাবো?'

লংম্যান শান্ত কণ্ঠে বললো, 'বোর্ডিংহাউসে।'

'বোর্ডিংহাউসে কেন?'

রাউলি ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, 'লং, ছোঁড়াটা খুব বেশি টকটক করছে, এক ঘা বসিয়ে দিই?'

লংম্যান ঠাণ্ডা চোখে মাপলো রাউলিকে। তারপর ভৎর্সনার স্বরে বললো, 'না, আশেপাশে লোকজন আছে দেখছো না!'

ডাইনিংরুমে পৌঁছে লংম্যান ছেড়ে দিলো জেফরির হাত। পিস্তল হোলস্টারে পুরে বললো, 'ওদিকে মিঃ ব্লেইনের পাশে গিয়ে বসো।'

জেফরি লোগান বিস্মিত চোখে ঘরের সবাইকে দেখলো। মেঝেতে পড়ে থাকা মিরাণ্ডাকে চিনতে পারলো। তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। শিয়রে বসে আছে রোমি ওয়াইজম্যান। টম ব্লেইনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ। পাশে কাতর অসহায় মুখে বসে আছে স্যাম টেলর আর জেন রীড। এসব দেখতে দেখতে ও হতচকিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?'

লংম্যান একটু বিরক্তির সাথে বললো, 'তুমি মিঃ ব্লেইনের পাশে গিয়ে বসো, ও তোমাকে সব খুলে বলবে।'

টম রোমিকে বলা কথাগুলো আবার বললো। সব শুনে জেফরি তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'মিঃ টম, তোমরা এদের কিছু বলছো না কেন?

Boighar.com

ওই স্টেজে যে ম্যাক্স রয়েছে…'

টম জানে ম্যাক্স এ শহরের ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয়। ওদের বিশ্বাস, ম্যাক্স একদিন অনেক বড় বন্দুকবাজ হবে। এখনি পিস্তলে তার হাত ভালো।

সংসারের টানাপোড়েনের ছাপ শূন্য জেফরির কচি মুখের পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে টম। কম বয়স, এখনো বাস্তববুদ্ধি হয়নি। পরিস্থিতি ও বিপদের জটিলতা বুঝতে শেখেনি। যখন বড় হবে, কঠোর বাস্তবতাকে বুঝতে শিখবে তখন আর এভাবে এত সহজে বলতে পারবে না কিছু। কোনকিছুকে এত হালকা করেও দেখবে না।

জেফ্‌রির বয়স বার-তের হবে। তবে বয়সের তুলনায় বেশ বড় দেখায় তাকে। এখনি কাঁধ বেশ চওড়া। প্রশস্ত বুকের ছাতি। দেহের কাঠামো এই বয়সের অন্যান্য কিশোরদের তুলনায় যথেষ্ট মজবুত। চওড়া কবজি, হাত দুটোও বেশ লম্বা।

ম্যাক্স-ভক্ত জেফরি এবার টমের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা আর শ্লেষের স্বরে বললো, 'তোমরা এভাবে হাত পা গুটিয়ে বসে আছো কেন?'

টম সামান্য উত্তপ্ত হয়ে বললো, 'জেফ, বোকার মতো কথা বলো না। চারজন সশস্ত্র লোকের সাথে খালি হাতে কি লড়াই করা যায়! শান্ত হয়ে বসে খানিক ভেবে দেখো, আপসেই বুঝতে পারবে।'

জেফরি আর কিছু বলে না, চুপচাপ বসে থাকে আড়ষ্ট মুখে।

খানিকবাদে লংম্যান টমকে বললো, 'মিঃ ব্লেইন, তোমাকে এখন আমার সাথে যেতে হবে।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলো টম। 'আমি কোথাও যাবো না।'

বাস্তবিকই টমের এভাবে হায়েনার মুখে রোমিকে ছেড়ে দিয়ে

বইঘর.কম

কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

'আমি এখন ম্যাট লোগান আর এমাস ফ্ল্যাডকে আনতে যাবো, সেজন্যেই তোমাকে যেতে হবে। কারণ, আমার ধারণা তোমার এই চেহারা দেখলে ওরা আর গোলমাল করার সাহস পাবে না,' কথা কটি বলে লংম্যান হাসলো মিটিমিটি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো টম। ওদের কথামত কাজ না করলেই মারবে। তাছাড়া বাইরে গেলে হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো সুযোগ মিলে যেতে পারে।

ঘরে চারজনের বিরুদ্ধে একজন, আর বাইরে কোনো সুযোগ মিলে গেলে লড়াইটা হবে দুজনের বিরুদ্ধে একজন। সেক্ষেত্রে লড়াইটা অনেকখানি সহজ হবে। এসব ভেবে ভিতরে ভিতরে সামান্য উত্তেজনা অনুভব করলো সে।

টম রোমির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। কিন্তু হাসিটা জুতসই হলো না। ভেংচির মতো মনে হলো।

রোমি বোধহয় সেটা বুঝতে পারে। বড় বড় চোখে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। ওর চোখে-মুখে কান্নার আভাস।

দরজার কাছে গিয়ে টম একবার পেছনে ফিরে তাকালো। রাউলি আদেখলার মতো রোমির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

রাগে টমের সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরে গেল। বুকের ভিতরটা বিদীর্ণ হয়ে গেল এক অসহনীয় জ্বালায়।

দরজার কাছে থেকে লংম্যান খেঁকিয়ে উঠলো, 'কই এসো!'

লংম্যান আর হারডিনের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে এলো টম। রাস্তা প্রায় খালি, লোকজনের চলাচল খুব কম। এমাস ফ্ল্যাডের দোকানটাও বন্ধ। দমে গেল টম। কোন আশা নেই। রাস্তায় লোক-

Boighar.com

জন থাকলে একটা সুযোগ নেয়া যেত। এমন নির্জন রাস্তায় কিছু করতে চাইলে নিজের প্রাণটাই হারাতে হবে।

লংম্যানকে মৃদু গলায় ও বললো, 'ফ্ল্যাডের দোকান বন্ধ।'

'তাহলে বাড়িতে চলো।'

এমাস ফ্ল্যাডের বাড়িতে যাবার রাস্তা ধরে কিছুদূর যেতেই টম দেখতে পেলো ফ্ল্যাডকে। দোকানের জন্য একটা ব্যাগে কিছু জিনিস-পত্র নিয়ে আসছে সে শহরের দিকে। ওর কোমরে কোন গানবেল্ট নেই।

চার

টমের মনটা বাইরে এসে আরো থমকে গেছে এমাস ফ্ল্যাডকে দেখে। কোমরে তো পিস্তল নেই তার ওপর হাত দুটো খালি নয়। টম আচমকা কোনোকিছু করে বসলেও ফ্ল্যাডের দিক থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এবার আর একটা ব্যাপার চোখে পড়লো ওর। ফ্ল্যাডের পঞ্চাশ গজ পিছনে ওর মেয়ে তিনটাও আসছে। হাতে স্কুলের বই খাতা। সামনে বড় মেয়ে রাইসা, ওর বয়স ষোলর কাছাকাছি। ছোট দুজন হেরা ও চেরি পিঠাপিঠি বোন। দেখতেও প্রায় একই রকম দুজন। ওরা রাইসার সামান্য পিছনে হাত ধরাধরি করে গল্প করতে করতে

বইঘর.কম

আসছে।

এদিকে পেলটনকে স্যালুনের দরজায় দেখতে পেলো টম। প্রেইরির সরু পায়ে-চলা পথ ধরে তার তিন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। সেদিক পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওরা স্কুলে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত পেলটন প্রতিদিন ওখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখে। কারণ, বাপকে দরজায় না দেখলেই বিচ্ছু ছেলেমেয়েগুলো পালিয়ে গিয়ে তীর-ধনুক দিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান খেলা জুড়ে দেয়।

পরিস্থিতিটা আগাগোড়া নতুন করে বিশ্লেষণ করলো টম। এ-মুহূর্তে লংম্যানকে ঠেকানোর চেষ্টা করলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে? হারডিন আর লংম্যানকে প্রথমেই এমন কিছু করতে হবে যাতে ওদের পাল্টা আক্রমণের আগে সে অন্তত মিনিট দেড়েক সময় পায়। এবং ওই সময়ের মধ্যেই তার কাছে পেলটন কিংবা ফ্ল্যাডকে পৌঁছতে হবে। তখন তিনজনে মিলে লংম্যান আর হারডিনের সাথে লড়বে। কিন্তু এর অনেকগুলো নেতিবাচক দিক আছে। যেমন, টম যদি প্রথমেই লংম্যান কিংবা হারডিনকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দিতে ব্যর্থ হয়? কিংবা সফল হলেও দেখা গেল পেলটন আর ফ্ল্যাড ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেনি। কারণ ওদের কেউই টমের এই পরিকল্পনার কথা জানে না। তাছাড়া আরেকটা মারাত্মক সমস্যা রয়েছে, লড়াই বেধে গেলে স্কুলগামী ওই ছেলেমেয়েগুলোও জখম হবে। এবং সেই সাথে আরেকটা কথা খেয়াল রাখতে হবে; বোর্ডিংহাউসে রোমি, জেন আর মিরাণ্ডা রয়েছে। তার একটা ভুল সিদ্ধান্ত ওদের প্রাণ-নাশের কারণ হতে পারে।

হতাশায় মাথা নাড়লো টম। এভাবে হবে না।

এমাস ফ্ল্যাড বেশ লম্বা, প্রায় ছ'ফুটের ওপরে। মুখভর্তি ধূসর

Boighar.com

চাপদাড়ি। চোখে-মুখে একটা ছদ্মগাম্ভীর্যের মুখোশ আঁটা থাকে সর্বদা।

ফ্ল্যাড টমের কাছে এসে ভ্রূ কুঁচকে টমকে দেখলো। ওর জখমি মুখ আর শার্টে রক্তের দাগ দেখে একটু হতচকিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, তোমার এ অবস্থা কেন?'

টমের পাশে থমথমে মুখে লংম্যান দাঁড়িয়েছিল। সে ফ্ল্যাডের পাশে গিয়ে মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বললো, 'ও নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে, এখন তুমি আমার সাথে যাচ্ছো।'

এমাস ফ্ল্যাড প্রশ্ন করার জন্য মুখ খুলতেই লংম্যান তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'তোমার বড় মেয়েকে এখানে ডাকো।'

'কেন? ওকে ডাকবো কেন?' বোকার মতো প্রশ্ন করে ফ্ল্যাড।

লংম্যান হাতের পিস্তলটা এবার ফ্ল্যাডের পেটে জোরে চেপে ধরে বললো, 'ঝামেলা করো না, যা বলছি করো, মেয়েকে ডাকো এখানে।'

ফ্ল্যাড উদভ্রান্ত বেহুঁশ চোখে একবার তাকালো চারপাশে। পরক্ষণে সীমাহীন ক্রোধে জ্বলে উঠলো সে।

টম শান্ত গলায় বললো, 'ফ্ল্যাড, বোর্ডিংহাউসে ওরা অনেককে জিম্মি করেছে। কথা না শুনলে মারা পড়বে, ওদেরও বিপদ হবে। এরই মধ্যে ওরা একজনকে মেরে ফেলেছে।'

টমের কথায় মুহূর্তে ফ্ল্যাডের রাগ পানি হয়ে গেল। সে ভয়ার্ত চুপসানো গলায় লংম্যানকে বললো, 'ওরা এখন স্কুলে যাচ্ছে··· তাছাড়া রাইসাকে তোমার কি দরকার?'

'বড় বেশি কথা বলছো তুমি।' বলেই ফ্ল্যাডের পেটে পিস্তলের নল সজোরে ঠেঁসে ধরলো লংম্যান।

বইঘর.কম

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো ফ্ল্যাড, তারপর নির্জীব কণ্ঠে বললো, 'রাইসা···'

বাবার দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো রাইসা। একই সময়ে স্যালুনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল পেলটন। পরমুহূর্তে একটা দোনলা শটগান হাতে বেরিয়ে এলো।

পেলটনকে রাস্তার উল্টো দিক থেকে শটগান হাতে এগিয়ে আসতে দেখেই থমকে দাঁড়ালো রাইসা। টম আড়চোখে লংম্যান আর হারডিনকে দেখলো। ওরা পেলটনকে লক্ষ্য করেনি। লংম্যান ভ্রূ কুঁচকে রাইসার দিকে চেয়ে আছে। হারডিনের চোখে-মুখে বিরক্তি।

লংম্যান তাড়া দিলো ফ্ল্যাডকে। 'ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো কেন? ডাকো ওকে।'

আবার ডাকলো ফ্ল্যাড, 'রাইসা, এদিকে এসো···' আতঙ্কে ফ্যাঁস-ফেঁসে স্বর বেরোলো ওর গলা দিয়ে।

টম উত্তেজনায় ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে। ঝড়ের বেগে তার মাথায় চিন্তা চলছে। রাইসা পৌঁছানোর আগেই তাকে করতে হবে কিছু একটা। ও পৌঁছে গেলে আর সুযোগ মিলবে না। সময় খুব কম, যে কোন সময় পেলটন ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

টম নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো লংম্যানের ওপর, ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিলো ওকে। লংম্যানের পিস্তল গর্জে উঠলো, রাস্তায় আঁচড় কাটলো একটা। বুক বরাবর শটগান তুলে পেলটন দৌড়ুতে শুরু করলো ওদের উদ্দেশে।

লংম্যানের পিস্তল কেড়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালালো টম, বর্ম হিসেবে ওর আর হারডিনের মাঝখানে টেনে আনতে চাইলো ওকে।

আবার গর্জে উঠলো লংম্যানের পিস্তল, এত কাছে যে মুহূর্তের

Boighar.com

জন্যে তালা লেগে গেল টমের কানে। কবজিতে ধরে হ্যাঁচকা টানে লংম্যানকে ওর আর হারডিনের মাঝে নিয়ে এলো টম, হাঁটু সজোরে আঘাত করলো লংম্যানের কুচকিতে।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো লংম্যান, ওর হাতের অধিকাংশ শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল। তবু পিস্তলটা রয়ে গেল তার কাছে, বুড়ো আঙুলের সাহায্যে পিছনে হ্যামার টানলো সে নিজেকে ছাড়াবার প্রয়াস পেলো। লংম্যানের বাঁ হাতটা ছেড়ে দিলো টম, ওর ডান হাতের পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার জন্য দুহাত বাড়ালো। চোখের কোণে ফ্ল্যাডকে দেখতে পেলো সে, দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মতো। একটু-ক্ষণ আগেও হয়তো দোকানি কিছু করতে পারতো, কিন্তু এখন হারডিন তাকে নিজের পিস্তলের আওতায় নিয়ে এসেছে।

ফ্ল্যাডের উপস্থিত বুদ্ধিরও অভাব আছে, শুধু হারডিনের ওপর নজর না রেখে, পেছন থেকে এগিয়ে আসা পেলটনের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। চেঁচিয়ে পেলটনকে সাবধান করতে চাইলো টম, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো হারডিন।

টম আবার লংম্যানের পিস্তলটার জন্য ঝাঁপ দিলো। প্রথম চেষ্টায় ওটার নাগাল না পেলেও দ্বিতীয়বারে ধরতে পারলো। পিস্তলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল সে। কিন্তু ট্রিগার টেপার সময় পেলো না।

ঠিক এই সময়ে পাশ থেকে লংম্যান উঠে দাঁড়িয়ে টমের চোয়ালে প্রচণ্ড লাথি কষালো। রাস্তায় ছিটকে পড়ে যেতে যেতে টম দুটো বিস্ফোরণের শব্দ পেলো। একটা হারডিনের দিক থেকে আরেকটা স্টোরের দিক থেকে। মনে হলো, দুটো গুলি প্রায় একই সাথে হয়েছে।

বইঘর.কম

টম মাটিতে পড়তেই লংম্যান এগিয়ে এসে টমের বুকের ওপর চেপে বসলো, ওর মুখে-চোখে সমানে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারতে লাগলো। চুল ধরে মাথা ঠুকে দিলো মাটিতে। হাতের পিস্তল কেড়ে নিয়ে বাঁট দিয়ে মাথায় মারলো।

জ্ঞান হারানোর আগে, ঘাড় ফিরিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় একবার চোখ মেলে তাকালো টম। রাস্তার মাঝখানে পেলটনের মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে তার তিন ছেলেমেয়ে। বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে বারজোস।

আর দেখতে পেলো না টম। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। হঠাৎ ওর গলায় শক্ত সাঁড়াশির মতো দুটো হাত চেপে বসলো। জ্ঞান হারাতে হারাতে কানে এলো, লংম্যান বিকট চিৎকার করে বলছে, 'এবার তোকে আমি যমের বাড়ি পাঠাচ্ছি··

পাঁচ

হারডিন শান্ত গলায় লংম্যানকে বললো, 'লং, মাথা গরম করো না, এ শহরে অন্য সবার চেয়ে ও-ই আমাদের জন্যে সবচেয়ে দরকারি লোক।'

টমের গলা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লংম্যান। ওর জ্বলন্ত চোখে বিদ্বেষের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। 'ঠিক আছে, এবার ছেড়ে

Boighar.com

দিলাম, কিন্তু এরপর আর কিছু মানবো না…' লংম্যান হাত তুলে বারজোসকে ডাকলো। বারজোস কাছে এলে ওকে বললো, 'বোর্ডিং-হাউস থেকে কোনো মেয়েকে দিয়ে ওই বাচ্চাগুলোকে স্কুলে পৌঁছে দাও।'

খানিক বাদে জেন এসে পেলটনের ভয়ার্ত তিন ছেলেমেয়েকে বুঝিয়ে শুনিয়ে স্কুলের দিকে নিয়ে গেল।

নীলাভ এক অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবে রইলো টম। মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিলুপ্তপ্রায় চেতনা ফিরে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। এরকম আধাচৈতন্যের মধ্যেই সে শুনতে পায়, অনেক দূরে কারা যেন কাঁদছে। কিন্তু সে-সব তাকে স্পর্শ করে না। ফুসফুসে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট অনুভব করে সে। বুকভরে বাতাস নেয়ার জন্যে নিজের অজান্তে মুখ হাঁ করলো টম।

আরো কিছুক্ষণ এরকম কষ্টভোগের পর পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো সে। আস্তে আস্তে সীমাহীন অন্ধকার থেকে চোখ মেললো। পরক্ষণে বাইরের ঝলসানো রোদে ধাঁধা লেগে গেল চোখে।

বার কয়েক পলক ফেলে চোখে আলো সইয়ে নিলো ও, তারপর বসলো উঠে। পেলটনের ছেলেমেয়েগুলো জেনের সাথে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। টম শূন্য উদাস চোখে ওদের দেখলো। বাচ্চাগুলোকে আর দেখার কেউ রইলো না। মা মারা যাবার পরে বাবার কাছে মানুষ হচ্ছিলো, সেই বাবাকেও আজ হারালো। ইণ্ডিয়ান মায়ের সন্তান বলে বাফেলো টাউনের কেউ পোষ্যও নেবে না। এখন যদি আরাফোরা এসে ওদের নিয়ে যায় তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে বাচ্চাগুলো।

বইঘর.কম

টম চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আরাফোরা ওদের নিয়ে গেলে বাফেলো টাউনের বিপদ হবে। এতদিনে পেলটনের স্ত্রী আর সন্তানদের কারণে ইণ্ডিয়ানরা শহরটাকে এড়িয়ে গেছে। এখন আর ওদের হামলা করতে কোনো বাধা থাকবে না।

কানের কাছে লংম্যানের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে টমের চমক ভাঙলো। 'ওঠ! ম্যাট লোগানকে আনতে যেতে হবে।'

হারডিন পিস্তল হাতে পাহারা দিয়ে এমাস ফ্ল্যাডকে বোর্ডিংহাউসে পৌঁছে দিয়ে এলো। তারপর টমকে নিয়ে ওরা রওনা হলো ম্যাট লোগানের বাড়ির দিকে।

যেতে যেতে লংম্যান হারডিনকে নিচু স্বরে বললো, 'সাবধান থেকো, লোগান হয়তো গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে।'

ম্যাট লোগানের বাড়িটা কাঠের দোতলা। ওরা বাড়ির সামনে দিয়ে না গিয়ে, পিছনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। ভিতর থেকে দরজা খোলাই ছিলো। লংম্যান পিস্তল হাতে আগে ঢুকলো। হারডিন, টমকে মাঝখানে রেখে পিছু নিলো।

মারিয়ান লোগান টেবিলে খাবার সাজাচ্ছিল। পিস্তল হাতে লংম্যানকে দেখে আঁতকে উঠে মুখে হাত চাপা দিলো সে। চোখে ফুটলো ভয়ার্ত, আতঙ্কিত দৃষ্টি।

মারিয়ান লোগান এই বয়সেও দারুণ সুন্দরী। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়স, মনে হয় চব্বিশ-পঁচিশের যুবতীর মতো। বেশ লম্বা, ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ। সবচেয়ে চোখে পড়ে তার চোখ দুটো। সুন্দর মায়াবী নীল চোখ।

টমকে দেখতে দেখতে ভাঙা বেসুরো গলায় মারিয়ান বললো, 'এসবের মানে কি, এরা কারা?'

Boighar.com

টম মৃদু গলায় বললো, 'স্টেজ ডাকাত।'

এক নিমেষে সব বুঝে নিলো মারিয়ান। তার চেহারা আতঙ্কে আরো সাদাটে দেখালো। 'আমি খানিক আগে গুলির শব্দ শুনেছিলাম…' কথাটা শেষ করতে পারলো না সে, ভয়ে কণ্ঠস্বর বুজে এলো।'

টম বললো, 'ওই সময়ে পেলটনকে মেরে ফেলেছে।'

হঠাৎ মারিয়ানের চেহারায় সন্দেহ ঘনালো। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় সে বললো, 'তুমিও কি ওদের দলের নাকি?… গার্ডনার তোমাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছো।'

চমকে উঠলো টম। এধরনের কথার জন্য সে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ওর ঠোঁট শুকিয়ে গেল, কান জ্বালা করছে। অপমানে মুখ কালো করে টম কেবল বললো, 'না, ম্যাম!'

এমন সময়ে পাশের ঘরে ম্যাট লোগানের গলা পাওয়া গেল। 'মারিয়ান, কে এসেছে? কার সাথে কথা বলছো?'

লংম্যান পিস্তলের নল মারিয়ানের দিকে তাক করে নিচু কণ্ঠে হুকুম করলো, 'ওকে এঘরে আসতে বলো, ম্যাম।'

'ম্যাট, এখানে একটু আসো…' ডাকতে গিয়ে মারিয়ানের কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। তারপর হঠাৎ সে চিৎকার করে বললো, 'খালি হাতে এসো না…'

মাঝপথে প্রায় লাফিয়ে এসে লংম্যান মারিয়ানের মুখ চেপে ধরলো। ফলে মারিয়ান কথা শেষ করতে পারলো না, গলা দিয়ে একটা জান্তব গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এলো শুধু।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে ত্বরিতে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাট লোগান।

বইঘর.কম

লংম্যান মারিয়ানের কপালে পিস্তল চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো। 'মিস্টার, ফিরে এসো, নইলে তোমার স্ত্রী মারা পড়বে···বোর্ডিং-হাউসে আমার লোকেরা তোমার ছেলেকেও আটকে রেখেছে।

ছেলের কথা শুনেই থমকে দাঁড়ালো ম্যাট লোগান। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার ছেলেকে আটকে রেখেছো মানে?'

'আরো অনেকের সাথে তোমার ছেলেকেও জিম্মি করা হয়েছে··· আমাদের কথা না শুনলে ওদেরকে এক এক করে হত্যা করা হবে।'

এবার ভীষণ চমকে উঠলো লোগান। নিখাদ ভয়ে ওর চেহারা সাদা হয়ে গেল। তারপর ক্রোধ ফুটলো সেখানে, এবং সবশেষে দেখা দিলো অসহায়ত্ব। রূঢ় বাস্তবতাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলো ম্যাট লোগান। মৃদু স্বরে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা আমার কাছে কি চাও?'

লংম্যান বললো, 'আজ দশটার সময় যে স্টেজ কোচটা আসছে সেটা ডাকাতি করতে এসেছি আমরা, ওই কোচে ডেনভার থেকে স্টেজ লাইনের জন্য টাকা আসছে। কাজেই শহরের কেউ যাতে বাধা দিতে না পারে সেজন্যে সিটি কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের পরিবারের একজনকে ধরে এনে আমরা জিম্মি করছি।'

ম্যাট লোগানের বয়স চল্লিশের ওপরে। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট, কৃশ গড়ন, গাল তোবড়ানো, মাথায় শনের দড়ির মতো সাদা চুল। চোখ ঘোলাটে। এক সময় সেও ক্যাভালরি অফিসার ছিল। অথচ এখন দেখলে তাকে আর একজন প্রাক্তন সেনা অফিসার মনে হয় না। শরীর ভেঙে পড়েছে, চেহারার সেই শক্ত ধারালো ভাবটাও আর নেই। বড় নিস্তেজ আর নির্জীব মেরে গেছে।

ম্যাট লোগান তোতলা জিভে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আমার

Boighar.com

কাছে তোমরা কি চাও ?'

লংম্যান মৃদু হেসে বললো, 'তোমার বউকে, ওকে আটকে রেখে তোমার ছেলেকে ছেড়ে দেবো।'

লোগান স্ত্রীর দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বললো, 'মারিয়ান, ওদের সাথে যাও নইলে জেফরিকে ওরা ছাড়বে না।'

মারিয়ান কিছু বললো না, কেবল স্বামীর দিকে একবার খুব করুণ দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর একটা স্কার্ফ মাথায় জড়িয়ে লংম্যানের পিছু নিলো। ম্যাট লোগানও অনুসরণ করলো ওদের।

রাস্তার মাঝখানে পেলটনের রক্তাক্ত লাশের দিকে তাকিয়ে লোগান শিউরে উঠে বললো, 'ওকে তোমরা মারলে কেন ? এখন ওর ছেলে-মেয়েদের কি ব্যবস্থা হবে ?'

লংম্যান বা হারডিন কেউই লোগানের কথার জবাব দিলো না।

জেফরি তার মাকে বোর্ডিংহাউসে ঢুকতে দেখেই, দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। মারিয়ান ছেলেকে বুকে নিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

জেফরি মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'কেঁদো না, মা, ওদের কথা শুনলে আমাদের কিছু বলবে না।'

লংম্যান জেফরিকে বললো, 'তুমি এবার স্কুলে যাও। বারজোস ওকে স্কুলে দিয়ে এসো।'

বারজোস জেফরিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল। লংম্যান হারডিন-কে বললো, 'তুমি বারজোসকে সাথে নিয়ে শহরের বাসিন্দাদের কাছে যেসব অস্ত্র আছে সেগুলো নিয়ে এসো এখানে। তাড়াতাড়ি করবে, স্টেজ আসার সময় হয়ে গেছে প্রায়। আর এই কাজ শেষ করে ক্ল্যাডের বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

বইঘর.কম

বশংবদ হারডিন মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল। লংম্যান দরজার চৌকাঠে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

স্যাম টেলর আগের মতোই পাথর হয়ে বসে আছে। তার বসার ভঙ্গি আর শরীরের অস্বাভাবিক স্থিরতা দেখেই বোঝা যায় তীব্র এক অপরাধবোধ আর আতঙ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে। মিরাণ্ডাগুচ সবার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে বসে আছে। লংম্যানের হাতে প্রহৃত হবার পর থেকে তার চেহারায় ভীত অসহায় ভাবটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে।

টমের উল্টো দিকে, প্রায় মুখোমুখি বসে আছে রোমি। পাশে জেন, নির্বাক। রোমি এক দৃষ্টে চেয়ে আছে টমের দিকে। চোখে দিশেহারা দৃষ্টি। অসহায় রোমিকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে টমের আহত পুরাষাকার।

রাউলির লোভাতুর চোখ বারবার রোমির শরীরের বিভিন্ন অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। ঠোঁটের কোণে একটা টুথপিক ফেলে চিবাচ্ছে ও আর হাসছে মিটিমিটি।

দৃশ্যটা দেখে টম মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ গলায় সে বললো, 'লং, আমার সাহায্য যদি তোমাকে পেতে হয় এই মুহূর্তে ওই বদমাইশটাকে বাইরে পাঠাও। নইলে আমি ওকে খুন করবো—সেজন্যে নিজে মরতে হলেও···

লংম্যান অবিচল দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখলো টমকে। তারপর রাউলিকে বললো, 'রাউলি, তুমি বাইরে গিয়ে পেলটনের লাশটা কোথাও সরিয়ে রেখে এসো।'

রাউলি লংম্যানের উদ্দেশে চোখ গরম করে বললো, 'আমি পারবো না, ইচ্ছে হয় তুমি যাও।'

Boighar.com

লংম্যান রাউলির দিকে তাকালো। রাউলির সারা শরীর টান টান হয়ে উঠেছে। ডান হাত পিস্তলের কাছে।

ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লংম্যান, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালো অবাধ্য অনুচরের চোখে, তারপর যেন চলে আসছে এভাবে আধপাক ঘুরেই আচমকা লাথি মেরে চেয়ারসমেত রাউলিকে ফেলে দিলো মাটিতে। রাউলি পিস্তল বার করলো। হাত ওঠানোর সুযোগ পেলো না। তার আগেই লংম্যান পা দিয়ে ওর হাত চেপে ধরলো মেঝেয়। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো রাউলি।

পিস্তল হাতে, পিছিয়ে এলো লংম্যান, বরফ-শীতল গলায় বললো, 'যাও, পেলটনের লাশটা রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলো।'

হাত ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়ালো রাউলি। তার দু'চোখ শ্বাপদের মতো জ্বলছে। মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে হোলস্টারে রাখলো সে, লংম্যান টম আর রোমির দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল বাইরে।

খানিক বাদে ফিরে এলো রাউলি। তার চেহারা থমথমে। চোখে প্রতিহিংসার আগুন। উল্টানো চেয়ারটা সোজা করে সে বসলো।

বারজোস আর হারডিন একগাদা রাইফেল, শটগান আর পিস্তল নিয়ে ফিরে এলো। সঙ্গে মিসেস ফ্ল্যাড। লংম্যানের নির্দেশে অস্ত্রগুলো রান্নাঘরের পিছনে কুয়োতে ফেলে দিতে চলে গেল ওরা।

কাজ সেরে যখন ফিরে এলো হারডিন আর বারজোস, লংম্যান সবার উদ্দেশে হাসিমুখে বললো, 'এবার তোমরা যার যার কাজে ফিরে যাবে।' টম এবং ফ্ল্যাডের দিকে তাকালো সে। 'ফ্ল্যাড, তুমি এখন গিয়ে দোকান খুলবে···আর টম, তুমি ম্যাট লোগানকে নিয়ে গিয়ে স্টেজের জন্য ঘোড়াগুলো রেডি করো।'

বইঘর.কম

এরপর লংম্যান রাউলিকে বললো, 'তুমি এই জানালার কাছে বসে নজর রাখো, সন্দেহজনক কিছু দেখলে আমাদের খবর দেবে।' বাইরে গিয়ে রাউলির স্যাডল থেকে রাইফেলটা নিয়ে এলো লংম্যান। 'এটা সঙ্গে রাখো, আর আমি না বলা পর্যন্ত এখান থেকে উঠবে না।'

রাউলি রাইফেলটা নিয়ে জানালার চৌকাঠে রাখলো। তারপর চেয়ারটা জানালার ধারে টেনে এনে এমনভাবে বসলো যাতে ওখানে বসে রোমিকেও দেখা যায়।

টম রাউলির পাশে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, 'এখানকার কোনো মেয়ের গায়ে একবার হাত দিয়ে দেখো, খোদার কসম, আমি তোমাকে পিঁপড়ের পাহাড়ে ছেড়ে দেবো।'

রাউলি নীরবে গা জ্বালানো একটা হাসি হাসলো টমের উদ্দেশে।

আবার রাগটা ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিলো, টম বহু কষ্টে সেটা দমন করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ম্যাট লোগান পিছন থেকে বললো, 'টম, ওদের সাথে রাগারাগি করো না। আর তো মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার—তারপরই সব বিপদ কেটে যাবে।'

টম অর্থপূর্ণ চোখে লোগানের দিকে ফিরে বললো, 'তোমাদের বিপদ কাটতে পারে, কিন্তু আমার নয়। এই স্টেজে গার্ডনারের সারা-জীবনের সঞ্চয় আসছে, সেটা লুট হয়ে গেলে বুড়ো শেষ হয়ে যাবে, সাথে আমিও।'

'কেন? তুমি অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নেবে।'

টম ম্লান হাসলো, 'এই ঘটনার পর কেউ আমায় চাকরি দেবে না।'

লোগান নীরব রইলো। টম খানিক অপেক্ষা করে বললো, 'তাছাড়া এই স্টেজের গার্ডরা আমার বন্ধু, ম্যাক্স ফ্ল্যাডের ছেলে, সবাই আমা-

Boighar.com

দের লোক। আর ওরা আমাদের চোখের সামনে মরবে আমরা তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো!'

ম্যাট লোগান সামান্য উষ্মার স্বরে বললো, 'ওরা স্টেজ কোম্পানিতে চাকরি নেয়ার সময়ই জানে এ কাজে বিপদ আছে। কাজেই এখন তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে না পারলে সেজন্য অন্য কেউ দায়ী নয়।' হাত ইশারায় বোর্ডিংহাউসটা দেখিয়ে লোগান আরো বলে, 'ওখানে যেসব পুরুষ আর মহিলাদের জিম্মি করা হয়েছে ওরা তো স্টেজ কোম্পানির কেউ নয়। তাহলে স্টেজ কোম্পানির স্বার্থের জন্য ওরা প্রাণ দেবে কেন?'

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বাতাস নেই একটুও, গুমট গরম ছাড়ছে। টম স্টেশন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। রাউলি বোর্ডিংহাউসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওর হাতের রাইফেলটায় রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠলো।

ম্যাট লোগানও ওর পিছু পিছু এসেছে। সে একবার চিন্তিত মুখে বোর্ডিংহাউসের দিকে তাকিয়ে টমকে বললো, 'টম, মাথা গরম করে কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলো না। তোমার ওপরেই বলতে গেলে নির্ভর করছে বোর্ডিংহাউসের জিম্মিদের জীবন।'

টম কিছু বললো না। ট্রেইলের দিকে তাকালো। খাঁ-খাঁ করছে। যতদূর চোখ যায় প্রেইরির বুক চিরে সরু সুতার মতো চিকন হতে হতে একেবারে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে ট্রেইল। টম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর কিছুক্ষণ পরই ধুলো ঝড় তুলে এগিয়ে আসবে স্টেজটা, তারপর? আর ভাবতে চায় না ও।

বইঘর.কম

ছয়

কোরালের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো টম। কোরালের বেড়া থেকে দড়ির গোছা তুলে নিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে এলো। একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ঘোড়াগুলোর খাওয়া দেখলো সে।

ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও আসলে টম কিছু লক্ষ্য করে না। অন্যমনস্কভাবে নিজের ভিতরকার অস্থিরতা আর যন্ত্রণাটা অনুভব করার চেষ্টা করে।

'টম!' আচমকা ডাকে ভীষণ চমকে উঠলো সে।

'কে?'

'আমি, দাঁড়িয়ে আছো কেন?' ম্যাট লোগান। 'ঘোড়াগুলোকে ধরে ফেলো, স্টেজ আসার সময় হয়ে গেছে প্রায়।'

বিশ মিনিটের মধ্যে টম ঘোড়া ধরে, সাজ পরিয়ে, লোগানকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। পরিশ্রমে দরদর করে ঘাম ঝরছে টমের পিঠ ফুটে। জামাকাপড় ভিজে চিটচিট করছে। একটুও বাতাস নেই।

স্কার্ফ দিয়ে মুখ-চোখের ঘাম মুছে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো টম। উত্তরের ট্রেইল এখনও ফাঁকা, দিগন্তের নীলে এখনও ধুলোর ভেজাল ঢাকেনি। টম ছটফট করে উঠে লোগানের দিকে ফিরলো। সেও শুকনো মুখে উত্তরের ট্রেইল দেখছে। টম দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেললো একটা। আর কতক্ষণ বাকি স্টেজ আসার। লংম্যানের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর খেলা শুরু হতে আর কত বাকি।

জানালায় ঝুঁকে থাকা রাউলির হিংস্র কদাকার চোখ-মুখ, রোমির অসহায় বিভ্রান্ত চেহারা, জেন রীড···সবার মুখ একে একে ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে।

ম্যাট লোগানের কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরালো টম। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মুখ ভরে ধোঁয়া ছেড়ে বোর্ডিং-হাউসের দিকে তাকালো। লংম্যান আর হারডিনকে দেখলো সে। একটু পর ওদের সাথে বারজোস এসে যোগ দিলো। ওরা তিনজন টেলিগ্রাফ অফিস পর্যন্ত পাশাপাশি হেঁটে এলো। থামলো অফিসের সামনে। লংম্যান ওদের সাথে সামান্য শলাপরামর্শ করে অফিসের ভিতরে ঢুকে গেল। হারডিন আর বারজোস এরপর রোমির পোশাকের দোকান পর্যন্ত একত্রে এসে দুজন আলাদা হয়ে গেল। বারজোস চলে গেল রোমির দোকানের পিছনে আর হারডিন সোজা হাঁটা ধরলো স্টেশনের দিকে।

টম সিগারেটে আরো ঘন ঘন দুটো টান দিয়ে ওদের পরিকল্পনাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো আর ঠিক এ সময়ে টেলিগ্রাফ অফিসের ভিতরে বিস্ফোরণের মতো প্রচণ্ড শব্দ হলো দুটো। সঙ্গে সঙ্গে অফিসের দরজা দিয়ে রাস্তায় ছিটকে এসে পড়লো ফেরেল গুচ। বারকয়েক হাত পা ছুড়ে একেবারে স্থির হয়ে গেল সে।

পরমুহূর্তে পিস্তল হাতে দরজায় এসে দাঁড়ালো লংম্যান। তার হাতের পিস্তলের নল দিয়ে তখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প অল্প।

লংম্যানের হুমকির কথা আচমকা মনে পড়ে গেল টমের। স্টেজ কোম্পানিকে সাবধান করার চেষ্টা করলে তার স্ত্রীকে হত্যা করা হবে,

বইঘর.কম

এই বলে লংম্যান ফেরেলকে শাসিয়েছিল। ফেরেল গুচ লংম্যানের নির্দেশ অমান্য করেছে। তাহলে এখন কি···

টম দ্রুত চারপাশে তাকিয়ে ম্যাট লোগানকে বললো, 'আমাদের এখনি বোর্ডিংহাউসে পৌঁছাতে হবে, নইলে ওরা মিরাণ্ডাকে মেরে ফেলবে।

লোগানকে নিয়ে কোরালের পিছনে চলে এলো ও। কোরালের বেড়ার কাছে মাটিতে একটা মোটা ডাল পড়েছিল, টম সেটা তুলে নিয়ে বোর্ডিংহাউসের উদ্দেশে ছুটলো।

রান্নাঘরের পিছন দিয়ে বোর্ডিংহাউসে ঢুকলো ওরা। কিন্তু ডাইনিং রুমে যাবার দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ওপাশ থেকে রোমির চিৎকার শোনা যাচ্ছে। টম দু'পা পিছিয়ে এসেই দড়াম করে দরজার কবাটে লাথি কষালো। পলকা খিল, এক লাথিতেই খুলে গেল কবাট।

দরজা দিয়ে ডাইনিংরুমের মেঝেতে ছিটকে পড়লো টম। তখনি পিছনে কেউ উফ্ করে চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভারি কোনো কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ হলো।

টম দুহাতে ডালটা ধরে উঠে বসতেই চমকে উঠলো ভয়ানক। ছুরি হাতে জানালার পাশে বসে আছে রাউলি। পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে লংম্যান।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো টম। ম্যাট লোগানের অচেতন দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হারডিন আর বারজোস। ওদের একজনের হাতে শটগান, আরেকজনের হাতে কারবাইন।

হঠাৎ টমের মাথায় কি যেন হয়ে গেল। এক ঘুম ভাঙা বাঘের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার তুলে লাঠিটা সে সজোরে বসিয়ে দিলো বারজোসের মাথায়।

Boighar.com

মাথায় লাগলো না ওটা, সামান্য সরে কানের পাশ দিয়ে বারজোসের ঘাড়ে আঘাত করলো। বারজোস চিৎকার করে উঠে পিছিয়ে গেল দু'পা। টম লাঠিটা উঁচু করলো আবার।

কিন্তু পিছন থেকে হারডিনের কারবাইনটা যে নেমে আসছে, টম সেটা জানতেও পেলো না। রাইফেলের প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে টম কানের কাছে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনলো। ভারি দেহ আছড়ে পড়ার শব্দ হলো কোথাও। বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠলো কে যেন।

নীলাভ এক অন্ধকারে কিছুক্ষণ ডুবে থাকার পর চোখ মেললো টম। চারপাশে তাকিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। চোখ ধাঁধানো আলোয় কিছুক্ষণ সে অন্ধের মতন হয়ে রইলো। তারপর চোখ সয়ে আসার পর লংম্যানকে চিনতে পারলো। বালতি হাতে দাঁড়ানো লংম্যানের চেহারা রাগে বিরক্তিতে কোঁচকান।

মেঝেতে বালতিটা নামিয়ে রেখে লংম্যান বললো, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, স্টেজ আসছে।'

টম টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। মাথাটা ঘুরছে। কিছুক্ষণ এরকম টালমাটাল অবস্থায় কাটানোর পর আস্তে আস্তে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো অনেকটা।

মিরাণ্ডার নিথর প্রাণহীন দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঘরের মাঝখানে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বিবর্ণ, ফ্যাকাশে মুখে এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে রোমি। তার দু'চোখে রাজ্যের আতঙ্ক আর ভয়।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালো টম। মারিয়ান লোগানের মাথার কাছে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লোগান মরেনি। রাইফেলের আঘাতে

বইঘর.কম

জ্ঞান হারিয়েছে। বুক ওঠানামা করছে ধীর লয়ে।

লংম্যান খেঁকিয়ে উঠলো। 'এসো, দেরি করার সময় নেই।'

লংম্যানের পিছু পিছু দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালো টম। রাউলিকে ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ গলায় বললো, 'মেয়েদের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো না, রাউলি। আমি তোমাকে আবারও সাবধান—'

টম কথাটা শেষ করতে পারলো না। 'চলো, চলো···' বলে লংম্যান একরকম ধাক্কিয়ে বাইরে নিয়ে এলো টমকে।

বারান্দায় দরজার কাছে একটা চেয়ারে নতমুখে চুপচাপ বসে আছে স্যাম টেলর। চেহারায় তীব্র অপরাধবোধ ছাপ। টম বোঝে লোকটা ভেঙে পড়েছে পুরোপুরি।

স্টেশনের কাছে এসে লংম্যান থেমে দাঁড়িয়ে বারজোস আর হারডিনকে বললো, 'তোমরা যার যার জায়গায় গিয়ে পজিশন নাও। যেভাবে বলেছি সেভাবেই কাজ করবে। আমার সংকেত না পেলে কেউ আগে গুলি করবে না।'

স্টেশনের কোরালের ধারে স্টেজের জন্য তৈরি ঘোড়াগুলোর পাশে এসে লংম্যান ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'মিস্টার ব্লেইন, কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করো না। মনে রেখো রাউলির কাছে তোমার প্রেমিকা রয়েছে।'

লংম্যান চলে যাবার পর অন্যমনস্ক হয়ে গেল টম। কি ভাগ্য তোমার টম। সাত বছর আগে জেনিফারের জন্য লকারের তালা খুলে দিয়েছিলে। আজ জেনিফারের পরিবর্তে রোমি। এই মেয়েটির প্রতিও তোমার বুকের এক কোণে জমা হয়ে আছে কিছু উষ্ণতা। একটু ভালবাসাও কি নয়! আজও হয়তো রোমির কথা ভেবেই লংম্যানকে সাহায্য করবে তুমি। কিন্তু একই ভুল কতবার করবে!

Boighar.com

সেদিনও তো জেনিফারের সম্ভ্রম বাঁচাতে ডাকাতের হাতে লকারের সবকিছু তুলে দিয়েছিলে, আজ তোমার সেই জেনিফার কোথায় ?

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো টমের বুক চিরে। বিড়বিড় করে আপনমনে বললো, আজ আর সে ভুল করবে না। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে আউট-লদের।

দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা নীল আকাশ ধুলো ঝড়ে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ধুলোর ঝড়টা দ্রুতগতিতে শহরের দিকেই ছুটে আসছে। টম শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলো। স্টেজ আসছে। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট, তারপরই অনেকগুলো প্রাণ ঝরে যাবে কিছু নিষ্ঠুর লোভী লোকের কারণে।

রাস্তার ওপারে, রোমির পোশাকের দোকানের দরজার আড়াল থেকে বারজোসের রাইফেলের নল আধখানা বেরিয়ে আছে। রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে নলের মসৃণ গা। টম ঘাড় ঘুরিয়ে ওর স্টেশন ঘরের চিলেকোঠায় হারডিনকে দেখতে পেলো। রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লংম্যান পজিশন নিয়েছে টেলিগ্রাফ অফিসের জানালায়। ফেরেল গুচের মৃতদেহটা ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা। এমাস ক্ল্যাড স্টোর খুলে বাইরে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। চার-পাঁচজন ছেলেমেয়ে শহরের শেষ মাথায় স্কুল পালিয়ে ইণ্ডিয়ান কায়দায় লুকোচুরি খেলছে।

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সকাল থেকে এপর্যন্ত ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনাটা আগাগোড়া বিশ্লেষণ করে। প্রতিরোধের পরিকল্পনা ঠিক করার চেষ্টা করে, কিন্তু পথ দেখে না। সব রাস্তা বন্ধ।

স্কুলের দিক থেকে আচমকা প্রার্থনা সংগীত ভেসে আসে। সমবেত কচি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়, 'প্রভু, আজি এ মহাবিপদ হতে রক্ষা করো

বইঘর.কম

মোদের…'

টমের বুকের মধ্যে চিনচিন করে পুরানো ব্যথাটা জেগে উঠলো। চোখের সামনে ভিড় জমালো পুরানো অতীত। টম দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ভিতরের দুঃসহ রাগ, আর উত্তেজনাকে সহনীয় করার প্রয়াস পায়, দূরের স্টেজ কোচটার দিকে চেয়ে থাকে উদাস চোখে।

খানিকবাদে ভিতরের অস্থিরতার ঝড়টা শান্ত হয়ে এলে টম ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করে: স্টেজ ডাকাতির পর ডেনভার থেকে পসির পৌঁছাতে কতসময় লাগবে। ডেনভার বাফেলো টাউন থেকে আশি মাইলের পথ। ডাকাতদের ধাওয়া করার উপযুক্ত ঘোড়া নিয়ে বাফেলো টাউনে পৌঁছাতে ওদের দুদিন লেগে যাবে। আর এই দুদিনে আউট-লরা কম করে হলেও একশ মাইল পেরিয়ে যাবে। একটানা বিরতিহীনভাবে ছুটলে আরো বেশি পথ অতিক্রম করতে পারবে ওরা।

ধুলো ঝড়ের মেঘ ভেদ করে স্টেজের আকৃতিটা আরো পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশে দুজন বন্দুকধারী গার্ড বসে আছে। পিছনে রয়েছে আরো দুজন, ধুলোর পর্দার ওপাশে অস্পষ্ট-ভাবে নজরে পড়ছে ওদেরকে।

প্রতিদিনের মতো তার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো টম। একটুও বুক কাঁপছে না তার। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্টেজটার দিকে চেয়ে থাকে ও। বুকের ভেতর নিঃশব্দে রক্তপাত হতে থাকে। ওই স্টেজটার সাথে তার মৃত্যুও এগিয়ে আসছে কি? চোখের সামনে সেই স্বপ্নের র‍্যাঞ্চ, তার বিশাল বিস্তৃত চারণভূমি, লংহর্ন গরুর পাল লাফ মেরে উঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্বাসরোধকারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো তার মধ্যে। তারপর বুক চিরে ঝড়ো হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে

Boighar.com

এলো। হলো না! এ জীবনে আর হলো না কিছু! সব স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গেল।

সশব্দে স্টেজ এসে থামলো স্টেশনের সামনে। টম যন্ত্রচালিতের মতো ড্রাইভারের উদ্দেশে হাত বাড়ালো, তারপর কি এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে এগোল স্টেজের দিকে।

ড্রাইভারের আসন থেকে ম্যাক্স নেমে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ-মুখ ঝলমলে উজ্জ্বল। দু'চোখে উপচে পড়ছে খুশি আর অহঙ্কার। এই প্রথম স্টেজ কোম্পানি তাকে এতবড় একটা অভিযানে গার্ড করেছে। তার বয়স মাত্র উনিশ। এত কম বয়সে স্টেজ কোম্পানি সাধারণত কাউকে এরকম গুরুদায়িত্ব দেয় না। কিন্তু বন্দুকে হাত ভাল বলে ম্যাক্স সে সুযোগ পেয়েছে।

পিছনের গার্ড দুজন নেমে দাঁড়িয়েছে। আর ঠিক তখুনি স্টেজ গার্ডদের অবাক করে দিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের জানালায় লংম্যানের রাইফেল গর্জে উঠলো।

বুকে গুলি খেয়ে ঢলে পড়লো ম্যাক্স ফ্লাড। পড়ে গিয়ে শটগানটা ধরে প্রাণপণে উঠে বসার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তায়। হাত থেকে খসে পড়লো শটগান।

ড্রাইভার গার্ডদের সাবধান করার জন্য চেঁচিয়ে উঠে নেমে আসছিল। স্টেজ থেকে একটা পা মাটিতে স্পর্শ করার আগেই চিলেকোঠা থেকে হারডিনের গুলি তার খুলি ফুটো করে দিলো। ওই ভঙ্গিতে এক পা মাটিতে রেখে স্টেজের সাথে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলে রইলো তার প্রাণহীন দেহটা।

আচমকা গুলির শব্দে ঘোড়াগুলো ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে শুরু করলো। টেলিগ্রাফ অফিস থেকে লংম্যানের গুলিতে সামনের দুটো

বইঘর.কম

ঘোড়া পড়ে গেল। বাকি ঘোড়াগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ছুটতে শুরু করলো উল্টো দিকে।

হঠাৎ ঘোড়াগুলো উল্টো দিকে ঘুরে ছুটতে শুরু করায় স্টেজটা একটা পাক খেয়ে রাস্তায় উল্টে পড়লো। চাকার সাথে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লো একটা ঘোড়া। দুটো ঘোড়া লংম্যানের গুলিতে লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়। আরেকটা স্টেজের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে পালালো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

এদিকে ঘোড়াগুলো হঠাৎ ছুটতে শুরু করায় ভিতর থেকে নেমে দাঁড়ানো শেষের গার্ড দুজন একেবারে বারজোসের রাইফেলের সহজ টার্গেটে পরিণত হলো। বারজোস রোমির দোকানের জানালা থেকে গুলিতে দুজনের দেহ ফুঁড়ে দিলো।

এতক্ষণে হুঁশ হলো টমের। এক পলক দেখেই বুঝলো গার্ড দুজন মারা গেছে, দেহ দুটো একেবারে নিথর হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রাগে হঠাৎ ফেটে পড়লো টম। একলাফে মৃত গার্ড দুজনের কাছে পৌঁছে গেল সে, নিচু হয়ে ঝুঁকে ওদের একজনের শটগান তুলে নিলো হাতে, দৌড়ে কোরালের ধারে সিডার গাছের পিছনে একটা ঢিবির পিছনে চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে রোমির দোকানের দিক থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো ওর অবস্থানের দিকে। টম মাথা নিচু করে মাটির সাথে মিশে পড়ে রইলো ঢিবির আড়ালে।

চারদিকের বাতাস বারুদের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ভারি। টম খক্ খক্ করে কয়েকবার কাশলো। তারপর মাথা উঁচিয়ে বারজোস দোকানের কোন জানালায় আছে তা আন্দাজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাঁ দিকের জানালা বরাবর শটগানের লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপলো টম। বাকশটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পলকা জানালা

Boighar.com

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দেয়াল থেকে। কিন্তু বারজোস আহত হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

এরপর টম ঘুরে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাফ অফিস লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো।

লংম্যান অফিসের দরজার আড়াল থেকে গুলি করছিল। টম অফিস লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ছে দেখেই সে লাফ দিয়ে ঘরের ভিতরে এক কোণে সরে গেল। বাকশটের গোলার আঘাতে দরজার ছুটো প্যাল্লাই উড়ে গেল, ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙলো জানালার।

শটগানের গুলি শেষ করে টম মৃত গার্ডদের একজনের রাইফেলের জন্য ছুটে গেল। রাস্তার মাঝখানে এসে ঝুঁকে একটা রাইফেলের জন্য হাত বাড়াতেই স্টেশন ঘরের চিলেকোঠা থেকে একটা বুলেট ছুটে এসে টমের বাঁ হাতে বিঁধলো। তবু টম সেই অবস্থাতেই রাইফেলটা তুলে নিয়ে ডানদিকে রাস্তার পাশে একটা অগভীর গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়ান দিয়ে সরে গেল দূরে। তারপর উঁচু হয়ে বসে চিলেকোঠায় হারডিনকে লক্ষ্য করে গুলি করলো।

কোচের ভেতরে যে তুজন গার্ড ছিল তারা এবার মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এলো। ওদের একজনের কাঁধে গুলি লেগেছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে জামাকাপড়।

গার্ড তুজন গুলি বন্ধ করে আত্মসমর্পণের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতেই টম বুঝলো, লড়াইয়ে তার হার হয়েছে। ওরা আত্মসমর্পণ না করলে তবু ক্ষীণ আশা ছিল। এখন আর কোন সম্ভাবনা নেই। ওদের সাথে একা লড়াই করে তার পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

গার্ডদের আত্মসমর্পণ করতে দেখে রোমির দোকান থেকে বেরিয়ে

বইঘর.কম

আসছিল বারজোস। তাকে দেখেই টমের মাথায় খুন চড়ে গেল। রাইফেল তুলেই গুলি করলো সে।

বুলেটের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠে হাঁটু ভেঙে বারজোসকে পড়ে যেতে দেখলো টম। আর ঠিক তখনি পিছন থেকে মাথায় হাতুড়ির মতো ভারি কি একটা জিনিসের আঘাত অনুভব করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো টম, কি ঘটেছে বোঝার আগেই সে জ্ঞান হারালো।

সাত

নীলাভ এক অন্ধকারে অনেকক্ষণ ডুবে রইলো টম। চেতনা সম্পূর্ণ হারায়নি, ঢেউয়ের মতো ফিরে ফিরে এসে আবার অস্বচ্ছ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। টম টের পায়, কারা যেন খুব কাছে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। এরপর অনেকগুলো গুলির শব্দ হলো। ঘোড়ার বিকট হ্রেষাধ্বনি কানে এলো। তারপর আবার সব আবছা হয়ে গেল। এক অপরূপ মোলায়েম অগাধ অন্ধকারে সাঁতরাতে লাগলো সে।

রাউলি যখন কাছে এলো, টমের জ্ঞান পুরোপুরি ফেরেনি। রাউলি লাথি মেরে চিত করলো ওকে, পাঁজরে বুটের ডগা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো কয়েকটা। অতিকষ্টে দাঁত চেপে সহ্য করলো টম, মনে হলো দুর্বৃত্ত এখান থেকে যাবার আগেই হয়তো দম নিতে বাধ্য

Boighar.com

হবে সে। কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, লংম্যান কর্কশ কণ্ঠে ডাকলো রাউলি-কে, 'রাউলি, এখানে এসে আমাদের সাথে হাত লাগাও…'

কিছুক্ষণ পর টম যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেলো, ততক্ষণে ওদের বাক্সের তালা ভাঙা হয়ে গেছে। লংম্যান আর রাউলি দ্রুত হাতে স্বর্ণমুদ্রাগুলো চটের ব্যাগে ভরছে। খানিকবাদে টমের কানে এলো রাউলি বলছে, 'লং, আমি ওই রোমি নামের ছুকরিটাকে নিয়ে আসছি…ওকে সাথে করে নিয়ে যাবো।'

লংম্যান বিরক্তির সঙ্গে বললো, 'না, এখন আমাদের খুব দ্রুত ছুটতে হবে, মেয়ে টানার হ্যাপা অনেক।'

'আরে আমি ওকে বয়ে বেড়াবো নাকি। কাল সকালেই ছেড়ে দেবো পথে।'

লংম্যান দৃঢ় স্বরে বললো, 'না, আমরা যেখানে যাবো সেখানে ফুর্তি করার জন্য অনেক মেয়ে পাবে তুমি।'

এরপর আর কিছু শুনতে পেলো না টম। সামান্য নীরবতা। তারপর একজোড়া বুটের আওয়াজ তার দিকে এগিয়ে এলো। টম একবার চোখ মেলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু চোখের পাতা ভীষণ ভারি হয়ে আছে, কেমন এক গাঢ় ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা যেন জোর করে দু'চোখের পাপড়ি বুজিয়ে রেখেছে।

মাথার কাছে এসে পায়ের আওয়াজটা থামলো। 'ব্যাটা মরে গেছে নাকি…'

কণ্ঠস্বর শুনে রাউলিকে চিনতে পারলো টম। ওর ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে বুটের ডগা দিয়ে কয়েকটা লাথি কষাল রাউলি, খিস্তি করতে করতে চলে গেল।

ধীরে ধীরে টমের চেতনা জুড়ে আবার গভীর কোমল তন্দ্রা নেমে

এলো। শরীরে, মগজে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। গলার ভিতর থেকে তালুর কাছে ঠেলে উঠছে তৃষ্ণা।

অনেকগুলো ঘোড়ার খটাখট শব্দ শুনতে পেলো সে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজ তারপর অস্পষ্ট হতে হতে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল এক-সময়।

অনেক, অনেকক্ষণ পর টম গভীর তন্দ্রার জগৎ থেকে পরিপূর্ণ সাড়ায় ফিরে এলো। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ মেললো। প্রথমে চারপাশের সবকিছু ভীষণ অচেনা ঠেকলো ওর কাছে। এমন কি মুখের ওপরে ঝুঁকে থাকা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মুখটাকেও চিনতে পারলো না।

রোমি অত্যন্ত সাবধানে টমের মাথাটা কোলে তুলে নিলো। মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজে আবার রক্তপাত শুরু হয়েছে। রোমি রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজটা খুলে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগলো।

টম ঘোরের চোখে রোমির উদ্‌ভ্রান্ত করুণ মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে নিলো, ঠোঁট কাঁপলো। কিন্তু গলায় শব্দ ফুটলো না। জড়ানো ভাঙা শব্দ বেরুলো কেমন।

দ্বিতীয় চেষ্টায় টমের গলার স্বর ফুটলো, 'কজন মারা গেছে, রোমি?'

'আমি জানি না···তবে আহত হয়েছে অনেকে।' প্রায় কান্না জড়ানো গলায় বললো রোমি।

মাথার ব্যাণ্ডেজটা বাঁধা হয়ে গেলে টম রোমিকে বললো, 'রোমি, আমার কিছু হয়নি, তুমি যাও, আহতদের সাহায্য লাগবে।'

রোমি গেল না।

Boighar.com

রোমির কোলে শুয়ে টম চারপাশে নানারকম শব্দ শুনতে পায়। শহরের অনেক লোক এসে জড় হয়েছে, তাদের টুকরো টুকরো কথা-বার্তা কানে আসছে। আহতদের কাতর স্বরে গোঙানির শব্দ, কারো দৌড়ানোর আওয়াজ। কাছেই কোথাও একটা ঘোড়া বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো।

এতসব শব্দের মাঝেও তন্দ্রার ঢেউ এসে টমের মাথাটা মাঝে মাঝে খালি করে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে চারদিকের মানুষের কোলাহল ওর শ্রবণেন্দ্রিয়ে ফিকে হয়ে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ জেনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে টম আবার বাস্তবে ফিরে এলো। এমাস ফ্ল্যাডের বড় মেয়েটাকে জেন চেঁচিয়ে বলছে, 'রাইসা, এখানে গরম পানি লাগবে। তুমি স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে পানি তুলে বোর্ডিং-হাউসের চুলোয় বসাও।'

খানিক নীরবতা।

তারপর আবার জেনের গলা কানে এলো টমের। সে বলছে: 'মিঃ টেলর, বাচ্চারা বোর্ডিংহাউসে যাবার আগেই তুমি মিরাণ্ডার লাশটা সরিয়ে ফেলো।'

টম মাথা তুলে রোমির দিকে তাকালো, মৃদু গলায় বললো, 'রোমি যাও ওদের এখন লোক দরকার।'

দ্বিধার চোখে টমের দিকে একবার তাকালো রোমি, তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, টমের মাথাটা সযত্নে কোল থেকে নামিয়ে উঠে পড়লো।

টমের পাঁচ-ছয় হাত তফাতে ম্যাট লোগান একজন আহত গার্ডের জখমে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। স্যাম টেলর আর এমাস ফ্ল্যাড একজনকে ধরাধরি করে বোর্ডিংহাউসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটু দূরে

বইঘর.কম

মিসেস ফ্ল্যাড মৃত ছেলের লাশ আগলে বসে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। টম চোখ মেলে এই দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো। তারপর বড় করে আরেকবার নিঃশ্বাস নিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠলো। ঝাপসা হয়ে এলো দৃষ্টি। টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দু'হাতে মাটিতে ভর দিয়ে পতন রোধ করলো সে।

কিছুক্ষণ পর যখন একটু সুস্থ বোধ করলো মাটি থেকে একজন মৃত গার্ডের রাইফেল তুলে নিয়ে, তাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো টম। প্রাণপণে সোজা রাখলো পা, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে পা টেনে টেনে তার স্টেশন-ঘরের দিকে এগোল।

রাস্তা থেকে কোরাল পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালো টম। চোখ কোঁচকানো। আউট-লরা কোরালের সবগুলো ঘোড়া মেরে রেখে গেছে।

টম ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘুরে বোর্ডিং-হাউসের পথ ধরলো।

কিছুক্ষণ এসে দম নেবার জন্য একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ও। অবসাদে তার শরীর ভেঙে আসছে।

দেয়াল ধরে ধরে কিছুদূর এসে একটা সরু গলির মুখে বসে গা এলিয়ে দিলো সে। রাজ্যের সব ক্লান্তি, অবসাদ, দুর্বলতা পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরু ভারি লেপের মতন ঢেকে দিচ্ছে।

কলতলায় গিয়ে টম দেখে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে পানি ভরছে। ওদের কাজ সারা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে। তারপর এগিয়ে গিয়ে কল চেপে পানি তুলে ঘাড়ে মাথায় ঝাপটা দেয়। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ সম্পূর্ণ চেতনায় ফিরিয়ে আনে ওকে।

Boighar.com

পেলটনের বড় ছেলেটার বয়স বছর সাত-আট, দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল টমকে। হঠাৎ টমের মনে পড়লো ছেলেটার একটা ঘোড়া আছে।

ছেলেটাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার একটা ঘোড়া আছে না, রনি?'

রনি নীরবে মাথা ঝাঁকালো।

টম বললো, 'রনি, আমি ওই আউট-লদের ধরতে যাবো, কিন্তু আমার কাছে কোনো ঘোড়া নেই। তোমার ঘোড়াটা আমাকে ধার দেবে?'

রনি গম্ভীর চোখে একমুহূর্ত টমকে দেখলো। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েই বাড়ির দিকে ছুটলো।

টলতে টলতে বোর্ডিংহাউসের বারান্দায় এসে বসলো টম। মাথাটা এখনো ফাঁকা লাগছে। কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, প্রতিটি জিনিসের দ্বৈত ছবি দেখছে।

রনির অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্তিতে ঝিমুনি এলো একসময় টমের। এরপর নিজের অজান্তেই কখন যেন খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

হঠাৎ কাঁধে ভীরু কোমল একটা হাতের স্পর্শে জেগে উঠলো টম। চোখ মেলে রনি পেলটনকে দেখতে পেলো। ছাইরঙা একটা ম্যাসটাঙ ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াটা বেশ বয়স্ক। পোষ মানানো। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা শিথিল। অল্প বয়স্ক ঘোড়ার মতো তেজিয়ান ছটফটে নয়।

টম বারান্দার খুঁটি ধরে উঠে দাঁড়ালো। রনির দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো টম। বললো, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা ঘোড়া

বইঘর.কম

জোগাড় করে এটাকে পাঠিয়ে দেব, আচ্ছা ?'

ঘাড় কাত করলো ছেলেটা, স্থির চোখে ঘোড়াটাকে দেখলো একবার, তারপর ঘুরে ইণ্ডিয়ান গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। আর একবারও পিছনে ফিরে তাকালো না।

স্টেশন ঘরের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপালো টম। আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস স্যাডলব্যাগে ভরলো। ঘরে এসে খানিক দাঁড়িয়ে চিন্তা করলো কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা। চকিতে মাথায় টাকার কথা খেয়াল হলো ওর। পথে কখন কোন কাজে দরকার পড়ে যায়, সাথে কিছু টাকা রাখা দরকার। অফিসের সেফটা খুলে হাতড়িয়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পেলো। সেগুলো ছোট একটা থলিতে ভরে নিয়ে বাইরে এসে ঘোড়ায় চাপলো ও।

রোমি কোরালের ধারে সিডার গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল টমের জন্য।

টম কাছে আসতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও, জানতে চাইলো, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি !'

টম ঘোড়া থেকে নেমে বললো, 'ওদের ধরতে—'

রোমি কাছে এসে টমের বাহু আঁকড়ে ধরলো, মাথা নেড়ে বললো, 'এই শরীরে তুমি কোথাও যাবে না। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার।'

রোমির মুখের দিকে চেয়ে টম ক্লিষ্ট হাসলো। তারপর একজন মৃত গার্ডের কাছে গিয়ে তার কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিলো। ফিরে আসার সময়ে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো ওর। টম প্রাণপণে দেহটা স্থির রাখার জন্য নিরালম্ব দুই হাত বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল।

খানিকবাদে রোমির হাত ধরে উঠে বসলো টম। যন্ত্রণায় মাথার

Boighar.com

শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কপালের ব্যাণ্ডেজটা আবার রক্তে ভিজে উঠেছে। মরিয়া হয়ে মাথা সোজা রাখার চেষ্টা করলো সে। পারলো না। ঢলে পড়ে গেল রোমির কোলে।

এরপর যন্ত্রণা আর ঘোরের মধ্যেই টম টের পেলো, তার মাথার ব্যাণ্ডেজটা বদলানো হচ্ছে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হলে উঠে বসলো টম। হাত বাড়িয়ে রোমির কাছ থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে চুমুক দিলো।

রোমির পাশে কখন যেন জেন এসেছে। তার চেহারায় গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছায়া। সে চিন্তিত গলায় বললো, 'তুমি নাকি ওদের ধরতে যেতে চাও?'

টম আলতো মাথা নেড়ে হুইস্কির বোতলে চুমুক দিলো।

জেন উৎকণ্ঠিত চোখে তাকালো টমের দিকে, বললো, 'এখন আর পাগলামি করো না। তুমি ওদের চারজনের সাথে একা পারবে? তাছাড়া গার্ডনারের স্টেজ লাইনের জন্য তোমার এত কিসের ঠেকা?'

টম অপরাধীর স্বরে বললো, 'শুধু গার্ডনারের স্টেজ লাইনের কাছে নয়, আমি নিজের কাছেও ঠেকে আছি।'

ঠাণ্ডা সুরে জেন জানতে চাইলো, 'তাহলে আমার কি হবে, টম?'

টম প্রথমে কোনো কথা খুঁজে পেলো না। জেনের সান্নিধ্য কোনোদিনই খারাপ লাগেনি তার। জেন তার খুব ভাল বন্ধু। টম মুখ তুলে আজ নতুন করে যেন জেনকে দেখলো, বেশ সুন্দরী মেয়েটি। ওদের ভালবাসায় বাধা নেই কিছু। জেনের সাথে পুবে চলে গেলে সুখেই থাকবে সে। তবু কেন যে টমের মনটা এমন আড়ষ্ট হয়ে আছে। কোথায় যেন বাধছে। টম ভেবে পেলো না। কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল ওর। বললো, 'জেন আমরা দুজন খুব ভাল বন্ধু…

আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

জেন একটু ঘাবড়ে গেল। পরক্ষণেই তার চেহারায় রাগ ঝিকিয়ে উঠলো। আর অপেক্ষা করলো না সে। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডিংহাউসের দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো।

টম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মুখ তুলে রোমির দিকে তাকালো। বললো, 'রোমি, আমায় কিছু খাবার আর দুটো কম্বল জোগাড় করে দিতে পারো?'

রোমি নিঃশব্দে উঠে মৃদু গলায় বললো, 'আনছি।'

এবার উঠে দাঁড়ালো টম, চোখ বোলালো চারপাশে। রাস্তায় এখনো তিনজন গার্ডের লাশ পড়ে আছে। আহত দুজনের সেবা করছে কয়েকজন। ম্যাক্সের মৃতদেহের পাশে বসে এখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিসেস ফ্ল্যাড। পাশে কেমন বেহুঁশ উদভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে এমাস ফ্ল্যাড।

টমের ওপর চোখ পড়তেই পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো ফ্ল্যাড। 'তুমি···তুমিই এসবের জন্য দায়ী···'

টম অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনলো। দেবার মতো কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না সে।

খানিকবাদে কিছু খাবার আর দুটো কম্বল নিয়ে ফিরে এলো রোমি। তার কাছ থেকে জিনিসগুলো নিয়ে স্যাডলব্যাগ ভরে নিলো টম।

ওর কাছে এসে একটা কাঁপা শ্বাস ফেলে রোমি বললো, 'টম, এ শরীরে তুমি এক মাইল পথও যেতে পারবে না। তুমি একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল যেও।'

টম মাথা নাড়লো। 'না, রোমি, দেরি হয়ে গেলে ওদেরকে আর

Boighar.com

ধরা যাবে না।'

রোমি ক্ষীণ গলায় বললো, 'ঠিক আছে, যাও।' কিন্তু তার চোখ-মুখ আর কথা বলার ভঙ্গি দেখেই টম বুঝতে পারে, কোনো কিছুই ঠিক নেই। রোমি হঠাৎ দ্রুত ছুটে এসে জোরালো হাতে টমের দু'কাঁধ খামচে ধরলো। টেনে আনলো নিজের দিকে। তারপরই টম নরম, উত্তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ পেলো নিজের ঠোঁটে।

টম গভীর মমতায় রোমিকে শরীরের সাথে আঁকড়ে ধরলো। রোমি আচমকা তখন টমের বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে ফেললো। বললো, 'ফিরে এসো, টম।'

টম শ্বাসরুদ্ধ অস্ফুট গলায় বললো, 'আসবো···আমাকে যে আসতেই হবে, রোমি!'

টমের বুক থেকে মুখ তুলে চোখে জল নিয়ে মধুর হাসলো রোমি। বললো, 'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো, টম।'

আট

মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ফাঁকা প্রান্তর। তার বুক চিরে সরু ফিতের মতন ট্রেইলটা সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। টমের ঘোড়া কদমে ছুটছে। আউট-লদের অনুসরণ করতে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না ওর। তাড়াহুড়া করে চলতে গিয়ে আউট-লরা বিস্তর ট্র্যাক রেখে

বইঘর.কম

গেছে পেছনে।

ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছে টমের। মাথার পিছনে, ঘাড়ের কাছে যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই ঘুরে উঠছে মাথা। তবু হাতে পায়ের আড়ষ্টতা বা দুর্বলতা কিছুই গ্রাহ্য করছে না সে। দাঁতে দাঁত চেপে, প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরে শরীরের ক্লান্তি, অবসাদের মতো বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর সাথে লড়ে যাচ্ছে।

বিকেলের দিকে প্রায় শুকনো তিরতিরে একটা নদীর কাছে এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থেকে নামলো টম। পানিতে নেমে স্কার্ফ ভিজিয়ে আস্তে আস্তে চোখে-মুখে ছোঁয়ালো। ঈষদুষ্ণ পানির স্পর্শে বেশ আরাম লাগলো ওর। এরপর স্কার্ফটা আরো কয়েকবার পানিতে ভিজিয়ে মুখের ক্ষতস্থানগুলোতে চেপে ধরে রাখলো সে। তারপর আঁজলাভরে পানি খেয়ে, স্কার্ফের পানি নিংড়ে চোখ-মুখ মুছতে মুছতে উঠে এলো।

টম স্কার্ফটা গলায় বেঁধে চারদিকে চেয়ে দেখলো। ফাঁকা। মাঝে-মধ্যে কেবল দু'একটা সিডার আর জুনিপারের ঝোপ চোখে পড়ে। আশেপাশে কোনো প্রাণের সাড়াশব্দ নেই।

ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে উঁচু তীরে উঠে আসতেই মাথাটা আবার আচমকা পাক দিয়ে উঠলো টমের। পড়ে যেতে যেতে একহাতে স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে সামলে নিলো সে। তারপর কষ্টেসৃষ্টে দু'-কদম এগিয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর ধপ করে বসে পড়লো।

বুকে তীব্র শ্বাসকষ্টে, ক্লান্তিতে টমের শরীর ভেঙে আসে। পাথরের চাঁইয়ে গা এলিয়ে দিতে দিতে হাঁ করে শ্বাস টানে ও। মাথাটা এখনো ঘুরছে। বুদ্ধি ঠিকমত কাজ করছে না। টম বুঝতে পারে, এই অবস্থায় তার পক্ষে ঘোড়ায় চেপে পথ চলা সম্ভব নয়। তার এখন

Boighar.com

বিশ্রাম দরকার।

ঘোড়ার লাগাম হাতের কবজির সঙ্গে বেঁধে, চোখ বুজে ক্লান্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলো ও।

যখন ঘুম ভাঙলো টমের তখন রোদ অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। গরম কেটে গিয়ে এখন মৃদু হাওয়া বইছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো টম। টানা ঘুমের পর শরীরটা এখন অনেকটা ঝরঝরে লাগছে। মাথাটা আর ঘুরছে না।

টম হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো।

শীর্ণ নদী পেরিয়ে কিছুদূর আসতেই ন্যাড়া রুক্ষ প্রান্তর শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো বিস্তীর্ণ ঘাসের বন। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজের সমারোহ, যেন সবুজ ঘাসের এক বিশাল সমুদ্র। বাতাসে লম্বা লম্বা ঘাসবনে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পরম আনন্দে ঘাসের ডগায় বসে দোল খাচ্ছে ফড়িং, চড়ুইয়ের মতো কিছু ছোট ছোট পাখি। টমের সাড়া পেয়ে পাখায় ফড় ফড় শব্দ তুলে উড়ে পালাচ্ছে পাখিগুলো। তবে কোনোবারেই বেশিদূরে যাচ্ছে না। ওর পেছনে কিছুক্ষণ চক্রাকারে উড়াউড়ি করে আবার ঘাসের ডগায় গিয়ে বসছে।

ঘন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াটার। তাছাড়া মাঝে মধ্যেই লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপের মধ্যে এসে ট্রেইল হারিয়ে ফেলছে। আর তখন ঘোড়া থেকে নেমে আবার নতুন করে ট্র্যাক খুঁজে ট্রেইলের হদিস করতে হচ্ছে টমকে।

উদাস বিষণ্ণ মনে ঘোড়ার পিঠে বসে বসে টম বহু কথাই ভাবে। বেশি করে ভাবছে সেই স্বপ্নটার কথা। কিন্তু আশ্চর্য। আজ স্বপ্নের সেই মেয়েটির মুখ কিছুতেই মনে করতে পারছে না ও। তার জায়গায় অন্য একটা মুখ এসে সব আড়াল করে দিচ্ছে। ছোট্ট র‍্যাঞ্চ হাউস,

বইঘর.কম

বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের মাঠ, নীল মেঘের মতো পাহাড়, বিকেলের পড়ন্ত রোদ সবই ঠিক আছে। কিন্তু সেই চৌখুপি জানালার মুখটাই শুধু বদলে গেছে।

তবে মুখটা বদলে যাওয়ায় টমের তেমন দুঃখ হচ্ছে না। তার পরিবর্তে যে মুখ সে দেখতে পাচ্ছে, তাতে ক্রমশ ওর নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে আসছে। পড়ন্ত বেলার সোনালি নরম রোদ গায়ে মেখে তারই পথ চেয়ে বসে আছে রোমি। চুল এলো, মুখ শুকনো, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি, প্রতীক্ষায় কাতর, তবু ভারি সুন্দর আর দুর্লভ মানবীর মতো দেখায় রোমিকে।

অন্যমনস্কভাবে ঘোড়ার পিঠে বসে এ সমস্তই ভাবে টম। কল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত করে অনেক কিছু দেখে। তীব্র শ্বাসকষ্ট আর আবেগে কিছুক্ষণ একা একা কথা বলে। তারপর দুর্বহ এক ক্লান্তি তার শরীর মন ভার করে দেয়। অনেকক্ষণ ঘোড়ার কাঁধে শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে সে।

আবার যখন মাথা তুলে স্যাডলে সোজা হয়ে বসলো টম তখন পশ্চিম আকাশে কমলা রঙ ধরেছে। পাটে নামার আয়োজন করছে সূর্য। ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দল বেধে এন্টিলোপের দল চরছে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে। দূরে, প্রায় দিগন্ত রেখার কাছাকাছি, কালো মেঘের মতো বিরাট একটা মোষের পাল দেখলো টম। শুকনো, খটখটে একটা নদী পেরুনোর সময়ে ঝোপের আড়ালে কয়েকটা হরিণ চোখে পড়লো ওর।

নদীর এ-পারে এসে একটা ঢালু গিরিখাতের মতন জায়গায় ক্যাম্প করলো টম। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে জড় হচ্ছে কালচে আবছা অন্ধকার। টম ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার জন্য পাশের

Boighar.com

ঘাসবনে বেঁধে দিয়ে ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে আগুন ধরালো। কিছু খাবার গরম করে খেয়ে তারপর কম্বল পেতে গড়িয়ে পড়লো ঘুমে।

টম ঘুমের ঢেউয়ে ভেসে যাবার আগে একবার ডেনভার সিটির কথা ভাবলো। গার্ডনার এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার সেরা লোকদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। হয়তো পসি বাহিনীতে দু'একজন ইউ. এস. মার্শালও আসছে। বুড়োর সারা জীবনের উপার্জন, সহজে ছাড়বে না সে। প্রয়োজনে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো ওর। চারদিকে ঝলমলে রোদ। টম বিছানা গোছগাছ করে রেখে ঘোড়াটাকে টুপিতে পানি ঢেলে খাওয়ালো। তারপর আশপাশ থেকে কিছু শুকনো ঘাস আর মোষের শুকনো গোবর জোগাড় করে আগুন জ্বেলে কফিপট চাপালো।

গরম কফিতে দু'তিন চুমুক দিয়েই গা বমি বমি করে উঠলো টমের। তেতো কটু একটা স্বাদ গলা দিয়ে লালার মতন উঠে এসে আবার নেমে গেল। বিশ্রী রকম ঢেকুর উঠলো কয়েকবার। কফি ফেলে দিয়ে আগুনটা ভাল করে নিবিয়ে ফেললো ও। সকালটা তাকে না খেয়েই কাটাতে হবে। এরকম অসুস্থ অবস্থায় কিছু খেলেই বমি হয়ে বেরিয়ে যাবে।

জিনিসপত্র দ্রুত গোছগাছ করে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে স্যাডলে চাপলো টম।

ট্রেইলে আউট-লদের ট্র্যাক অস্পষ্ট। লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতরে ওদের ট্র্যাক বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। ট্র্যাকার হিসাবে ইণ্ডিয়ানদের মতন অতটা দক্ষ নয় সে। ফলে আউট-লদের ট্র্যাকিং করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। কখনও কখনও আন্দাজের ওপরই ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। কপাল ভাল, তাই ট্র্যাক হারিয়ে ফেললেও প্রতিবারই

বইঘর.কম

ঘাসবন সামান্য পাতলা হয়ে এলেই ছোট ছোট কচি ঘাসের ডগা দোমড়ানো দেখে আউট-লদের পথের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে।

পনেরো ষোল মাইল পরে টম আউট-লদের একটা ক্যাম্প খুঁজে পেলো। খুব অল্প সময়ের জন্য ওরা থেমেছিল। একটা ছোট্ট গর্তে আগুন জ্বেলে কফির পানি ফুটিয়েছে। পুরো ক্যাম্পটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো টম। তেমন কিছু খুঁজে পেলো না। কেবল ক্যাম্প থেকে পঁচিশ গজ দূরে একটা পাথরের ওপর একটা রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ পেলো।

পরের দিন সকালে মাইল দশেক পথ অতিক্রম করে একটা গাছ-তলায় ক্যাম্প করলো টম। আগুন জ্বেলে নাস্তা খেয়ে আবার রওনা হলো।

পথ চলতে চলতেই টম চিন্তিত মুখে ঘোড়াটাকে দেখছে। দু'কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে ছোটার গতিও শ্লথ হয়ে আসছে। এখন হাজার স্পারের খোঁচা মারলেও ঘোড়াটার চলার ক্ষিপ্রতা বাড়ে না। টম ভাবলো, খুব শিগগিরই তাকে একটা ভাল দেখে ঘোড়া জোগাড় করতে হবে। এটা দিয়ে আর বেশিক্ষণ চলবে না। এভাবে ঝিমিয়ে পড়লে আউট-লদের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে যাবে সে।

দুপুরের দিকে একটা নদীর ধারে পৌঁছালো টম। নদীটা তখনো পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। জায়গায় জায়গায় যদিও কচ্ছপের পিঠের মতো চর পড়েছে, তবু তারই মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা সরু পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে।

টম ওখানেই দুপুরের আহার আর ঘোড়ার বিশ্রামটা সেরে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলো সে। এ দিকটা একে-বারে গাছপালাহীন নয়। আশেপাশে বড় বড় কয়েকটা কটনউডের

Boighar.com

ঝোপঝাড় চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে সিডার গাছও আছে দু'একটা তবে এলাকাটা জনমনুষ্যহীন, ধারে কাছে কোন লোকবসতি নেই।

ঘোড়া হাঁটিয়ে পানির কাছে নেমে এলো টম। হঠাৎ করে তার কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো। সর্তক চোখে চারপাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে। না, আশেপাশে কোথাও কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘোড়াটাকে দেখলো, ওর আচরণেও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নির্জীব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

নানারকম যুক্তি খাড়া করে টম মনকে বোঝালো : ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু ভয় ভয় অনুভূতিটা কাটলো না। শেষে নিজের ওপর বিরক্ত হয়েই সে ঘোড়াটাকে নিয়ে পানিতে নামলো।

পানি খাওয়ার জন্য সবে ঝুঁকেছে সে, ঠিক এই সময়ে চারদিকের নীরবতা ভেঙে চৌচির করে একটা বুলেট ছুটে এলো। ঘোড়াটা হাতপা ভেঙে হুড় মুড় করে তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা নিলো। পানিতে ঝপাৎ করে পড়ে দু'বার পা ছুড়েই একেবারে স্থির হয়ে গেল।

কপাল ভাল বলতে হয়ে টমের, নিচু হতে আর এক সেকেণ্ড দেরি করলেই তার খুলি উড়ে যেত। দ্রুত হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নিয়ে মৃত ঘোড়ার আড়লে পানিতেই কাত হয়ে শুয়ে পড়লো সে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে কয়েকটা বুলেট উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। টম মাথা তুললো না, নিঃসাড়ে পড়ে রইলো।

খানিক বাদে ওদিক থেকে ওপ্তঘাতকের বন্দুক স্তব্ধ হতেই টম একটু একটু করে মাথা জাগালো। খুব দ্রুত নদীর ওপরটা জরিপ করে দেখলো। কাউকে দেখতে পেলো না, কিন্তু একটা কটনউডের নিচে সেজঝোপের ডগা নড়ে উঠলো কয়েকবার। টম ধারণা করলো, গুপ্তঘাতক ওখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

বইঘর.কম

আচমকা আবার ওপ্রান্ত থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। টম তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে আনলো ঘোড়ার পেটের আড়ালে। নিচু হওয়ার সময় একটা বুলেট ওর টুপি ছুঁই ছুঁই করে বেরিয়ে গেল। আরো দুটো ঘোড়ার পেটে ও কাঁধে এসে বিঁধলো।

টম ঘোড়াটার নিথর দেহের আড়ালে ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে একমুহূর্ত ভাবলো, গুপ্তঘাতক কে হতে পারে? কোনো ইণ্ডিয়ান? আশেপাশে মাইলের মধ্যে কোনো ইণ্ডিয়ান গ্রাম নেই। আর কোনো ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা হলে এভাবে গুলি ছুড়ে বন্দুক খালি করতো না। রাত নামার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসে থাকতো। তারপর চারদিক অন্ধকার হয়ে এলেই বিড়াল-পায়ে ক্যাম্পে ঢুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাকে কাবু করার চেষ্টা করতো।

হঠাৎ টম বুঝতে পারলো, গুপ্তঘাতক আর কেউ নয়, বারজোস। বাফেলা টাউনে বারজোস ওর গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। পথে ওদের ক্যাম্পে একটা রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজও খুঁজে পেয়েছে সে। তারমানে বারজোসের জখমটা মারাত্মক। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার অবস্থাও নেই, বোধহয় সেই কারণেই ওকে এখানে ফেলে রেখে গেছে লংম্যান।

টম চিৎকার করে ডাকলো। 'বারজোস? তোমার অবস্থা কেমন?'

প্রথমে কোনো জবাব পেলো না। আবার ডাকলো টম। এবার ওপ্রান্ত থেকে বারজোসের ক্ষীণ কণ্ঠ কানে এলো। 'খারাপ···কোমরের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

টম আবার চেঁচিয়ে বললো, 'লংম্যান তোমাকে ফেলে চলে গেছে, আর তুমি তার জন্য আমাকে এখানে আটকে রাখছো।'

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে কাতরাতে কাতরাতে জবাব দিলো বার-

Boighar.com

জোস। 'বেজন্মার বাচ্চা, তোর জন্যই আমার এই অবস্থা,···ধরে নে তোকে শেষ করার জন্যই আমি এখনো টিকে আছি।'

টম রাগলো না। বারজোসের এখন শেষ অবস্থা। টম না মারলেও ওর বাঁচার কোনো আশা নেই। লোকটার জন্য হঠাৎ দুঃখ হলো টমের, একটু বুঝি করুণাও জাগলো মনে। আউট-ল দলে অন্যান্যের চেয়ে বারজোস কিছুটা ভাল লোক ছিল।

টম বললো, 'বারজোস, লুটের টাকাটা আমায় দিয়ে দাও, আমি চলে যাবো তোমাকে কিছু করবো না।'

অপরপ্রান্ত হতে কোনো জবাব এলো না। টম খানিক অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে মাথাটা একটু উঁচু করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বারজোসের রাইফেলটা গর্জে উঠলো, এক ঝাঁক বুলেট টমের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল শিস কেটে।

টম নিচু হয়ে ঘাড় কাত করে ডাইনে বাঁয়ে তাকালো। দশ গজের মধ্যে কোনো আড়াল নেই। বিশ গজ পিছনে সামান্য উঁচু মতন একটা জায়গা আছে। কিন্তু অক্ষত অবস্থায় ওখানে পৌঁছনো অসম্ভব।

টম আকাশের দিকে তাকালো। দিনের আলো ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরই দেখতে দেখতে আঁধার নামবে। বিরক্তি আর রাগে মনটা খিঁচড়ে গেল টমের। এভাবে পানির মধ্যে ঘাপটি মেরে কাঁহাতক বসে থাকা যায়। তাছাড়া বেশ কিছুক্ষণ হয় ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীত লাগছে। টম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো আলো থাকতে থাকতেই বারজোসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রাত নামলে ঝামেলা বাড়বে কেবল। ওর সাথে এখন কোনো ঘোড়া নেই। আর বারজোসকে কাবু না করতে পারলে ঘোড়ার কোনো ব্যবস্থা

বইঘর.কম

হবে না। এবং ঘোড়া জোগাড় না করতে পারলে আউট-লদের অনুসরণ করাও ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

বিরক্তি, ক্ষোভ, আর অসন্তুষ্ট মনে বসে রইলো টম। রনি পেলটনের কথা মনে পড়লো। ছেলেটা ওর হাতে ঘোড়াটাকে তুলে দেবার সময় কেমন অদ্ভুত করুণ চোখে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়েছিল।

টম বিরক্তিতে রাগে আবার চেঁচালো, 'বারজোস, গুলি না করার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি চলে যাবো। পরে হয়তো কেউ এসে তোমাকে শহরে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, ফাঁসিতে ঝোলাতে আর কি!' দুর্বল গলায় জবাব দিলো বারজোস। 'আমি এখানেই ভাল আছি, জীবন নিয়ে শেষ একটা জুয়া খেলেছিলাম, হেরে গেছি, কিন্তু সেজন্য ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারবো না।'

টম বললো, 'আমাকে আটকে রেখে তোমার কোনো লাভ হবে না। ফেরেল ডেনভারে স্টেজ হোল্ডআপের খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। পসি আসছে, তোমাকে এখানে পেলে সাথে সাথে গাছে লটকে দেবে।'

ওপ্রান্ত থেকে বারজোস আর কিছু বললো না।

টম কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখলো। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা এলো, ক্লান্তি লাগলো, হাই উঠলো। ঠায় আধঘণ্টা এভাবে বসে থাকার পর মাথা থেকে টুপিটা খুলে আস্তে করে ঘোড়ার পিঠের ওপরে ঠেলে দিলো।

প্রথম দু'সেকেণ্ড কিছুই ঘটলো না।

আরো কিছুক্ষণ টুপিটা ঘোড়ার পিঠের ওপর রেখে অপেক্ষা করে, যেই নামিয়ে আমার জন্য হাত বাড়িয়েছে টম, ঠিক তখনি আচমক

Boighar.com

একটা বুলেট এসে হাত থেকে টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে ফেললো চার-পাঁচ হাত তফাতে একটা বালু চরে।

রাগে দাঁতে দাঁত পিষলো টম। বারজোসের উদ্দেশে খিস্তি করলো কিছুক্ষণ। বজ্জাতটা যদি ওকে রাত অবধি এখানে আটকে রাখতে পারে, আজকে আর ঘোড়ার জোগাড় হবে না, আর পরের দিন সকালে ট্রেইলে আউট-লদের ট্র্যাকও খুঁজে পেতে হবে না তাকে। আর যদি-বা ট্রেইল খুঁজে পায় তাহলেও, রাতের শিশির আর বাতাসে অনেক অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে যাবে ট্র্যাক। বারজোসের ওপর অক্ষম রাগে ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে টম। তাড়াতাড়ি তাকে একটা উপায় বের করতেই হবে। শীতের সন্ধ্যা দেখতে দেখতে নেমে আসছে, এখুনি কিছু করতে না পারলে রাতের অন্ধকারে ঘোড়ার খোঁজে কোথায় যাবে সে।

টম হাত বাড়িয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারলো বারজোসের অবস্থান লক্ষ্য করে।

বারজোস সজাগই ছিল। ঢিলটা পায়ের কাছে পড়তেই অশ্রাব্য খিস্তি করে এক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করলো সে টমের দিকে।

টম ক্রুদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার আকাশের দিকে মুখ করে পড়ে রইলো। এক সময়ে হঠাৎ মাথার ওপরে একটা শকুনকে চক্কর মারতে দেখে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো সে। শিকারের গন্ধ পেয়ে আকাশে চক্রাকারে পাক খেয়ে আস্তে-আস্তে নিচে নামছে ওটা।

টম হাতের রাইফেলটা প্রস্তুত রেখে কোমরের পিস্তলটাও একবার পরীক্ষা করে দেখলো। ভেজা শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে শির শির করে উঠলো। ঠাণ্ডা বাতাসের কামড় চামড়া ভেদ করে কাঁপুনি ধরিয়ে

বইঘর.কম

দিচ্ছে হাড়ে।

টম সজাগ, রাইফেল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

আকাশে শকুনটার বৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। বিশাল ডানায় ভর দিয়ে ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করে নিচে নেমে আসছে শবভুক প্রাণীটা।

আচমকা শকুনটা সোঁ করে বারজোসের অবস্থান লক্ষ্যে তীরবেগে খাড়া নামতে শুরু করলো।

শকুনটাকে বারজোস দেখতে পেয়েছিল, ওটাকে সোজা তার দিকে নেমে আসতে দেখেই রাইফেল তাক করলো সে।

বারজোসের রাইফেলটা গুড়ুম গুড়ুম করে তিনবার গর্জে উঠলো। কিন্তু শকুনটার গায়ে একটা বুলেটও আঁচড় কাটতে পারলো না। তবে গুলির আওয়াজে শকুনটা গতি পরিবর্তন করে আবার আকাশে উঠে গেল ডানা ঝাপটিয়ে।

আকাশে খানিকক্ষণ অলসভাবে চক্রাকারে ঘুরে আস্তে আস্তে ওটা টমের মাথার ওপর সরে এলো।

টম রাইফেলের নল আকাশের দিকে তাক করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

শকুনটা বুঝি টমের প্রস্তুতি টের পেয়ে গেল। নিচে না নেমে নির্দিষ্ট একটা উচ্চতায় অলসভাবে আকাশের বুকে বিলি কাটতে লাগলো। মাঝে মাঝে পিলে চমকানো স্বরে ডেকে উঠছে কুউঅ··· কুউআ।

টম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, সতর্ক চোখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে।

রাইফেল তাক করে এভাবে বসে থাকতে থাকতে টমের মাথায়

Boighar.com

একটু নতুন বুদ্ধি আসে। নিজের অজান্তে শকুনটার ওপর খুশি হয়ে উঠে ও।

আচমকা শকুনটা সাঁই করে টমের দিকে গোঁত্তা মারলো। টম ট্রিগারে হাত রেখে শকুনটাকে কাছে আসার সুযোগ দিলো।

শকুনের বিশাল ডানার আড়ালে যখন আকাশ ঢাকা পড়ে গেল, তখনই ট্রিগার টিপলো টম।

ট্রিগার টিপে এক মুহূর্ত দেরি করলো না ও, শকুনের গায়ে গুলি লেগেছে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করলো না, উঠে দাঁড়িয়েই নদীর ওপারের কটনউড গাছের ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটলো।

গুড়ুম করে একটা রাইফেলের গুলির বিস্ফোরণের শব্দ কানে এলো বারজোসের। তারপরই শকুনটাকে বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে এলো-মেলোভাবে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার মাথার ওপরের কটন-উডের গাছের ওপর ঝপাৎ করে আছড়ে পড়তে দেখলো সে।

ঠিক সেই সময়ে ঝোপঝাড় ভেঙে দুদ্দাড় করে কারো দৌড়ে আসার শব্দ পেলো দুর্বৃত্ত। চমকে উঠে পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে মাথা তুলতেই টমকে দৌড়ে আসতে দেখলো সে।

কিন্তু ট্রিগার টেপার সময় পেলো না দস্যু। দৌড়ানো অবস্থাতেই বিদ্যুৎ বেগে পিস্তল ড্র করলো টম। পরপর দুটো বুলেটে বারজোসের খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারালো আউট-ল।

টম কাছে এসে পিস্তল খাপে পুরে মৃদু গলায় ডাকলো, 'বার-জোস?'

কোনো জবাব পেলো না ও। বারজোস অনেক আগেই মারা গেছে।

এমন সময় হঠাৎ মাথার ওপর গুলিবিদ্ধ শকুনটা ঝটপট করে ডানা ঝাপটালো। চমকে উঠে টম হাত বাড়ালো পিস্তলের দিকে। পর-

বইঘর.কম

ক্ষণে শকুনটার কথা খেয়াল হওয়ায় হাত সরিয়ে নিলো পিস্তলের বাঁট থেকে।

কটনউডের ডালে আরো দুবার শকুনের অস্থির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ হলো।

তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সব নিথর, নিস্তব্ধ।

আচমকা সব উত্তেজনা, ভয়, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার অবসান হওয়ায় অবসাদে টমের শরীর ভেঙে এলো দুর্বহ ক্লান্তিতে। আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বারজোসের মৃতদেহের পাশে বসে পড়লো টম। নড়লো না, স্থির হয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ বুজে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠলো, নিস্পৃহ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলো চারদিক। বারজোসের ঘোড়াটা ধারে কাছে কোথাও নেই। ধারণা করলো, লংম্যান বারজোসকে এখানে রেখে যাবার সময় মেরে রেখে গেছে ঘোড়াটাকে।

টম হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এলো। পানিতে নেমে হাত মুখ ধুয়ে আবার ফিরে এলো বারজোসের লাশের কাছে। সন্ধ্যের দিকে ম্লান আলোয় চারপাশটা জরিপ করে লংম্যানদের ট্র্যাক খুঁজে বের করলো সে। তিনটা ঘোড়া, তিনজন সওয়ারি নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে দক্ষিণে ছুটে গেছে।

ট্র্যাক পড়ে পড়ে ঘাসবন, ঝোপঝাড় পেরিয়ে টম শুকনো খটখটে একটা বালিয়াড়ির পারে উঠে এলো। ওখান থেকে আউট-লদের ট্রেইল আরো দক্ষিণে চলে গেছে।

জিরিয়ে নেয়ার জন্য একটু থামলো টম। অনেকটা হেঁটে এসে শরীর কাহিল লাগছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুকে।

এমন সময় অদূরের সিডার আর জুনিপার ঝোপের ভেতর একটা

Boighar.com

ঘোড়ার অস্থিরভাবে পা ঠোকার শব্দ হলো। লেজ দিয়ে ঝটপট মাছি তাড়ালো ঘোড়াটা।

টম নিচের দিকে ঝুঁকে ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়েই নিমেষে সব ক্লান্তি আর অবসাদের কথা ভুলে গেল। আনন্দে আত্মহারার মতন বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে দৌড়াতে লাগলো ঝোপের দিকে।

ঝোপের ভিতরে বিশাল তাগড়া একটা গেলডিঙ দাঁড়িয়ে। শরীরের ঘাম শুকিয়ে কালো চামড়া চকচক করছে। অচেনা টমকে দেখেই নাকের পাটা ফুলে উঠলো ওটার, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বিরক্তিসূচক শব্দ করলো ক'বার।

টম মুখ দিয়ে নানারকম আদরের শব্দ করে আস্তে আস্তে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল। হাত রাখলো ওটার পিঠে।

অচেনা হাতের স্পর্শে প্রথমে মোচড় দিয়ে সরে গেল গেলডিঙ। আদর নিতে গড়িমসি ভাব। ক'বার টমকে কামড়ে দেবার চেষ্টা করলো। নাছোড়বান্দা টম অবশ্যি তাতে ক্ষান্ত হলো না। ঘোড়াটা যতই ওর আদর নিতে আপত্তি জানালো ততই বাড়তে লাগলো তার জেদ। খানিক বাদে গেল্ডিংয়ের কাঁধে, কেশরে হাত বুলিয়ে ওটাকে পোষ মানিয়ে ফেললো ও।

গেলডিঙটাকে নিয়ে নদীর কাছে ওর মৃত ঘোড়াটার কাছে ফিরে এলো টম। মৃত ঘোড়ার স্যাডল খুলে গেলডিঙের পিঠে চাপালো। তারপর ঘোড়াটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে আগুন জ্বেলে কফির পানি চড়ালো।

কফির পানি ফুটতে ফুটতে দ্রুত কয়েকটা কাজ সারলো টম। বারজোসের মৃতদেহটা যাতে শিয়াল শকুনে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে না পারে তাই নদীর চরে গর্ত খুঁড়ে কবর দিলো ওকে। একটা ঝোপের

বইঘর.কম

ভিতর থেকে বারজোসের স্যাডল ব্যাগটা খুঁজে বের করলো। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে বারজোসের ভাগের টাকাটা পেয়ে গেল ও। পঞ্চাশ হাজার ডলার।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে টম ঘোড়ায় চাপলো। যাবার সময় বারজোসের রাইফেল আর অ্যামুনিশন ভরে নিলো স্যাডল ব্যাগে।

অনেকদূর এসে অন্ধকারে পিছনে ফিরে তাকালো সে। তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বাফেলো টাউন থেকে, রোমির কাছ থেকে আস্তে আস্তে সে দূরে সরে যাচ্ছে। যত দিন যাবে ওদের সাথে তার দূরত্ব ততই বাড়বে। সামনে তার জন্য ভয়াবহ এক লড়াই পড়ে আছে। আর দিন দুই বাদে তাকে ভয়ঙ্কর তিনজন আউট-লয়ের মুখোমুখি হতে হবে। পিস্তলে যাদের হাত দারুণ ক্ষিপ্র।

নয়

টম যখন চোখ মেললো তখন পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার কেটে ফরসা হয়ে আসছে চারদিক। উঠি উঠি করেও আলসেমি ভরে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো সে। শুয়ে শুয়ে মাথার কাছে হাত নিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো, হাই তুললো। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলো আবার। আস্তে আস্তে ঘুমের হালকা ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

Boighar.com

আবার যখন জাগলো সে তখন তার মাথা কি এক অস্বস্তিতে ভার হয়ে আছে। হঠাৎ ওর কেমন ভয় ভয় করলো। মাথা তুলে চারপাশে তাকালো সে। আশেপাশে কেউ নেই। ঘোড়াটা হাত তিনেক তফাতে দাঁড়িয়ে, মাঝে মধ্যে পা ঠুকছে মাটিতে, লেজ নেড়ে ঝপাৎ করে মাছি তাড়ানোর শব্দ হচ্ছে কখনও। আশেপাশে ঝোপঝাড়ে পাখি ডাকে কি ডাকে না। চারদিক এত নিঝুম, নিজের শ্বাস বা হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায় টম।

গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসলো সে। বুক ঠেলে উঠছে চাপা অস্বস্তি আর ভয়। উৎকর্ণ হয়ে টম চুপচাপ শব্দ শোনে কিছুক্ষণ। সন্দেহ জাগান কোনো কিছু শোনা যাচ্ছে না।

এমন সময়ে ঘোড়াটা মাটিতে অস্থিরভাবে পা ঠুকলো কয়েকবার। চমকে উঠে টম ঘোড়াটার দিকে তাকালো। কান খাড়া করে সামনের দিকে চেয়ে আছে ওটা। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। ঘোড়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে টম যা দেখলো, ওর বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মাইল খানেক দূরে একটা ইণ্ডিয়ান ওয়ার পার্টি সোজা তার ক্যাম্পের দিকেই ধেয়ে আসছে।

টম তাড়াতাড়ি পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। ইণ্ডিয়ানরা তাকে দেখতে পেয়েছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না ও। অতদূর থেকে ওকে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু ওদের ছুটে আসার গতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা কিছু একটা দেখতে পেয়েই এত দ্রুত ঘোড়া ছোটাচ্ছে।

টম সাত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঘোড়ার পিঠে বাঁধাছাদা করে স্যাডলে চড়ে বসলো। ঘোড়াটা ছোটার জন্য ইতিমধ্যেই ছটফট শুরু করেছে, লাগামে ঢিলে দেয়ার আগে টম সামনে তাকালো একবার।

বইঘর.কম

চকিতে কয়েকটা ইণ্ডিয়ান যোদ্ধার বিচিত্র সাজ পরা মাথা চোখে পড়লো, তারপর জমির ঢালুতে আড়াল হয়ে গেল ওরা।

এখন পালানো ছাড়া অন্য কোনো কথা মনে এলো না টমের, যদিও ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়, হয়তো ওটা ওদের কোনো শিকারী দলও হতে পারে, কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো ইণ্ডিয়ান গ্রাম আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তবু এসব সাতপাঁচ ভেবে সময় নষ্ট না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালো সে। কেননা ওদের সামনে পড়ে গেলে শিকারী দল হোক কিংবা ওয়ার পার্টি হোক এতে বিপদের তেমন ইতরভেদ হবে না। মৃত্যু অবধারিত।

টম স্যাডলের ওপর ঝুঁকে বালিয়াড়ির ঢালে ঘোড়া নামিয়ে আনলো। ইণ্ডিয়ান আর তার মাঝখানে ঢালটাকে উঁচু আলের মতো দেয়াল বানিয়ে প্রথমে পশ্চিমে সরে গিয়ে পরে দক্ষিণ পশ্চিমে ঘোড়া ছোটালো।

ভয়ে ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে। এতক্ষণে ইণ্ডিয়ানরা ওর ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে। আর ওরা যদি সত্যিই ওয়ার পার্টি হয় এবং টমকে দেখেই এদিকে এসে থাকে তাহলে তাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই ট্র্যাক করে পিছু ধাওয়া করবে। কথাটা মনে হতেই গলা শুকিয়ে এলো টমের।

কিছুদূরে এসে একটা দীর্ঘ বালিয়াড়ি খুঁজে পেলো টম। বালিয়াড়ির মুখে এসে ঘোড়ার গতি সামান্য শ্লথ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো সে। ওর ক্যাম্প ছেড়ে ইণ্ডিয়ানরা অনেক দূরে চলে গেছে। ধুলো ঝড় ভেদ করে ওদেরকে আর ভালমত দেখা যাচ্ছে না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটালো ও।

এরপর একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে মাইল খানেক দীর্ঘ বালিয়াড়িটা

Boighar.com

পেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এসে আউট-লদের ট্রেইল খুঁজে বের করলো টম। আরো কিছুদূর এগিয়ে ঘোড়াটাকে দম নেবার জন্য বিশ্রাম দিলো সামান্য, তারপর আবার স্যাডলে চাপলো।

গেলডিঙটা বেশ ভালো ঘোড়া। বেগবান। অফুরন্ত দম। ছোটার জন্য টমকে বারবার স্পার চালাতে হচ্ছে না। আরো লক্ষ্য করে ও, ঘোড়াটার শ্রবণশক্তিও বেশ তীক্ষ্ণ, আগেভাগে বিপদ টের পাবার একটা সহজাত গুণ আছে, যা আগেরটার মধ্যে ছিল না।

দুপুরের দিকে বিশ্রামের জন্য থামলো টম। ঘোড়ার সাজ খুলে, শুকনো ঘাস দিয়ে ঘামে ভেজা শরীর দলাই-মলাই করে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিলো ওটাকে। তারপর একটা পাথর চাঁইয়ের আড়ালে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বাললো।

সকালে খাওয়া হয়নি, তড়িঘড়ি কোনোরকমে শুকনো মাংসের ঝোল রান্না করে খেয়ে পেটের আগুন নেভালো টম। এবং সেই সঙ্গে রোমির দেয়া খাবারও ফুরিয়ে গেল, কাল থেকে ওকে খাবারের কথাও ভাবতে হবে।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকটা শুয়ে বসে বিশ্রাম করে আবার ঘোড়ায় চাপলো সে। এবার যাতে অন্য কোনো ইণ্ডিয়ান ওয়ার পার্টির সামনে পড়ে যেতে না হয় সেজন্য সরাসরি আউট-লদের ট্রেইল ধরে না ছুটে, কিছুটা দূরে সরে গিয়ে, উঁচুভূমি, কখনও গভীর খাদ, কখনও গাছগাছালির আড়ালে আবডালে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলতে লাগলো। তবে পথ যাতে ভুল না হয় সেদিকেও সতর্ক নজর রাখলো। ঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা মাঝে মধ্যে তা দেখার জন্য মূল ট্রেইলে ফিরে এসে আউট-লদের ট্র্যাক খুঁজে বের করছে।

পথে এখানে সেখানে ইণ্ডিয়ান গ্রামের ছোট ছোট ঝুপড়ির মতো

বইঘর.কম

কুঁড়েঘর চোখে পড়ছে ওর। ভয়ে ভয়ে এরকম দুটো জীর্ণ গ্রাম অনেকদূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে সন্ধ্যের মুখে একটা নদীর কিনারে পৌঁছে ক্যাম্প করলো সে।

নদীর এক জায়গায় সামান্য পানি জমে আছে। বাকিটা একেবারে শুকনো খটখটে। নদীর চরে কিছু কচি ঘাস গজিয়েছে। টম ঘোড়াটাকে সেখানে বেঁধে দিয়ে একটা সিডার ঝোপের ছায়ায় কম্বল পেতে শুয়ে পড়লো। সারাদিনের পথশ্রমে আর বিপদের আশঙ্কায় শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন; চোখের পাতা বন্ধ করার সাথে সাথে ঘুমের গভীর ঢেউ যেন চেতনার ওপর আছড়ে পড়ে ওকে একেবারে স্থির, শান্ত করে দিলো।

পিছনে নীলবর্ণ পাহাড়, কিছু গেরুয়া রঙের টিলা-টক্কর। একটা বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি, সেখানে লংহর্ন গরুর পাল চরছে। ···সরু একটা মেঠো পথ এঁকেবেঁকে ছোট্ট একটা খামার বাড়ির দরজায় এসে শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে ঝলমল করছে বিকেলের নরম সোনা রোদ। আজ বাড়িটার জানালা, দরজা সবই বন্ধ। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে সেই সরু মেঠো পথ ধরে টম খামারবাড়ির বন্ধ দরজার সামনে এসে হতাশায় ককিয়ে উঠলো। ক্লান্ত হাতে দরজায় ঘা মেরে ব্যাকুল গলায় বললো, 'আমি এসেছি, রোমি, কপাট খোলো।'

একটা ভীতিকর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। ভিতর থেকে ধবধবে সাদা পোশাকে ফেরেল গুচ বেরিয়ে এলো। তার বুকের মাঝখানে দুটো বুলেটের গভীর গর্ত, সেখান থেকে গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সাদা কাপড়ের সামনের অংশ রক্তে লাল।

তারপর একে একে বেরিয়ে এলো বুন আউটফিটের কাউহ্যাণ্ড,

Boighar.com

পেলটন—ওরা ধরাধরি করে আপাদমস্তক সাদা কাফনে ঢাকা একটা শবদেহ বহন করে আনলো ঘর থেকে।

টম হতাশায় ভেঙে পড়ে বললো, 'তোমরা এখানে কি করছো?'

কেমন ফ্যাসফ্যাসে খোনা সুরে জবাব দিলো গুচ। 'আমরা যে সবাই এখানেই থাকি।'

'তাহলে রোমি! রোমি কোথায়?'

গুচ তর্জনী তুলে শবদেহটা দেখিয়ে দিলো। 'ওই তো রোমি, চিনতে পারছো না?'

টম বিড়বিড় করে প্রতিবাদ করলো, 'নাহ! ও রোমি নয়!'

'ও-ই রোমি, ওকে আমরা মেরে প্রতিশোধ নিয়েছি···'

'কিসের প্রতিশোধ? ও তোমাদের কি ক্ষতি করেছে?'

'ও আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি, তুমি করেছো। আমাদের মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। পেলটন তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই মরেছে, আমি তোমার মনের ইচ্ছাতেই লংম্যানের কথা অমান্য করে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম—'

টম প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললো, 'না! না, তোমাদের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই·· আমি দায়ী নই···'

ঘুমের ঘোরে একাকী বিড়বিড় করতে করতে আচমকা উঠে বসলো টম। চোখ মেলে হাঁপাতে হাঁপাতে চারপাশে চেয়ে দেখলো। এই জায়গাটা কোথায়? সে এই নদীর ধারে সিডার ঝোপে বসে আছে কেন? তার সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজবে, গলায় তৃষ্ণা। আস্তে আস্তে সবকিছু মনে পড়ে গেল ওর। সে একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নে ফেরেল গুচ পেলটন, বুনের কাউহ্যাণ্ড ওদের মৃত্যুর জন্য টমকে দায়ী করছিল বারবার।

বইঘর.কম

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে গায়ের ওপর থেকে কম্বটা সরিয়ে উঠে পড়লো টম। ঘামে ভেজা হাত-মুখ ধোয়ার জন্য পানির দিকে এগোল।

হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে সিডারের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলো সে। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো। সিগারেটে দু-তিনটা টান দিয়েই প্রায় পুরো সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো পানিতে। মুখটা বিস্বাদ হয়ে আছে। সিগারেটে টান দিয়ে মুখের সেই তেতো বিস্বাদ ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে। থুঃথু করে বার কয়েক থুতু ফেলে বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লো ও। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এলো না আর, স্বপ্নটা ভেঙে যাবার পর ঘুমটা চটকে গেছে।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নানান কথা ভাবলো টম। এতদিনে গার্ডনার পসি নিয়ে আউট-ল ট্রেইল ধরেছে নিশ্চয়ই। বুড়োর সাথে বেশ ক'বছর কাজ করেছে টম। বুড়োর ধাত জানা আছে তার। ভাঙবে তবু মচকাবে না। দরকার হলে পশ্চিমের সেরা বাউন্টি হান্টারদের নিয়োগ করে এক এক করে আউট-লদের খুঁজে বার করবে সে। তার হাত থেকে আউট-লরা কেউ নিস্তার পাবে না।

কম্পিত বুকে, সামান্য দুশ্চিন্তা নিয়ে টম পাশ ফেরে। গার্ডনার যখন বাফেলো টাউনে এসে তাকে পাবে না সন্দেহটা তার উপরে গিয়েও কি পড়বে না! টমের অনুপস্থিতিতে গার্ডনার স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেবে আউট-লদের সাথে তার যোগসাজশ আছে। তার পরিকল্পনাতেই কাজটা হয়েছে।

টম একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। এখানকার আকাশ অনেক পরিষ্কার, মেঘ নেই। অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলছে।

Boighar.com

আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে থাকে ও। গার্ডনার বুড়ো হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং করিৎকর্মা লোক। আউট-লরা যাতে পশ্চিম ছেড়ে মেক্সিকো কিংবা অন্য কোনো দূর-রাজ্যে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য সব রকম ব্যবস্থাই করবে সে। এতদিনে হয়তো টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় পশ্চিমের হাজার মাইলের মধ্যে সবগুলো শহরে স্টেজ হোল্ড আপের খবর পৌঁছে গেছে। রাউলি, লংম্যান, হারডিনের ছাপানো ছবিও হয়তো ল-অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এরপর শহরে শহরে শেরিফের অফিসের সামনে ওদের পোস্টার সাঁটানো হবে, পুরস্কার ঘোষিত হবে। অর্থের লোভে ছুটে আসবে বাউন্টি হান্টার আর পিঙ্কারটন ডিটেকটিভরা।

তার পোস্টারও কি ছাপানো হবে না? নিজেকে প্রশ্ন করে টম। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠে ওর। বুক খামচে ধরে ভয়।

চোখ বুজে ভিতরকার ধড়ফড়ানি কাটানোর জন্য টম সুন্দর ও ভালো কিছু ভাবার চেষ্টা করে। আর তখনি চোখের সামনে ঝলসে উঠে একটা নীলবর্ণ পাহাড়, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আর চৌখুপি জানালায় রোমির মুখ।

রোমির কথা ভাবতেই ওর বুকে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো টমের বুক ভেঙে। তার সামনে অনেক লম্বা পথ পড়ে রয়েছে। সেই পথ পরিক্রমা শেষ না করে তার ফেরা হবে না। তবু মন মানে না। চলে যেতে ইচ্ছে করে। এক্ষুণি সবকিছু ছেড়েছুড়ে রোমির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

আর তখনি বুকের ভিতরে প্রতিশোধপরায়ণ পথটা গর্জে উঠে সাবধান করে দেয় তাকে। দপ করে জ্বলে ওঠে ওর সতর্ক দুই চোখ।

বইঘর.কম

দৃঢ় প্রত্যয়ে শরীরের সমস্ত পেশি টানটান হয়ে যায়।

খানিকবাদে নিশ্চিন্তে শিথিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘোড়ায় চাপলো টম। নদী পেরিয়ে আউট-লদের ট্রেইল ধরে মাইল দেড়েক আসার পর ঘোড়ার লাগাম টানলো। ট্রেইলের এক জায়গায় আউট-লদের ট্র্যাকের পাশাপাশি কিছু নতুন ট্র্যাক চোখে পড়লো ওর। চার-কি পাঁচটা নালবিহীন টাট্টু ঘোড়া আউট-লদের ট্রেইল ধরে কিছুদূর এগিয়ে পরে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে।

ঘোড়া থেকে নেমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে দেখলো সে। প্রায় দেড়দিনের পুরানো ট্র্যাক। খুরের দাগগুলোর ধার ক্ষয়ে গেছে। টম ধারণা করলো ওটা ইণ্ডিয়ানদের কোনো শিকারী দল ছিল। আউট-লদের ট্র্যাক দেখা সত্ত্বেও ওরা অনুসরণ করেনি। পশ্চিমে চলে গেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো সে। তবে সাবধানীর মার নেই, একথা ভেবেই উঁচুভূমি, বালিয়াড়ি আর গাছ-গাছালির আড়াল দিয়ে এগোল।

দুপুরের আগে আগে আবার মূল ট্রেইলে ফিরে এসে টম আউট-লদের ট্র্যাক খুঁজে বের করলো। এখনো ওরা দক্ষিণে ছুটছে। এবার টম ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে আনলো। সেই সকাল থেকে এক-টানা ছুটিয়েছে ঘোড়াটাকে। অন্যান্য দিনের মতো এখন ওকে বিশ্রাম দেবার কথা, কিন্তু টমের ইচ্ছা যতটুকু পারা যায় আউট-লদের সাথে নিজের দূরত্ব কমিয়ে আনা। এর ফলে আউট-লদের অনুসরণ করতে অনেক সুবিধে হবে তার। পশ্চিমের আবহাওয়া নিয়ে ভয় আছে টমের। যখন তখন আকাশে মেঘ করে অঝোর ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে

Boighar.com

যেতে পারে। আর একবার যদি বৃষ্টি হয়, ট্রেইল থেকে আউট-লদের সব ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিকেলের দিকে একটা নিচু জমির ঢালে আউট-লদের একটা ক্যাম্প খুঁজে পেলো সে। ট্র্যাক পরীক্ষা করে বুঝলো, আগের দিন দুপুরে এখানে ক্যাম্প করেছিল ওরা। ছোট্ট একটা গর্তে আগুন জ্বেলে জাকির সুরুয়া রেঁধেছিল। একটা মাটির ডেলাতে সামান্য হলুদ সুরুয়া লেগে শুকিয়ে চাপড়া ধরেছে।

সূর্য ডোবার মুখে মুখে টম অনন্ত ঘাসের সমুদ্র ছেড়ে টিলার মতন একটা উঁচু জমিতে ঘোড়া সমেত উঠে এলো। স্যাডলে বসেই চারপাশে তাকালো ও। যতদুর চোখ যায়, সামনে-পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে শুধু অফুরান ঘাসের সমুদ্র। মাঝখানে দ্বীপের মতন এই ছোট্ট পাথুরে টিলা।

টম ঘোড়াটাকে নিচের ঘাস বনে বেঁধে দিয়ে রাইফেল হাতে ওপরে উঠে এলো। তারপর কোলের ওপর রাইফেলটা রেখে একটা পাথ-রের ওপরে চুপচাপ ঠায় বসে অনেকটা সময় পার করে দিলো। এর মধ্যে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত, কোথাও একটা জনমানব চোখে পড়লো না ওর। এমনকি না কোনো ধোঁয়ার রেখা, না ধুলোর মেঘ, চারদিক একেবারে ফাঁকা, নিষ্প্রাণ।

দেখতে দেখতে দিনের আলো মুছে ঝুপ্ করে যেন সন্ধ্যা নেমে [illegible]া। রাইফেল হাতে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলো টম। গতরাতেই [illegible]র দেয়া খাবার ফুরিয়ে গেছে। আজ সারাদিন পেটে শুধু কফি পড়েছে। এখন শিকারের ঝুঁকি না নিলেই নয়। পেটে নাড়িভুঁড়ি পাক দিতে শুরু করেছে।

টিলা থেকে নেমে কিছুদুর এগিয়ে এসে সন্ধ্যার অস্পষ্ট ফিকে

বইঘর.কম

আলোয় দশ-বারটার মোষের একটা পাল দেখতে পেলো সে। মাথা নুয়ে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সামনে এগুচ্ছে। ধীরে সুস্থে রাইফেল কক করে পিছনের একটা কমবয়সী বাছুরের নিশানা তাক করলো টম।

ট্রিগার টিপতেই গুলির প্রচণ্ড শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে গেল ওর। চারদিকের নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি সেই বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠলো যেন।

এক গুলিতেই বাছুরটা পড়ে গেল মাটিতে। বাকি মোষগুলো খুরের আঘাতে মাটিতে বাজ পড়ার শব্দ তুলে বিদ্যুৎ বেগে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

টম অন্ধকারে বাছুরটার ছাল ছাড়ালো। আগামী বেশ কটা দিন আর তাকে খাবারের চিন্তা করতে হবে না। প্রায় আন্দাজের ওপরে নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র বের করে খানিকটা পিঠ আর বুকের মাংস একটা দড়িতে গেঁথে ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে দিলো টম। এগুলোই রোদে শুকিয়ে জার্কিতে পরিণত হবে।

তারপর ঘোড়ায় চাপলো সে।

রাতের অন্ধকারে পাঁচ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করে ট্রেইলের ধারে ক্যাম্প করলো টম। মাটি খুঁড়ে শুকনো ঘাস কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বাললো। ঘোড়াটাকে ঘাস খাবার জন্য পাশের একটা ঘেসোজমিতে ছেড়ে দিলো।

আগুনে মাংস ঝলসে খেয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো সে। ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর ট্রেইলের ধারে একটা গাছতলায় কম্বল পেতে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে উঠে আবার আগুন ধরানোর ঝুঁকি নিলো টম। ঘুম ভেঙেই শরীরটাকে কেমন [illegible] আর অবসাদগ্রস্ত মনে হলো ওর।

Boighar.com

উপরন্তু ভীষণ ক্ষুধা অনুভব করলো। তাই ইণ্ডিয়ান হামলার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আগুন ধরিয়ে মাংসের সুরুয়া চড়িয়ে দিলো।

নাস্তার পাট চুকিয়ে যখন ঘোড়ায় চাপলো সে তখন অনেক বেলা। চারদিকে উজ্জ্বল রোদ। ঘাসের ডগা প্রতিফলক হয়ে মাঝে মাঝে রূপালি ঝিলিক তুলে বেলা নয়টা-দশটার রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট পাখির দল, ঘাসফড়িং উড়াউড়ি করছে ঘাসের ডগায়। কিন্তু যতদূর চোখ যায় আগের মতোই জনমানবহীন, ফাঁকা।

দুপুরের খানিক আগে একটা ক্রীকের ধারে ঘোড়ার লাগাম টেনে থমকে দাঁড়ালো টম। ট্রেইলের ধারে একটা ঘোড়া মরে পড়ে আছে। মুখের কাছে ভনভন করছে মাছি, আকাশে দুটো শকুন চক্কর মারছে।

ট্রেইলে দুই রকমের ঘোড়ার খুরের ছাপ। টম ঘোড়া থেকে নেমে ওই ট্র্যাকগুলো পরীক্ষা করে দেখলো। নালবিহীন খুরের ছাপগুলো ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়ার। দলে ওরা আটজন ছিল। মৃত ঘোড়াটাও ওদের কারো একজনের।

এখানে কি ঘটেছে বুঝতে কষ্ট হলো না টমের। আউট-লরা সমভূমিতে বসবাসকারী একদল ইণ্ডিয়ানের খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু আউট-লদের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর ধনুক আর গাদা বন্দুক দিয়ে তেমন সুবিধে করতে পারেনি ইণ্ডিয়ানরা। ফলে মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে।

এক জায়গায় মাটিতে ঘাসে শুকনো রক্তের দাগ চোখে পড়লো টমের। ধারণা করলো, দু'পক্ষের কেউ একজন আহত কিংবা নিহত হয়েছে।

সকাল বেলা আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখেছিল ও। আস্তে আস্তে সেটা বড় হতে হতে মিশ কালো শরীর বানিয়ে ফেলেছে।

বইঘর.কম

বাতাসে ভ্যাপসা গরম ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ সেই বাতাসেও ভেজাল ঢুকে গেছে এখন। গা শিরশির করা ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে, কোত্থেকে ঝেপে আসছে জলগন্ধী হাওয়া। রোদের তীব্রতাও কমে এসেছে। এই দুপুরেই ফ্যাকাশে অনুজ্জ্বল ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অফুরান ফাঁকা ঘাসের সমুদ্র।

টম আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলো। আকাশ দুমদুম করছে মেঘে। দমকে দমকে বাতাসের বেগ বাড়ছে। তাতে বৃষ্টির জলো গন্ধ।

হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে হৃৎযন্ত্র নড়ে উঠলো, মেঘ-গর্জনের সাথে পাল্লা দিয়ে গুড়গুড় করতে লাগলো বুকের ভিতরটা। বৃষ্টি এলে ট্রেইলে আউট-লদের ট্র্যাক মুছে যাবে। এমনিতেই ওদের চেয়ে দেড় দিন পিছিয়ে আছে সে। তারপর যদি বৃষ্টি হয়, আউট-লদের আর খোঁজ পাবে না। অক্ষম এক রাগে দুঃখে হতাশায় টমের বুকটা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইলো।

লংম্যান চতুর লোক, অনুসরণের সম্ভাবনা সে উড়িয়ে দেয়নি। এ সুযোগ সে ঠিকই কাজে লাগাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে সরে যাবে ওরা, এবং অনুসরণকারীদের ধাঁধায় ফেলার জন্য একেকজন একেক দিকে দাঁড়িয়ে পড়বে।

টম একবুক হতাশায়, ক্ষোভে জ্বলতে জ্বলতে আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলো, বৃষ্টি এলো বলে। দামাল বাতাসে কালো মেঘ ভেসে এসে সূর্যকে আড়াল করে দিয়েছে। শুকনো ঘাস, খড়কুটো, ধুলো ময়লা দমকা বাতাসে পাক খেয়ে উড়ছে চারধারে।

প্রথমে পুব দিক থেকে বৃষ্টিটা শুরু হলো। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল চারধার। তারপর ক্যাভালরি সৈন্যদের মতো প্যারেড করে

Boighar.com

এগিয়ে আসতে লাগলো সামনের দিকে। বড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে টমকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে বৃষ্টির ধোঁয়াটে অন্ধকারে ঢাকা পড়লো দিকবিদিক।

একঘণ্টা অবিশ্রান্ত ঝরে ঝরে একসময় থামলো বৃষ্টি। দেখতে দেখতে মেঘভাঙা রোদ উঠলো আকাশে।

বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় গায়েই শুকালো। টম কোথাও থামলো না। কর্দমাক্ত ট্রেইলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালো। চোখের সামনে দিয়ে ধূসর ঘাসের বন, এন্টিলোপের দল, পাথুরে নালা কত দৃশ্য এলো গেল; কিন্তু টম কিছুই লক্ষ্য করলো না।

এভাবে ঘোরের মধ্যে কতটা পথ পেরিয়ে এসেছে টম জানে না, তারপর একসময় একটা নিচু ঢাল বেয়ে নেমে এসে ছোট্ট ঘাসে ছাওয়া একটা কুটির দেখতে পেয়েই যেন বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে সে মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলো। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো তার শরীরের সমস্ত পেশি, ইন্দ্রিয়।

রাশ টেনে ঘোড়ার গতি কিছুটা কমিয়ে এনে সাবধানে এগোল টম। বুকের ভিতরে তীব্র উত্তেজনায় মৃদু মৃদু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কারণ, খাবার ফুরিয়ে গেলে আউট-লদের এখানেই থামার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি···

ঢাল বেয়ে নামতে নামতেই টম দেখতে পেলো, কুটিরের পিছনে তিরতিরে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। এপারের খোলা জায়গায় নানা রকম গাছপালার জড়াজড়ি। তার পাশেই ছোট্ট কোরাল। দুটো ঘোড়া সেখানে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। উঠোনের এককোণে একটা লাঙল বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা। রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। চারদিক বড্ড নিস্তব্ধ।

বইঘর.কম

কেবিন থেকে দু'শ গজ দূরে আছে ও এই সময়ে আচমকা একটা রাইফেল গর্জে উঠলো। বাতাসে ঝলসে উঠলো বারুদের স্ফুলিঙ্গ। প্রেইরির নিস্তব্ধ প্রকৃতি বিকট বিস্ফোরণের শব্দে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

ঠিক তখনি টমকে পিঠে নিয়ে ঘোড়াটা ঝপ করে একটা গভীর ঘাস বনে ঢুকে পড়লো। গুলিটা ঘোড়ার গায়ে লেগেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না টম। তবে ওর বুকের মধ্যে রক্ত ছলকে উঠলো।

দশ

খাবারের অভাব দেখা দিলে আউট-লরা এখানে আশ্রয় নেবে, নির্জন বুনো পরিবেশে কেবিনটাকে দেখে টমের মনে এরকম একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল। কেননা, পথে আউট-লদের যে কয়টা ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছিল সে তার কোনটাতেই শিকারের মাংস রান্নার আলামত তার চোখে পড়েনি। এছাড়া স্টেজ ডাকাতির পর কোনো ক্যাম্পেই ওরা এক-দেড় ঘণ্টার বেশি থাকেনি। কোনরকমে ক্যাম্প করে আগুন জ্বেলে কফির পানি ফুটিয়ে, আর শুকনো খাবার খেয়েই ঘোড়ায় চেপেছে। ফলে বাফেলো টাউন থেকে এই ইণ্ডিয়ান এলাকা পর্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ওরা, এবং ঘোড়াগুলো স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর এতটা পথ পাড়ি দেয়ায় নিশ্চয় পসির ভয়ও কেটে

Boighar.com

গেছে ওদের, ফলে খাবার জোগাড় ও ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেবার জন্য ওরা এখানে থেমেছে এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক।

প্রচণ্ড দাবদাহের পর হালকা বৃষ্টিতে ধরিত্রীর বুক কিছুটা শীতল হয়েছে। ভেজা মাটি কেমন একটা সোঁদা গন্ধ ছাড়ছে। বাতাসে ভাসছে মিহি জলকণা।

এ বেলায় রোদের তেমন তেজ নেই। জলো হাওয়ার ঝাপটায় সামান্য শীত শীত করছে। টম একটা খাদের মতো নিচু জমিতে অপেক্ষা করছে জড়সড় হয়ে বসে। খানিক আগের গোলাগুলির ঘটনায় ঘোড়াটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওটা এখন হাত দশেক তফাতে পরম তৃপ্তিতে কচি ঘাসের ডগা চিবুচ্ছে।

আউট-লদের প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল ঠিকই, গুলি ছুটে আসার এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ ভাগ আগে ঘোড়াটা ঢালু জমিতে নেমে গিয়েছিল টমকে নিয়ে, কিন্তু তারপরেই অঘটনটা ঘটে: প্রথম গুলির ধাক্কা জানোয়ারটা সামলানোর আগেই প্রচণ্ড শব্দে আরো দুটো বুলেট ছুটে আসে। ঘোড়াটা হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে শূন্যে পা তুলে দিয়ে বিকট চিৎকার করে ওঠে। ফলে টম সাবধান হবার কোন সুযোগই পায়নি, স্যাডল থেকে ছিটকে পড়েছে চার-পাঁচ হাত তফাতে।

ওদিককার কোরাল থেকে সহসা একটা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি কানে এলো টমের। ওর গেলডিঙটা ঘাস খাওয়া থামিয়ে কান খাড়া করে অপেক্ষা করলো একটুক্ষণ। ওপ্রান্তে আবার ডেকে উঠলো ঘোড়াটা।

এবার টমের গেলডিঙটা কর্কশ হ্রেষারবে পাল্টা জবাব দিলো।

কেবিনের দিক থেকে চিঁহি করে আরেকবার একটা কোমল ডাক শুনতে পেলো টম। তারপর মাথা তুলতেই দেখতে পেল ওর গেল-

বইঘর.কম

ডিঙটা ঢাল বেয়ে কেবিনের দিকে নেমে যাচ্ছে। গুলির শব্দ শোনার জন্য দম বন্ধ করে বসে রইলো টম। আউট-লরা এরকম সহজ সুযোগ হাতছাড়া করবে না। ঘোড়াটাকে এখন গুলি করে মেরে ফেললেই টম এই প্রেইরিতে আটকা পড়ে যাবে। তখন পায়ে হাঁটা ছাড়া আর উপায় থাকবে না তার।

রুদ্ধশ্বাসে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। কিন্তু গুলির শব্দ হলো না। আস্তে আস্তে গেলডিঙের খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

টম বসে রইলো চুপচাপ। কেবিনটা দেখে আউট-লদের নাগাল পাবার আশায় বুকের ভিতরে যে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল তা এখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে বুক খামচে ধরছে ভয়। ঘোড়াটাকে ওরা মারেনি। এত বড় একটা সুযোগ লংম্যান হাতছাড়া করলো! ওকে পায়ে হাঁটানোর সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলো। প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ঘুরপাক খেলো ওর মাথায়।

ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ওকে স্যাডল থেকে ফেলে দিয়েছে, সেই ঘটনাটা ওরা দেখেছে ঠিকই, কিন্তু ওদের পক্ষে নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয় টম বেঁচে আছে কি না কারণ গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে টম স্যাডল থেকে ছিটকে পড়েছে, ফলে সেক্ষেত্রে ও গুলি খেয়েছে এটাই ওদের পক্ষে ধরে নেয়া স্বাভাবিক। সুতরাং আউট-লরা যদি ধরে নিয়ে থাকে, গুলি খেয়ে টম আহত কিংবা নিহত হয়েছে তাহলে সন্ধ্যের আগেই ওরা একবার অনুসন্ধান করতে আসবে।

টম পিস্তল হাতে বসে রইলো ঠায়। বহতা নদীর মতো সময় গড়িয়ে গেল, পশ্চিম আকাশে কমলা রঙ ধরলো। কিন্তু টমের খোঁজে কেউ এলো না।

তবু টম আগের মতোই অনড় বসে থাকলো। ঘোড়াটাকে ওরা

Boighar.com

মারেনি, চিন্তাটা ওর মাথায় নিরন্তর ঘুরপাক খাচ্ছে।

ওরা একটা এসপার-ওসপার চায়? ওরা জানে টম বেঁচে আছে, বেঁচে থাকলে সে প্রতিশোধ নিতে লংম্যান আর তার দলের মুখোমুখি হবেই, সেজন্য তৈরি হয়ে বসে নেই তো লংম্যান!

কণ্ঠনালী বেয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল টমের। কল্পনায় সে লংম্যানের কোমরের পিস্তলখানা দেখতে পেলো। সাদা হাতির দাঁতের বাঁটে অনেকগুলো দাগ কাটা। ওই দাগগুলো বহন করছে অনেকগুলো নরহত্যার ইতিহাস। টম কি প্রতিশোধ নামক এই চরম আত্মঘাতি খেলায় মেতে লংম্যানের নরহত্যার তালিকায় আরেকটা নতুন নাম যোগ করতে যাচ্ছে!

টমের ভিতর থেকে এমন সময়ে মেঘগর্জনের মতো কে যেন বললো, 'তুমি দুর্বল হয়ে পড়ছো, টম, মনে সাহস রাখো।'

এই একটা কথাই টনিকের মতো কাজ করলো। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল ওর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর দুর্বলতা। বুকের ছাইচাপা আগুনটা আবার জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে।

সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশ জুড়ে ডিমের কুসুমের মতো খানিকটা আবির ছড়িয়ে আছে এখনো। ঝোপঝাড়ে আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে কালচে অন্ধকার

টম আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষমেষ ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। ডান হাতে রাইফেল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো ও। হাঁটু সমান উঁচু ঘাসবনের ভিতর দিয়ে কিছুদূর বুকে হেঁটে পঞ্চাশ গজের মতো দূরত্ব পেরিয়ে এসে থামলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলে কেবিনের দিকে তাকালো।

কেবিনটা আগের মতোই নিস্তব্ধ। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই।

বইঘর.কম

কেবল চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার রেখাটাই জানান দিচ্ছে ভিতরের প্রাণের অস্তিত্ব। আর খুব নজর করে দেখলে চৌখুপি জানালার মোটা পর্দা ভেদ করে ভিতরে অস্পষ্ট একটা আলোর আভাস চোখে পড়ে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে কেবিনের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। টম পেশি টান টান করে পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল রেখে তৈরি হয়ে বসলো।

এক দুই করে অনেকগুলো মিনিট পার হয়ে গেল। কিন্তু দরজা দিয়ে কেউ বেরিয়ে এলো না। একটু নিরাশ হলো টম, হোলস্টারে পুরে রাখলো পিস্তলটা।

নতুন অবস্থান থেকে টম কেবিনের পশ্চিম দিকটা দেখতে পাচ্ছে কেবল। একটা বিরাট খড়ের গাদা, একটা ক্যানভাসে ঢাকা ওয়্যাগন, আর কোরালের একাংশ। আগের অবস্থান থেকে এই জিনিসগুলো ওর চোখে পড়েনি। খড়ের গাদার পিছনে আউট-লরা তাদের ঘোড়াগুলো লুকিয়ে রেখেছে ধারণা করলো ও।

টমের ঘোড়াটা কোরালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতর থেকে মাদি ঘোড়াটা বেড়ার ওপর দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে।

আবার এগুতে শুরু করলো টম। এবার হামাগুড়ি দিয়ে সোজা কেবিন বরাবর এগোল।

কিছুদূর এগিয়ে থেমে মাথা তুললো সে। তখনি দরজা দিয়ে একটা রাইফেলের নল উঁকি দিলো টম মাথা নিচু করার সাথে সাথে গর্জে উঠলো রাইফেলটা। ওর মাথার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস কেটে বেরিয়ে গেল এক ঝাঁক বুলেট।

টম চুপচাপ মাটির সাথে মিশে পড়ে রইলো। পুরোপুরি অন্ধকার না হলে কেবিনের কাছে পৌঁছানো যাবে না। এবার নিয়ে তিনবার

Boiglar.com

গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেল সে।

ওভাবে ঘাসের ফাঁকে মিশে পড়ে থেকে আচমকা নেস্টর পরিবারের কথা খেয়াল হলো টমের। আশ্চর্য! আউট-লরা যে একটা নেস্টর পরিবারকে কেবিনের ভিতরে আটকে রেখেছে সে কথা একবারও মনে আসেনি তার।

দেখতে দেখতে চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল। টম উঠে দাঁড়ালো ঘাসবন থেকে। পিস্তল পরখ করলো। একমুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে কেবিনটাকে দেখলো চেয়ে। আগের মতই নীরব, নিস্তব্ধ। এখন জানালার পর্দা ভেদ করে মৃদু আলোর রেশটাও চোখে পড়ছে না। আলোটা বোধহয় নিভিয়ে ফেলেছে।

টম সতর্ক পায়ে খোলা পিস্তল হাতে এগোল। খানিক এগিয়ে থামলো। কান পাতলো। বাতাসের ফিসফিস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পা বাড়ালো সে।

কেবিনের উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো ও। কেবিনের ভিতরে রাইফেল কক করার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে সে। আউট-লরা তবে কি তার আগমন টের পেয়ে গেল! ভয়ের একটা শীতল স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল। খোলা পিস্তল হাতে কেবিনের বেড়ার সাথে মিশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো টম।

কেবিনের ভিতরে আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

টম সন্তর্পণে উঠোনে উঠে এলো। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। দরজাটা যে কোন দিকে ঠাহর করা যাচ্ছে না। পা টিপে টিপে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে হাত বাড়িয়ে কাঠের বেড়ায় দরজাটা খুঁজলো সে। খানিক হাতড়াতেই লোহার কবজায় হাত পড়লো, তারপর দরজার হাতল ঠেকলো।

বইঘর.কম

আধা ভেজানো দরজার হাতলে হাত পড়তেই পাল্লা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল।

চমকে উঠে ভয়ে একেবারে জমে গেল টম।

অন্ধকারে দরজার দিকে চেয়ে দেখলো ও, সেই ভীতিকর শব্দটা তুলে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিলো সে। দরজা বন্ধ হবার আগেই আচমকা লাফ দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো।

গাঢ় অন্ধকারে কেবিনের ভিতরে ঢুকেই টম পাঁজরে রাইফেলের নলের খোঁচা খেলো। তবে ঘাবড়ালো না এতে। বিদ্যুৎ বেগে বাউলি কেটে একপাশে সরে গিয়েই একটানে রাইফেলটা অচেনা শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারলো।

আর সেই সঙ্গে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো চমকে দিয়ে ঘরের ভেতর একটা নারীকণ্ঠ তীক্ষ্ণ স্বরে বিকট চিৎকার করে উঠলো।

পিছনের দরজাটা টম ভিতরে ঢোকার পর পরই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘর জুড়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, দৃষ্টি চলে না। আন্দাজে অন্ধের মতো সামনে পা বাড়ালো টম। চার কি পাঁচ কদম এগিয়েছে সবে তখুনি হঠাৎ মেঝেয় পড়ে থাকা কি একটা ভারি জিনিসের সাথে হোঁচট খেয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। ঝনঝন শব্দে টিনের বাসনপত্র মেঝেতে আছড়ে পড়ার আওয়াজ হলো। তার হাতখানেক তফাতে আঁতকে উঠলো কেউ। তারপর ঘরের এক কোণ থেকে মেয়েটি উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো।

আচমকা কান্নার শব্দে পাথরের মতন জমে গেল টম। পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল। কেমন আশ্চর্য লাগছে সবকিছু টমের, ধাঁধাটা ধরতে পারছে না।

Boighar.com

ঘরের মধ্যে এখন মেয়েটির কান্নার শব্দ ছাপিয়েও আরেকটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। কান খাড়া করে শব্দটা শুনলো টম। ধরতে পারলো না। শব্দটা অনেকটা মানুষের হেঁচকি তোলার আর গরগর করে শ্বাস টানার শব্দের মতো, কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা ভেঙে বদলে গিয়ে টিউবলের পানি তোলার মতো শব্দ করছে।

টম চুপ। কি করবে বুঝতে পারছে না। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাচ্ছে। পা কাঁপছে থরথর করে।

আস্তে করে বাঁহাতে পিস্তলের হ্যামার টানলো ও। তারপর টেবিলের কাছ থেকে সামান্য ডান দিকে সরে এলো।

হঠাৎ পিস্তলের হ্যামার টানার ক্লিক শব্দে মেয়েটির বিলাপ থেমে গেল। ঘরের সেই অদ্ভুত শব্দটাও থামলো, তবে থামার আগে পরিষ্কার মানুষের গলায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, হেঁচকি টানলো।

তারপর আচমকা সব কেমন যেন নিঃশব্দ হয়ে গেল।

টম সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে, অখণ্ড নীরবতায় বিমূঢ় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিজের হৃৎস্পন্দন আর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলো।

ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকারে দুটো অস্পষ্ট মানুষের অবয়ব চোখে পড়ে ওর। একজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, আরেকজন পিছন দিকের বেড়ার জানালার কাছে বসে; একটু আগে ওই দিক থেকে সেই গরগর করে শ্বাস টানার শব্দটা আসছিল।

টম অনুমান করলো ঘরে আরো দুই থেকে তিনজন লোক রয়েছে। একজন সম্ভবত কেবিনের মালিক, বাকি দুজন আউট-লদের কেউ হবে।

পকেট হাতড়ে ম্যাচ বের করলো ও। বাঁহাতে একটা কাঠি ধরিয়ে উঁচু করে ধরলো উপরে। হলুদ, মলিন আলোর আভাটুকু ঘরের

বইঘর.কম

ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারটা সামান্য ফিকে করে দিলো। ঘরের আসবাব, মানুষ ও ... আবছায়া অবয়বগুলো কিছুক্ষণের জন্য মোটামুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠলো সেই আলোয়।

আরেকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ঘরের প্রতিটি জিনিস নজর করে দেখলো টম। দরজার কাছে একজন মধ্যবয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার অসহায় করুণ চোখে-মুখে অবরুদ্ধ কান্না আর অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। জানালার কাছে বিছানার উপর ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে ষোল সতের বছরের এক তরুণী। (দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেছে, ঘর অন্ধকার। টম আবার নতুন একটা কাঠি জ্বাললো) ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা পুরুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। টম অন্ধকারে ওটার সাথেই হোঁচট খেয়েছিল।

দরজার কাছে একটা কড়ি কাঠে ঝুলানো লণ্ঠন খুঁজে আগুন জ্বাললো সে। ঘর আলোকিত হতেই বিছানায় বসা মেয়েটি বিছানার চাদর দিয়ে ত্রস্ত হাতে শরীর ঢেকে এককোণে সরে গেল। তারপর খুব আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে একবার দেখলো টমকে।

টম অস্বস্তির সঙ্গে মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকালো। মহিলার চোখমুখে প্রচণ্ড ভয়।

সহসা মহিলার দৃষ্টি অত্যন্ত শাণিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ হাত খানেক দূরে মেঝেতে পড়ে থাকা রাইফেলটার জন্য ঝাঁপ দিলো সে।

দুজনে প্রায় একই সময়ে রাইফেলের কাছে পৌঁছলো, মহিলা দু'হাতে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরতেই টম পা দিয়ে ওটা চেপে ধরলো মেঝেতে।

তারপর বিস্ময়ের সুরে ও জানতে চাইলো, 'ম্যাম, তুমিই এতক্ষণ আমাকে গুলি করছিলে?'

Boighar.com

মহিলা টমের প্রশ্নের জবাব দিলো না। রাইফেলটা ছেড়ে দিয়ে সে আগের জায়গায় ফিরে গেল।

টমের আরো কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে আর সাহস পেলো না। বেশি চাপাচাপি করলে যদি আবার কেঁদে ফেলে। তাহলে আরেক সমস্যা হবে। মেয়েদের কান্নাকাটি এমনিতেই ওর ভালো লাগে না। মন দুর্বল করে দেয়।

মেঝে থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে মৃতদেহটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো টম।

মৃত লোকটির বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। সম্ভবত মহিলার স্বামী, তরুণী মেয়েটির বাপ। দুজনের চেহারায় সাদৃশ্য আছে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে লোকটির। তার চেহারায় নানা জখমের চিহ্ন, ঠোঁট কাটা, ঘুসির আঘাতে মুখ চোখ থ্যাঁতলানো। বুকে গুলি করে মারা হয়েছে ওকে, শার্টের সামনের অংশ কালচে রক্তে ভেজা। দেহখানা বরফের মতো শীতল।

টম চোখ তুলে মা ও মেয়ের দিকে তাকালো। মেয়েটির একটা চোখ প্রায় বন্ধ, মেলতে পারছে না। চোখের চারপাশে অনেকখানি অংশ নীল হয়ে সুপারির মতো ফুলে উঠেছে। গালে কামড়ের দাগ। ওপরের ঠোঁট রক্ত জমে ফুলে টকটকে লাল হয়ে আছে। মায়ের মুখেও আঘাতের চিহ্ন, চিবুকে কপালে কালশিটে, ঠোঁট ফুলে নীল হয়ে গেছে।

টম মৃতদেহের কাছ থেকে সরে এসে একটা বেঞ্চ টেনে বসলো। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বললো, 'আমি ওদের দলের কেউ নই, ওদেরকে ধরার চেষ্টাই করছি…'

মা মেয়ে কেউই টমের কথার কোনো জবাব করলো না।

বইঘর.কম

টম বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওরা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শত্রু ভাবছে।

টম গলায় যথেষ্ট সহানুভূতি ও সমবেদনা ফুটিয়ে পুনরায় বললো, 'ম্যাম, আমাকে ভয়ের কিছু নেই, আমি সত্যিই ওদের দলের কেউ নই।' থেমে আঙুল দিয়ে মৃতদেহটা দেখালো ও। 'লাশটাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তোমরাও জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও—'

টমের কথায় হঠাৎ মহিলার চোখে ঘনিয়ে উঠলো ভয়, সন্দেহ। তার ঠোঁট সাদাটে দেখালো। শরীরটাও শিউরে উঠলো।

মহিলার উপর থেকে অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে এবার মেয়েটার দিকে তাকালো টম। মেয়েটা বেশ সুশ্রী। এলো চুল, ফ্যাকাশে মুখ-চোখে অত্যাচারের ছাপ থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত স্নিগ্ধ লাবণ্যের একটা দ্যুতি ফুটে রয়েছে এখনো।

'একলা এখানে তোমরা দুজনে থাকতে পারবে না। তোমাদের দেখাশোনা করার জন্য কোনো পুরুষ নেই, কাজেই সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমি তোমাদের বেন্ট ফোর্টে নিয়ে যাবো। ওখান থেকে আমি স্টেজে করে তোমরা নিরাপদে পুবে চলে যেতে পারবে।' টম কোমল স্বরে কথাগুলো বলে জবাবের আশায় মহিলার দিকে তাকালো।

মহিলা স্থির সন্দেহের চোখে টমকে দেখলো একটুক্ষণ। তারপর চোয়াল শক্ত করে বললো, 'না।'

টম স্পষ্টতই এবার মহিলার ওপর বিরক্ত হলো। ফলে ওর কণ্ঠে একটু রূঢ়তা চলে এলো। 'এখানে চারপাশে ইণ্ডিয়ানরা রয়েছে, এরকম জায়গায় তোমরা দুজন মেয়েমানুষ থাকবে কিভাবে?'

মহিলা সামান্য গুম হয়ে থেকে জেদী গলায় বললো, 'আমরা

Boighar.com

এখানেই থাকবো।'

টম বিরক্তিতে, ক্ষোভে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'তোমরা এখনো আমাকে আউট-লদেরই একজন মনে করছো।'

মহিলা কিছু বললো না, অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লো একবার।

'তোমাদের সাথে খাবার আছে না ওরা সব নিয়ে গেছে?'

মাথা নাড়লো মহিলা।

সামান্য বিরতি দিয়ে টম আবার জিজ্ঞেস করলো, 'একটা বেলচা বা কোদাল হবে? আমি কবরটা খুঁড়তে শুরু করে দেই।'

'ঘরের পিছনে ওয়াগনে একটা বেলচা আছে।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো মহিলা।

'ঘরে কাঠ আছে, ম্যাম? না বাইরে থেকে আনতে হবে?'

'তুমি যাও, কাঠ মেরি আনতে পারবে।'

বেরিয়ে আসার সময় টম মেরির দিকে তাকালো, মেয়েটি আগের মতই বোবা দৃষ্টিতে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। শরীর জুড়ে অস্বাভাবিক রকম স্থিরতা। দৃশ্যটা বড়ই করুণ। ওর সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন, যেন একদল হায়েনা খুবলে খেয়েছে। পাঁশুটে বিবর্ণ মুখ অপমান আর লজ্জায় একাকার। এ-পর্যন্ত মেরি একবারও কথা বলেনি।

গতরাতে এখানে কি ঘটেছে টমের অনুমান করতে কষ্ট হয় না। মেরির দিকে তাকিয়ে সবকিছু স্পষ্ট অনুভব করতে পারে সে।

বাইরে নিকষ অন্ধকারে এসে নিজেকে বড় অস্থির আর বেসামাল লাগলো টমের। ঘৃণা, বিদ্বেষ, আর অন্ধ আক্রোশে ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে তার। ভিতরের অশান্ত ঝড়টাকে শান্ত করার জন্য উঠোনের গাছতলায় ঘুটঘুটি অন্ধকারে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে।

খানিকবাদে টম ওয়াগন থেকে বেলচাটা খুঁজে নিয়ে বাড়ির পিছনে

বইঘর.কম

চলে এলো, নদীর তীর থেকে দশ পনের হাত তফাতে একটা টিলা মতন জায়গায় চাঁদের আলোয় কবর খুঁড়তে শুরু করলো। ভিতরের অবদমিত পাগলা ক্রোধটাকে ভুলে থাকার জন্য টমের এরকম একটা পরিশ্রমের কাজের প্রয়োজন ছিল। কারণ, বুকে গুরুভার হয়ে চেপে বসে আছে ক্রোধটা।

টম সর্বশক্তিতে কোদালটা চেপে ধরে মাটিতে চালাতে থাকে। পাথরে কোদালের ফলার ঘায়ে টং করে শব্দ হয়। আগুনের ফুলকি ছোটে। অন্ধ আক্রোশে টম কিছুই গ্রাহ্য করে না। কোদালের তীক্ষ্ণ ফলায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

দুহাত গভীর গর্তটা খুঁড়ে কোদালটা ফেলে দিয়ে সেখানেই ধপ করে বসে পড়লো টম। হাঁপ ধরা বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করে। হাতে পায়ের প্রতিটা গিঁটে খিল ধরা যন্ত্রণা। গভীর শ্বাস ফেলে চোখ বোজে সে। প্রায় অবশ অনুভূতিহীন শরীরে এই ব্যথার টাটানিটা বেশ উপভোগ করে। ভিতরের সব জ্বালা যন্ত্রণা থিতিয়ে এসে বুকটা বড় হালকা ভারমুক্ত লাগে।

কেবিনে ফেরার পথে আবার মেরির কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলো টম। ঝাঁ করে মাথায় রাগটা আবার চড়ে যাচ্ছিলো তখনি। চোখের সামনে একটা ভাঙা ওয়াগনের চাকা দেখতে পেয়ে আক্রোশের চোটে প্রচণ্ড লাথি কষালো সে। পায়ে ব্যথা পেলো ঠিকই, কিন্তু ব্যথাটাই ভিতরের ফুঁসে ওঠা ক্রোধটাকে শান্ত করতে সাহায্য করলো।

আড়ষ্ট পায়ে অপরাধীর মতো ঘরে ঢুকলো সে। চুলোর ওপর ফ্রাইং প্যানে মাংস ভাজার চড়চড় শব্দ হচ্ছে। পাশে হাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। তার চেহারা বরফের মতো শীতল। কঠিন। দাঁত দিয়ে খুব জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্নাটাকে আটকে রেখেছে।

Boighar.com

চোখের দৃষ্টি কেমন এক শূন্যতায় ভরা, যেন কিছুই দেখছে না।

টম এগিয়ে গিয়ে মহিলার কাঁধে হাত রাখলো। যদিও সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা নেই তার, তবু রবারের মতো ঠোঁট টেনে ফাঁক করে বললো, 'ম্যাম, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তোমাদের শক্ত হতে হবে, মেরির কথা ভাবতে হবে···' এরপর বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলো না, শেষে আস্তে করে বললো, 'কবরটা খোঁড়া হয়েছে, ম্যাম।'

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো মহিলা। লাল চোখ তুলে টমের দিকে তাকালো। তারপরই সব প্রতিরোধ ভেঙে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে।

টম বাধা দিলো না। কাঁদুক। কাঁদলে বুকটা হালকা হবে। শোকের ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে হয়তো।

মহিলার কান্না থামার পর টম জানতে পারলো, তার স্বামীর নাম আরনল্ড জেকব। তিন বছর হলো তারা এই প্রেরিতে বাস করছে।

টম ভাঙা গলায় নিজের নাম জানিয়ে ডাকাতদেরকে ওর অনুসরণ করার কারণ ব্যাখ্যা করলো। তারপর মেঝে থেকে কম্বলে জড়ানো লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। লাশটাকে কবরে নামিয়ে রেখে আবার কেবিনে ফিরে এলো সে।

টম মেরির দিকে ফিরে বললো, 'চোখ-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও, কাল সকালে রওনা হলে এখনি সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখতে হবে।'

মেরি চাদর গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে এসে টমের পাশে একটা বেঞ্চে বসলো। তার কান্না থেমেছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে হিক্কা তুলছে।

বইঘর.কম

ওর উদ্দেশে সান্ত্বনার স্বরে টম বললো, 'মেরি, গতরাতের ঘটনাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করো, তোমার সামনে একটা বিরাট জীবন পড়ে আছে, এখান যদি ভেঙে পড়ো তাহলে তো চলবে না—' বলতে বলতে হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল ও। এসব ছেঁদো কথায় কোনো লাভ নেই। মেরির জীবনে যা ঘটে গেছে তা কোনো সামান্য ঘটনা নয়। একজন নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাই খুইয়েছে মেয়েটা। কাজেই ওই ভয়ঙ্কর বীভৎস স্মৃতিটা এত তাড়াতাড়ি ওর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনো মেয়েই তা পারবে না।

টম আর মেরির দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলো মিসেস জেকব। টম হাত ধুয়ে খেতে শুরু করলো। মিসেস জেকবও আরেকটা প্লেটে খাবার নিয়ে সামান্য কিছু জোর করে মুখে তুললো। মেরি প্লেট সামনে নিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইলো। টম কিংবা মিসেস জেকবের শত অনুরোধ উপরোধেও বরফ গললো না। শরীর শক্ত করে বসে রইলো মেরি, এক মুঠো খাবারও মুখে তুললো না।

সাবেকি ঢংয়ের একটা আলমারি ছিল ঘরে। সেটা খুলে মিসেস জেকব একটা পুরানো বাইবেল বের করলো। টম লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে তাকে কবরের কাছে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে মেরিও এসে ঘেঁষে দাঁড়ালো মায়ের গা।

কবরে শায়িত মিঃ জেকবের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ভাঙা বসে যাওয়া গলায় মিসেস জেকব বাইবেল পাঠ আরম্ভ করলো। টম মাথা থেকে টুপি খুলে বুকের কাছে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে।

বাইবেল পড়া শেষ হতেই মিসেস জেকবকে টম বললো, 'তোমরা কেবিনে গিয়ে এখনি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করো, কাল খুব ভোরে আমরা রওনা হবো।'

Boighar.com

এগারো

পোরগেটর শহরের মুখেই বেন্ট ফোর্ট। চার'শ গজ এলাকা জুড়ে কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে আর্মিদের তাঁবু, ওদের চলাফেরা চোখে পড়ে। নেস্টর পরিবারটিকে নিয়ে দুপুরের খানিক আগে টম পৌঁছেছে, আর্মি স্টেজ আসার এখনো ঘণ্টা খানেক বাকি আছে।

বেন্ট ফোর্ট ছাড়াও মাইল দেড়েক পিছনে সেনাবাহিনীর আরো দুটো দুর্গ আছে। সেখান থেকেও আর্মি স্টেজ পুবে যায়। কিন্তু টম ইচ্ছে করেই ওদুটো জায়গায় থামেনি। ওখানে যদি স্টেজ হোল্ড-আপের খবরটা পৌঁছে গিয়ে থাকে, টমকে পেলে সাথে সাথে আর্মিরা আটক করবে। এসব কথা চিন্তা করেই শহর দুটোকে পাশ কাটিয়ে এসেছে টম। এবং তার ধারণা আউট-লরাও শহর দুটোকে এড়িয়ে গেছে।

এই দুপুরে স্টেজ স্টেশনের চৌহদ্দিটুকু হা-হা করছে। ওরা ছাড়া আর দুজন ভবঘুরে ধরনের লোক বসে ঝিমুচ্ছে কেবল।

মিসেস জেকব এরই মধ্যে অনেকখানি সামলে [illegible]ছে শোক। তবে মেরির তেমন পরিবর্তন হয়নি। তার চোখে-মুখে এখনো উদাসীন কাঠিন্য। শরীর জুড়ে সেই অস্বাভাবিক শীতলতা।

টম দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরবে অন্যমনস্ক চোখে শহরটাকে দেখে।

যদিও দেখার তেমন কিছু নেই। স্টেশনের এধারে বাঁধানো রাস্তা। রাস্তা পেরুলে আমি ফোর্ট। ও-পাশে কয়েকটা স্যালুন, দুটো মুদি দোকান। তারপর ফাঁকা জমি, মাঝে মাঝে একটা-দুটো বাড়িঘর।

খানিক বাদে স্টেজটা এসে পৌঁছালো। সামান্য হইচই হলো। তারপর আবার সব নিঝুম।

টম উঠে হাতে হাতে মালপত্রগুলো স্টেজে তুলে দিলো।

স্টেজে উঠে বসে মিসেস জেকবের দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। সাদা ফ্যাকাশে মুখে রবারের মতো ঠোঁট টেনে ফাঁক করে হাসবার চেষ্টা করে সে, বলে, 'তোমার অনেক কষ্ট হলো, বাবা!'

সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টম বলে, 'না, কষ্ট কিসের? আমাকে এপথ দিয়েই যেতে হতো।'

'জেকবের কবরে একটা মার্কার পোঁতারও সময় পেলাম না··· বলতে বলতে গলা ধরে এলো মিসেস জেকবের। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছলো।

টম বললো, 'আমি ফেরার পথে পুঁতে দিয়ে যাবো।'

'তুমি কি ওই পথ দিয়েই ফিরবে?'

'ঠিক ও পথে নয়, তবে ফিরে গিয়ে আমি মার্কারটা পুঁতে দেব ঠিকই, তুমি ভেব না।'

টম কোমরের মানিবেল্ট থেকে এক'শ ডলার মিসেস জেকবের হাতে দিয়ে তাকে প্রতিবাদ করার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত বললো, 'টাকা-গুলো আমার নয়, এটা আউট-লদের একজনের। ও তোমাদের ওখানে পৌঁছানোর আগেই পথে মারা যায়।'

মিসেস জেকব টাকাগুলো হাতে নিয়ে স্থির বসে রইলো। টপ টপ করে ক'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দু'গাল বেয়ে। অনেকক্ষণ পর

Boighar.com

বিড়বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বললো, 'হ্যাঁ, এখন আমাদের টাকা পয়সার অনেক দরকার…'

মিসেস জেকবের কান্না দেখে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে টম। কথা হারিয়ে ফেলে।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বাবা!' ভাঙা বসে যাওয়া গলায় বলে উদাসীন চোখে হাতের টাকাগুলোর দিকে চেয়ে রইলো মিসেস জেকব। 'পুবে গিয়ে আমাদের কি হবে কে জানে!'

টম খানিক চুপ করে থেকে মেরিকে বললো, 'ভেবো না, পুবে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে…দেখবে কত সুদর্শন যুবকেরা তোমার পেছনে লাইন দিচ্ছে…'

এই প্রথম মেরির বরফ-শীতল মুখের স্তব্ধতা ঝরে গেল। স্বপ্নোত্থিতের মতো টমের দিকে চেয়ে থেকে ভাঙা গলায় বললো, 'সব কিছু জানার পর কেউ আমাকে চাইবে না, মিস্টার টম।'

টম বিষণ্ণ মুখে জোর করে হেসে বললো, 'তুমি না বললে ওই ঘটনাটার কথা কেউ জানতে পাবে না। তাছাড়া ঘটনাটার জন্য তুমি দায়ী নও—'

এরপর টম মিসেস জেকবের দিকে ফিরে বললো, 'মেরির দিকে খেয়াল রেখো, যা ঘটে গেছে তার জন্য ওর জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

মিসেস জেকব মৃদু গলায় বললো, 'ঠিকই বলেছো, বাবা, ওর বয়স খুব কম। আশা করি দুর্ঘটনাটা খুব শিগ্‌গিরই ও ভুলে যাবে।'

স্টেজ চলে যাবার পর টম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুকে ভার লাঘবের আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু সেই আনন্দটা উপভোগ করতে করতে বুকের খুব গভীরে আরেকটা জিনিস টের পায় সে। একটা অস্থির

বইঘর.কম

পশুর দাপাদাপি, আহত বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন।

জনমানবহীন ফাঁকা স্টেশন ঘরে দাঁড়িয়ে টম বুঝতে পারে মিসেস জেকবের দায়িত্ব তার কাঁধ থেকে নেমে গেছে ঠিকই, কিন্তু ওরা ওদের মনের সব ঘৃণা, বিদ্বেষ, আক্রোশ টমের কাছেই যেন ফেলে গেছে। যতদিন লংম্যান, রাউলির ওপর প্রতিশোধ নিতে না পারছে সে ততদিন তার মুক্তি নেই। অনুক্ষণ তার বুকের ভিতরে প্রতিশোধের দহন চলবে।

টম শহরের লোকজনের কাছে খোঁজখবর করে জানলো, দুদিন আগেই লংম্যান ও তার সঙ্গীরা এ শহর ছেড়ে চলে গেছে। বিকেলের দিকে কিছু কেনাকাটা করে পোরগেটর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ঘোড়া ছোটালো ও।

লংম্যান তার চেয়ে দুদিনের পথ এগিয়ে আছে। টম জানে না, কোন দিকে, কোন পথে গেছে ওরা। আন্দাজে সে ট্রেইল বেছে নিয়ে এগুচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই ট্রেইলে আউট-লদের কোনো ট্র্যাক তার চোখে পড়েনি।

পথ চলতে চলতে চিন্তিত মুখে আউট-লদের গতিপথ আন্দাজ করার চেষ্টা করে ও। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবগুলো পথের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখে মনে মনে।

ওরা পুবে যাবে না, কারণ পোরগেটর থেকে আরকান-স পর্যন্ত ওই পথে দু-দুটো আর্মি ফোর্ট রয়েছে, ইণ্ডিয়ানদের সাথে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ চলছে সেখানে। আর্মি সর্বক্ষণ ট্রে ওপর সতর্ক নজর রাখছে।

পশ্চিমের ট্রেইল দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ভেতর দিয়ে গেছে, কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ানদের বাস ওখানে। দলে ভারি না হয়ে সাদারা ওপথ সহজে মাড়ায় না।

Boighar.com

এরপর বাকি থাকে কেবল দক্ষিণের ট্রেইলগুলো। টমের দৃঢ় ধারণা হয় আউট-লরা ওদিকেই গেছে। সান্তা ফে, টাওস, মোরা, লাস ভেগাস প্রত্যেকটাই আইনশৃঙ্খলাহীন জায়গা, যে কোনো গ্রিংগো অ্যামেরিকান প্রয়োজন মতো অর্থ খরচ করলেই সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে ওখানে। এমনকি অর্থ পেলে ওসব এলাকার স্থানীয় লোকেরাই আইন খুঁজছে এমন সব অপরাধীদের আশ্রয় দেয়।

মনে মনে অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর টম সিদ্ধান্তে এলো আউট-লরা দক্ষিণেই গেছে। ওর এমন ভাবার পেছনে যুক্তি আছে যথেষ্ট। যেসব রাজ্যে এখনো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেগুলো ছাড়াও সান্তা ফে পেরুলেই পড়ে টেক্সাস প্যানহ্যাণ্ডেল, পশ্চিমের অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য—যেখানে কাউকে তার অতীত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় না।

অবশেষে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সোজা সান্তা ফে'র ট্রেইল ধরে টম।

পথে ওর মনে অনেকগুলো অনিশ্চিত চিন্তা খেলে যায়। প্রতিবারেই খুব অস্থির আর বিরক্ত বোধ করে সে। ঠিক পথে এগুচ্ছে তো? আউট-লদের এপথে দেখা পাবে, নাকি ওরা অন্য পথে চলে গেল? কাঁটার মতো ভীতিকর এই সব চিন্তা আউট-লদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে পর্যন্ত তাকে অবিরাম খুঁচিয়ে চলে।

টম জানে, দক্ষিণে ঘোড়া ছুটিয়ে আসলে সে ভাগ্যের সাথে জুয়া খেলছে। যদি হেরে যায়, আউট-লদেরকে চিরতরে হারাবে।

ট্রেইলের ধুলো আর ঘামে ওর পরনের কাপড় শক্ত চিটচিটে হয়ে গেছে। তার মুখে দু'সপ্তাহের না-কামান লালচে নরম দাড়ি। বাফেলো টাউন থেকে রওনা হবার সময় কানছাটা বাবরি ছিল, এখন চুল প্রায় কাঁধে নেমে এসেছে। চুলে দাড়িতে এই জবরজং মূর্তি হঠাৎ

বইঘর.কম

দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। তাছাড়া ওর অবয়বের আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মুখের ফর্সা টকটকে রঙ এখন জ্বলে গেছে। আর চেহারায় বরফের মতন শীতল কাঠিন্যের আস্তরণ পড়েছে, চোখে সবসময় বিরাজ করছে নেকড়ের মতো ধকধকে শাণিত দৃষ্টি।

বেন্ট ফোর্ট থেকে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে যখন একটা ঝরনার ধারে এলো টম তখন বেলা ডুবলো। ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে সে গোসল সেরে নিলো ঝরনার পানিতে। তারপর আগুন জ্বেলে যেটুকু শুকনো মাংস ছিল তা-ই রান্না করে খেয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো।

তারার বিষণ্ণ ম্লান আলোয় সারা রাত পথ চলে, ভোরের দিকে সামান্য ঘুমিয়ে অভুক্ত অবস্থায় আবার পথে নামলো ও।

সামনে ন্যাড়া, রুক্ষ প্রান্তর। যতদূর চোখ যায় ঢেউ খেলানো গেরুয়া মাঠ। মাঝে মধ্যে খানাখন্দে, পাথরের ফাঁক-ফোকরে ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ চোখে পড়ছে। কখনও কখনও দু'একটা পত্রহীন ধূসর জ্যাক পাইনের ঝোপ।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে সকালের দিকে পেটে সামান্য খিদে অনুভব করলো টম। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের কোনো পথ দেখলো না। গতরাতে তার সঙ্গের খাবার ফুরিয়েছে—আর এই শূন্য বিজন প্রান্তরে শিকারের কোনো আশাও নেই।

আরো ঘণ্টা দেড়েক পথ চলার পর দূরে একটা ইণ্ডিয়ান গ্রাম চোখে পড়লো ওর। দিক পরিবর্তন করলো না সে। সোজাসুজি ইণ্ডিয়ান গাঁয়ের দিকে ঘোড়া ছোটালো। ওদের কাছে থেকে যদি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারে, সান্তা ফে পর্যন্ত বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে যেতে পারবে, তাকে শিকারের চেষ্টা করতে হবে না।

Boighar.com

গ্রামটা খুব বড় নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে পনেরো-ষোলটা টিপি, আর ডালপালায় ছাওয়া দুটো ঝুপড়ি।

দূর থেকে দেখেই টম ধারণা করেছিল এটা আরাফো ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম। তখন থেকেই বুকটা সামান্য ধুকধুক করছিল ওর। এদিককার ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে তার তেমন ধারণা নেই। এখন এরা যদি বন্ধু-সুলভ না হয়, প্রাণ বাঁচাতে লম্ফ দিতে হবে তাকে।

গ্রামটা ভারি নিঝুম। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কেমন ভয় ভয় করে টমের।

হঠাৎ একটা টিপির ভিতর থেকে একটা কুকুর তেড়ে এলো, কিন্তু কোনো মানুষের সাড়া মিললো না।

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো টম, কুকুরের আওয়াজ শুনে কেউ বেরিয়ে আসে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করলো। কেউ এলো না।

হোলস্টারের ফিতে খুলে পিস্তলটা আলগা করে রাখলো টম। গতিক ভালো ঠেকছে না। কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে। গ্রামের নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় যেন অসংখ্য অজানা বিপদের জীবাণু ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

আরো কিছুদূর এগোনোর পর একটা ঝুপড়ির পিছনে, একটা ঘোড়ার পালের সাথে অর্ধউলঙ্গ এক ইণ্ডিয়ান ছেলেকে দেখতে পেলো টম। কিন্তু ও ছেলেটাকে ডাকার আগেই ছেলেটা দৌড়ে পালালো।

সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে আরো সামনে এগোল টম।

'থামো। নয়তো মরবে।'

চমকে উঠলো টম। ভয়ে কাঁটা দিলো গায়ে।

একটা টিপির ভিতর থেকে একজন বুড়ো ইণ্ডিয়ান বেরিয়ে এলো। স্থির চোখে টমকে মাপলো সে। তার দু'চোখে উপচে পড়ছে প্রচণ্ড

বইঘর.কম

ঘৃণা আর বিদ্বেষ।

পিস্তলের ওপর থেকে হাত উঠিয়ে ইণ্ডিয়ান কায়দায় হাত উঁচিয়ে টম অভিবাদন জানালো বুড়োকে।

কিন্তু বুড়োর শ্রীহীন তোবড়ানো ব্রোঞ্জের মতো কঠিন চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটলো না।

ভিতরে ভিতরে বেশ দমে গেল টম। ইণ্ডিয়ান বুড়োর চাউনিটা ভাল লাগছে না তার।

হঠাৎ ওর মাথায় বুদ্ধি এলো একটা। বেন্ট ফোর্ট যেহেতু এখান থেকে কাছেই, ইণ্ডিয়ানরা নিশ্চয়ই স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার জানে, তাই পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ইণ্ডিয়ান বুড়োর দিকে তুলে ধরে বললো, 'পেমিকান।'

কথাটা কয়েকবার উচ্চারণ করে মুখের কাছে হাত নিয়ে ইশারায় খাবার ভঙ্গি করে দেখালো ও।

লোকটা কি বুঝলো কে জানে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার জুড়ে দিলো।

মুহূর্তের মধ্যে বুড়োর ভীষণ চিৎকারে টিপিগুলোর ভিতর থেকে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এসে লোকটার পিছনে জমায়েত হলো।

আতঙ্কে প্রায় সাদা হয়ে ওদের দিকে তাকালো টম। ওদের অভিব্যক্তি বুড়োর মতোই। বুড়ো ইণ্ডিয়ান আগের মতোই চিৎকার করে দুর্বোধ্য আরাফো ভাষায় দলের লোকদের উদ্দেশে কি যেন বলছে। ওর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলো না টম। তবে লক্ষ্য করলো ইণ্ডিয়ানদের মাঝে দ্রুত উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আচমকা কোথা থেকে একটা বড় পাথর এসে লাগলো টমের

Boighar.com

মাথায়। ঘোড়া থেকে টলে পড়ে গেল ও। সেই সময় আরেকটা পাথর এসে লাগলো তার পিঠে। ঘোড়াটা পালানোর জন্য ছটফট করে উঠলো, লাগামে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো। কিন্তু পাথরের আঘাতে ব্যথা পেলেও টম লাগাম ছাড়লো না।

চকিতে লাফিয়ে স্যাডলে চাপলো সে, লাগাম ধরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে তার আর ইণ্ডিয়ানদের মাঝখানে দেয়াল খাড়া করলো।

তাতেও কাজ হলো না, কয়েকটা চ্যাংড়া গোছের ইণ্ডিয়ান দৌড়ে টমের পিছনে চলে এসে বড় বড় পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারতে লাগলো।

পাথরবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো টম। চিৎকার করে সে বললো, 'আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি, তোমরা থামো—'

কেউ কানে তুললো না ওর কথা। পাথর বর্ষণ অব্যাহত রইলো। খানিকবাদে ধনুকের টংকার শব্দ তুলে বাতাসে শিস কেটে কয়েকটা তীর ছুটে এলো। কিন্তু তীরগুলো আনাড়ি ছেলেপুলেদের ছোড়া বলে সবগুলোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কুঠার ছুটে এসে ঘোড়াটার পাঁজরে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হ্রেষারবে শূন্যে পা তুলে দিয়ে টমকে মাটিতে ফেলে দেয়ার উপক্রম করলো ঘোড়াটা, সামনে ছুটে গেল কয়েক পা।

শক্ত হাতে রাশ টেনে ধরে অতিকষ্টে ঘোড়াটাকে শান্ত করলো টম। এবার সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসিনি, তবু তোমরা আমার সাথে এ-ধরনের আচরণ করছো কেন?'

বুড়ো ইণ্ডিয়ান থমথমে মুখে স্থির চোখে টমকে দেখলো কয়েক

বইঘর.কম

মুহূর্ত, তারপর ভাঙা [illegible] ইংরেজিতে বললো, ‘এর আগেও তোমার মতো তিন সাদা এসেছিল, দেখে যাও সেই শয়তানরা কি করে গেছে ?’

টমের মনে সামান্য দ্বিধা এলো। ইণ্ডিয়ানরা শিয়ালের মতো ধূর্ত। তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে না তো ! টম তীক্ষ্ণ চোখে ইণ্ডিয়ান বুড়োর চেহারা জরিপ করলো। না, বুড়োর চোখে-মুখে তেমন কোনো কূট মতলবের ছায়া নেই। বরং ওর চেহারা থেকে খানিক আগের কাঠিন্য ঝরে গেছে।

ঘোড়াটাকে একটা টিপির খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে বুড়োর পিছু পিছু এগোল টম।

গ্রামের শেষ মাথায় একটা টিপির কাছে তাকে নিয়ে এলো বুড়ো। ওদের পেছন পেছন বাকি ইণ্ডিয়ানরাও আরাফো ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে এলো।

টিপির পর্দার গিঁট খুলে বুড়ো আগে ভিতরে ঢুকলো। তার পিছু পিছু ভিতরে পা রাখলো টম।

মেঝেতে কম্বলে ঢাকা দুটো লাশ, বুড়ো এগিয়ে লাশের উপর থেকে কম্বল দুটো সরালো খানিকটা। একজন ষোল-সতেরো বয়সের তরুণী, অন্যজন চল্লিশোর্ধ বৃদ্ধ, দুজনের মুখেই রাউলির নৃশংস অত্যাচারের চিহ্ন।

বাইরে এসে বুড়ো টমকে বললো, ‘আমাদের যোদ্ধারা শিকারে গেছে, ওরা ফিরে এসে সব জানলে সাথে সাথে শয়তান তিনটাকে ধরার জন্য পিছু নেবে। মেয়েটার নাম নাতাচি, হাক্সাবানির স্ত্রী। তোমরা যাকে রেড উলফ্ বলো।’

টম বুড়োকে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমার খাবার ফুরিয়ে গেছে, আমায়

Boighar.com

কিছু মাংস দিতে পার ?'

'না ! তুমি যাও···সব সাদারা আমাদের শত্রু ।'

টম ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে এলো ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে। ইণ্ডিয়ানরা কেউ বাধা দিলো না ঠিকই, কিন্তু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে টমের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা শিকার থেকে কখন ফিরে আসবে টম জানে না। কিন্তু ফিরে এলে ইণ্ডিয়ানরা আউট-লদের পিছু নেবে এ-বিষয়ে সে নিশ্চিত। হাক্সাবানি, সাদারা যাকে রেড উলফ্ বলে সে আরাফো-দের দলপতি। আউট-লরা তার স্ত্রীকেই ধর্ষণের পর হত্যা করেছে।

এরপর হাক্সাবানির ক্রোধান্ধ, প্রতিশোধ পাগল ওয়ার পার্টি আর গার্ডনারের পসিবাহিনীর ভয়ে টম সারাদিন ট্রেইলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালো। সন্ধ্যের দিকে একবার ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলো। মাঝরাতের কিছু আগে ট্রেইল ছেড়ে মাইল খানেক সরে এসে অবশেষে রেটন পাসে ক্যাম্প করলো সে।

খুব ভোরে উঠেই রওনা হলো টম। ঘোড়াটাকে সারাদিন খুব খাটালো। পরেরদিন দুপুরের আগে মোরায় পৌঁছালো ও। এখানে একটা ক্যানটিনায় খোঁজ নিয়ে জানলো, তিনদিন আগে ওই ক্যান-টিনাতে দুপুরের খাবার খেয়ে আউট-লরা সান্তা ফে'র ট্রেইল ধরেছে। টম নাকে-মুখে কিছু খাবার গুঁজে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

অবশেষে সন্ধ্যের ফিকে মলিন আলোয় সান্তা ফে'র সরু রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকলো।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা লিভারি স্ট্যাবলে ঢুকে মেক্সিকান অসলারকে টম বললো, 'ঘোড়াটাকে কিছু দানাপানি খাইয়ে শরীরটা দলাই মলাই করে দিও।'

বইঘর.কম

লোকটা বোকার মতো শূন্য চোখে চেয়ে রইলো ওর দিকে। টমের ভাষা বোঝেনি ও।

এবার একটু মুশকিলে পড়ে গেল টম। ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না সে। অথচ মেক্সিকানটাকে বোঝাতে হলে তাকে এখন স্প্যানিশ বলতে হবে।

অস্বস্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকে ছোলা আর ভুসির বস্তা খুঁজে বার করলো ও। তারপর খানিকটা ছোলা আর ভুসি ঘোড়াটাকে খেতে দিয়ে একটা খালি বস্তা দিয়ে ওর শরীরের ঘাম মুছে দিতে লাগলো।

এমন সময়ে দরজার কাছে থেকে মেক্সিকান অসলার কর্কশ কণ্ঠে, 'লা এন্টি-এণ্ডো মিস্যাভি,' বলে এগিয়ে এসে টমের হাত থেকে বস্তাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ডলে ডলে ঘোড়ার ঘাম মুছতে শুরু করলো।

স্মিথ হেসে ওখান থেকে বেরিয়ে শহর অভিমুখে রওনা হলো টম। শহরের বেশ কয়েকটা দোকান, সরাইখানায় ঘুরে ঘুরে আউট-লদের খোঁজ-খবর করলো সে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। মুদি দোকানদার, স্যালুনের বারটেণ্ডার, খদ্দের যার কাছেই ওদের বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করে সবাই একই কথা বলে, 'দুঃখিত, মিস্টার, এরকম্ কাউকে দেখিনি।'

শেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর লা ফণ্ডা নামে এক ক্যানটিনায় আউট-লদের খবর মিললো। দুদিন আগে ওরা কামরা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, এখন কোথায় আছে বা কোন পথে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। আরো দু'এক জায়গায় খোঁজ খবর করলো টম। কিন্তু লাভ হলো না কোনো।

এক বুক হতাশা আর ক্লান্তি নিয়ে লা ফণ্ডায় ফিরে এলো টম।

Boighar.com

ভোর পর্যন্ত তাকে এ শহরেই থাকতে হবে। রাতের বেলায় কেউ শহর ছেড়ে গেলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তাছাড়া পথে নামতে হলে নতুন রসদপত্র লাগবে ওর।

হোটেল প্লাজায় ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে একদল মেক্সিকান। ব্যাণ্ডের বাজনার তালে তালে একদল নারী পুরুষ নাচছে। বাইরের বাতাসে রান্নার সুবাস আর সিডারের চেলাকাঠ পোড়ার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

প্লাজার অন্য প্রান্তে এক অন্ধকার কোণে একজন মেক্সিকান যুবক গিটার বাজিয়ে একটা প্রেমের গান গাইছে: প্রেম তুমি দিলে না প্রিয়া, শুধু অভিনয় করে গেলে। এখন আমার কি হবে···

খানিক দাঁড়িয়ে গানটা শুনলো টম। অন্য কোনো সময়ে হলে হয়তো গানটা ভালো লাগতো, কিন্তু এক রাশ হতাশা আর ব্যর্থতায় তার বুক কুঁকড়ে আছে, তাই চারপাশের এসব হৈ-হুল্লোড়, গান বাজনা একটুও ভালো লাগছে না।

আপনমনে রাস্তা পার হলো টম। গভর্নর প্যালেসের নিরালায় এসে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে আবার হাঁটা ধরলো। ওর পাশ দিয়ে চার পাঁচজন লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে গেল। টম খেয়াল করলো না, মন্থর পায়ে, বেখেয়ালে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল সে।

চার-পাঁচজন লোকের যে দলটা খানিক আগে টমকে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল, তাদের একজন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'অ্যামিগো! পিছনের ওই লোকটাই টম ব্লেইন! ধরো ওকে···'

টম বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে পিস্তলের জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু অন্ধকার থেকে বোমা ফাটানো গলায় গার্ডনার গর্জন করে উঠলো, 'খবরদার! বাঁচতে চাইলে বোকামি করো না, টম।'

বইঘর.কম

টম তড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীরবেগে ছুট লাগালো। পিছনে দুম করে গুলির আওয়াজ হলো একটা। হোটেল প্লাজার দিক থেকে তিনজন ঘোড়সওয়ার তাড়া করে এলো।

টম হঠাৎ বাঁক নিয়ে অন্ধকারে এক নোংরা গলিতে ঢুকে পড়লো। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখলো ওটা একটা কানা গলি, সামনে বিরাট এক পাঁচিল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। এখন কি করবে? সামনে যে আর যাবার পথ নেই! টম ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুটা পিছিয়ে এসে দেয়াল টপকানোর জন্য এক বাড়ির জানালায় চড়ে বসলো।

দেয়ালটা টপকাতে যাবে সে ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে কে যেন তার পা ধরে ফেললো। টম লাথি চালানোর আগেই একটানে তাকে নিচে নামিয়ে আনলো, তারপর হুড়মুড় করে ছুটে এলো আরো তিন চারজন লোক। তারা সবাই জাপটে ধরে গলি থেকে বের করে আনলো টমকে। ছাড়া পাবার জন্য এলোপাতাড়ি হাত পা ছুড়লো টম, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। উল্টো কে যেন তার ঘাড়ের পিছনে দুই তিনটে রদ্দা বসিয়ে দিলো।

টমকে লা ফণ্ডা ক্যানটিনার আলোকিত বারান্দায় গার্ডনারের সামনে এনে ছেড়ে দিলো পসির লোকেরা।

গার্ডনারের বয়স হলেও শরীর এখনও শক্ত সমর্থ। কোথাও বাড়তি মেদ নেই। লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। মুখখানা গোলগাল ফরসা। মাথায় মস্ত টাক। থুতনিতে সামান্য খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে টমের দিকে চেয়ে থেকে চাবুক মারার মতো তীক্ষ্ণ ধারালো কণ্ঠে গার্ডনার বললো, 'আবার তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে!'

Boighar.com

চমকে তাকালো টম গার্ডনারের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে। 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটা ওর রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো। রাগে কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলো না সে। পরে দৃঢ় স্বরে বললো, 'আমি বিশ্বাসঘাতক না, তাই যদি হতাম এতটা পথ কষ্ট করে আউট-লদের পিছু নিতাম না।'

গার্ডনার চাপা হিংস্র গলায় বললো, 'তুমি স্টেজ গার্ডদের একটি-বারও সাবধান করোনি, তোমার কারণেই স্টেজটা ডাকাতি করতে পেরেছে ওরা। আউট-লদের সাথে তোমারও যোগসাজশ আছে, বাফেলো টাউনের বেশির ভাগ লোকই এই সন্দেহ করছে।'

'এসব তোমার বানানো কথা, বাফেলো টাউনের মানুষ দেখেছে আমি সেদিন স্টেজটা বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।'

ক্রুদ্ধ গার্ডনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লো টমের ওপর। 'হারাম-জাদা, তুই আমাকে পথে বসিয়েছিস, আমার সারা জীবনের উপার্জন তুই লুট করেছিস···তোকে আমি ফাঁসিতে লটকাবো।'

নাকে মুখে ঘুসি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল টম। তবু থামলো না গার্ডনার। বুটসুদ্ধ পা তুলে দিলো টমের বুকের ওপর। 'বল, হারাম-জাদা, আউট-লদের সাথে তুই কোথায় গিয়ে মিলিত হবি?'

বারো

সেই রাতেই ওরা টমকে শহরের বাইরে এক পুরানো স্প্যানিশ দুর্গে নিয়ে এলো। দুর্গটা বেশ প্রাচীন। এক সময় স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুরা ব্যবহার করতো। ওরা চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর এখন মেক্সিকানরা ওটাকে একাধারে শেরিফের অফিস ও জেলখানা হিসাবে ব্যবহার করছে।

শেরিফ একজন গোমড়ামুখো দোআঁশলা মেক্সিকান। শরীরে স্প্যানিশ ও আমেরিকান রক্ত। ছোটখাটো চেহারা, বয়স চল্লিশের ওপরে, কিন্তু এ বয়সেও মজবুত। লোকটা কখনও হাসে না, ঘোলাটে ছোট ছোট দুই চোখে উদাসীন নিস্পৃহ দৃষ্টি। যেন কোনো ব্যাপারেই তার কোনোরকম আগ্রহ নেই, জীবন ধারণের জন্যই শুধু বেঁচে থাকা।

কিন্তু জেলার মানুষটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। হাসিখুশি, আড্ডাবাজ। কয়েদিদের পাহারা দেয়ার চেয়ে তাদের সাথে গল্প করতেই তার উৎসাহ বেশি।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ে, শহর ক্রমশ নিঝুম হয়ে আসে। শেরিফ কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে চলে যায়। টম সেলের ফাঁকা নির্জনে হতচেতন হয়ে বসে থাকে। শরীর স্থির, কিন্তু বুকের মধ্যে অশান্ত বিক্ষুব্ধ এক ঘূর্ণিঝড়। বিশাল, ভয়াবহ, প্রচণ্ড এক মৃত্যুভয় গুড়ি মেরে এগিয়ে

BoiRboi.com

আসছে তার দিকে।

দরজার তালা খোলার শব্দে সামান্য চমকে উঠলো টম। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো জেলার। পিছনে রাইফেল হাতে পাহারাদার।

'তোমার কিছু লাগবে? আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

টম কাঠের বেঞ্চে আবার বসে পড়ে বললো, 'দুপুরের পর কিছু খাওয়া হয়নি, খাবার হলে ভালো হতো।'

জেলার ঘুরে রাইফেলধারী পাহারাদারকে ইশারা করলো।

পাহারাদারের বয়স খুব কম, আঠার-উনিশ। দরজার বাইরে বসে বসে বোধহয় এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল, চেহারা দেখে বোঝা যায় এই গভীর রাতে জেলারের উৎপাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে সে। ব্যাজার চোখে জেলারের দিকে একবার তাকালো লোকটা, তারপর 'সি-সিনর' বলে গটগট করে চলে গেল।

জেলার কয়েক কদম এগিয়ে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর আচমকা বললো, 'তুমি এখান থেকে পালাতে চাও, সিনর?'

চমকে তাকালো টম। 'মানে!'

জেলার চতুর হেসে বললো, 'মানে খুব সোজা, আমি জানতে চাইছি তুমি এখান থেকে পালাতে চাও কিনা?'

টম তেতো গলায় বললো, 'আজ পর্যন্ত এমন কোনো আসামি পেয়েছো যে পালাতে চায় না?'

'সবাই চায়, কিন্তু পারে না। তবে তুমি চাইলেই পারো।'

সন্দেহে টমের চোখ ছোট হয়ে এলো। বললো, 'তোমার মতলবটা

বইঘর.কম

কি ?'

জেলার সামান্য হেসে বললো, 'সিনর, তুমি তো আউট-লদের কাছ থেকে দেড়লাখ ডলার উদ্ধার করতে চাইছো, কিন্তু এই জেলখানা থেকে বের হতে না পারলে তুমি সেটা করবে কি করে ? তাই আমি তোমাকে এখান হতে পালাতে সাহায্য করবো—'

ভিতরে ভিতরে টম বেশ আগ্রহ বোধ করে, কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। তাকে খুব শান্ত আর নিথর দেখায়। সে নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর ?'

'তোমাকে সাহায্যের জন্য বেশি নয়—আমাকে দশ হাজার ডলার দিলেই চলবে।'

'তোমার ধারণা আমি এই প্রস্তাবে রাজি হবো ?'

'কেন হবে না, সিনর ? এতে তোমার আমার দুজনেরই লাভ ?'

টম লোকটাকে মাপলো। বয়স বেশি নয়, ত্রিশ-একত্রিশ হবে। মুখে একটা মেদহীন রুক্ষ ভাব। চোখ দুটো চঞ্চল, দৃষ্টিতে হঠাৎ হঠাৎ নিষ্ঠুরতা ঝিকিয়ে ওঠে। পরনে ছাইরঙা ট্রাউজার। গায়ে লাল শার্টের ওপর ধূসর বাদামী হাতাকাটা জ্যাকেট। কোমরে সিঙ্গেল গান হোলস্টার।

'তুমি ভুল লোককে বেছে নিয়েছো। টাকাটা আমি উদ্ধার করতে চাইছি ঠিকই কিন্তু এভাবে নয়। তাছাড়া আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, মাথামোটা গার্ডনার এখন না বুঝলেও আমার বিশ্বাস পরে সে ঠিকই বুঝবে...'

জেলার মুচকি হেসে বললো, 'ধরা পড়লে সবাই বলে, আমি নির্দোষ।'

টম কোনো প্রতিবাদ করলো না। লাভ নেই। তার কথা এখন

Boighar.com

কেউ বিশ্বাস করবে না।

এমন সময় বাইরে পাহারাদার ছেলেটার ফিরে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। জেলার দরজার কাছে সরে গিয়ে বললো, 'আমার নাম রোনান কুইনেল। মত পরিবর্তন হলে আমায় জানিও, তবে বেশি দেরি করো না।'

ছেলেটা ভিতরে ঢুকে খাবার প্লেটটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে জেলারের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল নীরবে।

প্লেটে অচেনা মেক্সিকান খাবার। একমাত্র সসটাই যা টমের চেনা। প্লেট টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলো সে। খাবার নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই, পেটে দাউ দাউ করে যেন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে।

খেয়েদেয়ে সরু বেঞ্চের ওপরেই কোনোরকমে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো টম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো ততক্ষণে জানালা দিয়ে সকালের ফরসা আলো উঁকি দিচ্ছে।

টম উঠে জানালায় এসে দাঁড়ালো। বাইরে এই সকালের রোদে তেমন রঙ নেই। ফ্যাকাশে, ঘষা কাচের মতো অনুজ্জ্বল। আকাশে জমাট মেঘ।

লা ফণ্ডা ক্যানটিনার বারান্দায় গার্ডনারকে দেখতে পেলো ও। তার সঙ্গে আরো দুজন লোক রয়েছে। ওরা রাস্তা পেরিয়ে জেলের দিকেই আসছে।

দেখতে দেখতে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারপর ছোট ছোট ফোঁটায় তারপর অঝোর ধারায় ঝেঁপে নামলো। ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে এলো চারদিক।

টম জানালার কাছ থেকে সরে এসে বেঞ্চের ওপর গুটিসুটি মেরে বসলো। ঠাণ্ডা জলো বাতাসে সামান্য শীত শীত করছে। পাল্লাহীন

বইঘর.কম

চৌখুপি জানালা দিয়ে হুহু করে জলগন্ধী শীতল হাওয়া ঢুকছে ভিতরে। দমকা ভেজা বাতাসে ভাসিয়ে আনছে জলকাদা আর উৎকট সিডারের গন্ধ।

বাইরে দরজার তালা খোলার আওয়াজ পেলো টম।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো গার্ডনার ও তার সঙ্গী দুজন। পিছনে রোনান কুইনেল। টমের সাথে তার চোখাচোখি হতেই অলক্ষ্যে সে চোখ টিপলো। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো টেনে।

গার্ডনারের সঙ্গী দুজনের তাগড়া চেহারা। টমেরই বয়সী। জামা, প্যান্ট ট্রেইলের ধুলোবালিতে ময়লা। উভয়েরই চেহারা একরকম। লম্বায় প্রায় সমান। মারকুটে, হিংস্র ভাব। কোমরে ঝোলানো পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে দরজার পাশে ওরা দুজন দাঁড়ালো স্থির হয়ে।

গার্ডনার এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে বললো, 'আমার ধারণা আউটলারা কোথায় গেছে তুমি সব জানো? সময় থাকতে আমায় বলো—'

টম চোয়াল শক্ত করে জবাব দিলো, 'আমি কিছুই জানি না, আউট-লদের সাথে আমার কোনো যোগসাজশ ছিল না।'

রাগ ঝলসে উঠলো গার্ডনারের চেহারায়। চেঁচিয়ে বললো সে, 'ঠিক আছে, জানো কিনা দেখা যাবে···এর আগেও তুমি এরকম একটা কাজ করে পার পেয়ে গেছো, কিন্তু এবার আর তোমার রেহাই নেই।'

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো টম। শান্ত গলায় বললো, 'এর আগের ঘটনায় আমার কোনো হাত ছিল না, এই ঘটনায়ও নেই। আমি স্টেজটাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—'

গার্ডনার ধমকে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'চুপ! আর সাফাই

Boighar.com

গাইতে হবে না! চুরি করে চোর কখনও স্বীকার করে না। বিশ্বাস-ঘাতক, বেঈমান কোথাকার! তুমি জানো কতবড় সর্বনাশ তুমি আমার করেছো? আমার সারা জীবনের উপার্জন…'

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল টম। তীব্র ঘৃণা আর অপমানে সে চিৎকার করে বললো, 'আমি বেঈমান নই!…বেঈমান তুমি, তোমার স্টেজকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের মায়া না করে আউট-লদের বাধা দিয়েছিলাম, আর আউট-লদের অনুসরণ করে এতদূর এসেছি সে শুধু তোমার টাকাটা উদ্ধার করার জন্যই। এখন অকৃতজ্ঞের মতো সেই তুমিই আমাকে পুরো ঘটনাটার জন্য দায়ী করছো।'

আচমকা গার্ডনার প্রায় লাফিয়ে পড়ার মতন করে এগিয়ে এসে ঘুসি মারলো টমের মুখে।

প্রথমে হকচকিয়ে গেল টম, তারপর খেপা উন্মাদের মতন এগিয়ে পাল্টা আঘাত হানলো। টমের ডান হাতের একটা ঘুসি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো গার্ডনার, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বুনো ষাঁড়ের মতো ঘুসি ছুড়তে ছুড়তে তেড়ে এলো। টম সরে গিয়ে সারতে পারলো না, নাকে-মুখে ঘুসি খেলো গোটাকয়।

এদিকে গার্ডনারের অপর দুই সঙ্গী স্থির চোখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লড়াইটা দেখছে। গার্ডনারের ইশারা পেলেই তারা অ্যাক-শনে যাবে। কিন্তু তা হলো না, গার্ডনারের এলোপাতাড়ি ঘুসির আওতা থেকে একপাশে সরে গিয়ে টম বিদ্যুৎ বেগে বুড়োর তলপেটে কয়েকটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালো। তারপরই ওদেরকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বেঞ্চটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো। ওরা সরে যাবার কোনো সুযোগই পেলো না। দুজনেই মাথায় বেঞ্চের আঘাতে ধরাশায়ী

বইঘর.কম

হলো।

হাঁ করে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালো গার্ডনার, তারপর পিস্তল বের করার জন্য হোলস্টারের দিকে হাত বাড়ালো।

ঠিক সেই সময়ে টম একলাফে এগিয়ে এসে গার্ডনারের কব্জি চেপে ধরলো। গার্ডনার পিস্তল ছেড়ে দিয়ে আচমকা বাঁ হাতে টমের চোয়ালে ঘুসি বসালো।

কি আশ্চর্য! গার্ডনার অবাক হয়ে দেখলো, টম শক্ত পাথরে দেয়ালের মতো ঘুসিটা যেন ফিরিয়ে দিলো। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হাত মুঠো করে টমকে ঘুসি মারতে গেল গার্ডনার, কিন্তু টম তার আগেই সরে গিয়ে মেঝে থেকে বেঞ্চের একটা ভাঙা কাঠ তুলে নিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে অজস্র লাল নীল বাতি জ্বলে উঠলো।

ভাঙা বেঞ্চের টুকরো শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে গার্ডনারের একজন অনুচর উঠে বসার চেষ্টা করছিল। টম সেটা দেখতে পেয়ে বাঘের মতম লাফ দিয়ে পড়লো সেখানে, হাতের কাঠ দিয়ে এক আঘাতেই তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

এমন সময় বাইরে দরজা খোলার শব্দ হলো। ক্ষিপ্র হাতে অজ্ঞান যুবকের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো টম।

রোনান কুইনেল ভিতরে ঢুকতেই টম তার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'কোনো চালাকির চেষ্টা করো না, সি কুইনেল।' কুইনেলের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিলো ও। এবার দরজায় তালা লাগিয়ে আমার সাথে এসো।'

নীরবে হুকুম পালন করলো জেলার। সেলের দরজায় তালা দিয়ে

Boighar.com

টমের পিছু পিছু করিডর ধরে কিছুদূর এসে জিজ্ঞেস করলো, 'সিনর, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি তো ?'

টম পাথরের মতো শক্ত মুখে জবাব দিলো, 'না।'

কুইনেল তবু নিরাশ হলো না। করিডরের আবছায়া অন্ধকারে ফিচেল হেসে বললো, 'তুমি পালিয়ে গেলে আমার বিপদ হবে, সিনর। তার চেয়ে তোমায় সাহায্য করার সুযোগ দাও আমাকে।'

টম বিদ্রূপের স্বরে বললো, 'দশ হাজার ডলার দিতে হবে তো এর জন্য ?'

মাথা হেলিয়ে সায় দিলো কুইনেল। 'হ্যাঁ, সিনর, আমার দাবিটা অযৌক্তিক নয়।'

টম চুপচাপ ভাবলো একটুক্ষণ। কুইনেল ভাল স্প্যানিশ জানে, সামনে মেক্সিকান এলাকা, ওখানে আউট-লদের খোঁজ খবর করতে হলে ওই ভাষাটা জানা খুবই জরুরি। তাছাড়া অচেনা অজানা স্থানে পাশে একজন সঙ্গী থাকলে অনেক সুবিধে। বিপদ আপদে একটু বাড়তি সাহায্য পাওয়া যায়।'

টম কুইনেলকে বললো, 'তোমাকে সঙ্গে নিতে পারি, কিন্তু এক হাজার ডলারের বেশি পাবে না।'

কুইনেলের মুখটা কালো হয়ে গেল। চুপসানো গলায় সে বললো, 'সিনর, মাত্র এক হাজার ডলার !'

এদিকে হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেলো গার্ডনার ও তার সঙ্গীরা, বন্ধ দরজায় ধুম ধুম করে আঘাত করতে লাগলো, একজন ভিতর থেকে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো, অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করলো।

টম ব্যস্ত হয়ে বললো, 'এক হাজার ডলারে রাজি ?'

কুইনেল অসন্তুষ্ট মুখে বললো, 'সি, সিনর।'

বইঘর.কম

'তাহলে চলো।'

অন্ধকার করিডর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। চারদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ওরা বৃষ্টিতে ভিজেই শহরের পিছন দিক দিয়ে আস্তাবলে পৌঁছালো। অসলারের কাছ থেকে কুইনেলের জন্য ষাট ডলার দিয়ে একটা ঘোড়া কিনলো টম, তারপর আরো দশ ডলার খরচ করলো ওটার স্যাডল কিনতে।

এই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে তড়িঘড়ি ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে পথে নামলো ওরা। শহর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে বৃষ্টি কিছুটা ধরে আসার পর একটা গিরিখাতে ক্যাম্প করলো।

আবার ঘোড়ায় চাপার আগে টম কুইনেলকে তার পিস্তল ফেরত দিলো।

পিস্তল হোলস্টারে পুরে কুইনেল একগাল হেসে বললো, 'আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারো, সিনর, আমি খুব অর্থকষ্টে আছি তাই তোমার সাথে যাচ্ছি।'

টম বললো, 'টাকাটা আমার না সেটা তুমি জান, আমি শুধু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যই টাকাটা উদ্ধার করতে চাইছি। উদ্ধার করতে পারলে পুরোটাই আমি গার্ডনারকে ফিরিয়ে দেব।'

কুইনেল হালকা ঠাট্টার সুরে বললো, 'তাহলে আমারটা?'

টম হেসে সহজ গলায় বললো, 'সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। গার্ডনারকে বলে তোমাকে এক হাজার ডলার ঠিকই পাইয়ে দেবো।'

টম এরপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাউলি, হারডিন আর লংম্যানের বিবরণ জানালো কুইনেলকে। 'লংম্যান দলের সর্দার। লুটের সিংহভাগ ওর কাছেই থাকবে, কিউ রাউলিকেই আমি আগে ধরতে চাই।'

Boighar.com

টম সোজা তাকালো কুইনেলের মুখের দিকে। বললো, 'তুমি এ অঞ্চল আমার চেয়ে ভালো চেনো, আউট-লরা কোন পথে গেছে বলে মনে হয়?'

কুইনেল চট করে জবাব দিলো না। খানিক চিন্তা করে বললো, 'আমার ধারণা ওরা অ্যালবাকুইয়ার রোড ধরে পূর্ব টেক্সাসের দিকে গেছে।'

টম মাথা হেলিয়ে সমর্থন করলো। 'আমারও তাই ধারণা, ওরা পশ্চিমে না গিয়ে টেক্সাসেই যাবে। কারণ পশ্চিমে অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ানদের ভয় আছে।'

এরপর পুবে রওনা হলো ওরা। মাইলখানেক পথ অতিক্রম করার পর এক জায়গায় আউট-লদের পরিষ্কার কিছু ট্র্যাক পেলো। কিন্তু ট্র্যাক খুঁজে পেয়ে খুশি হওয়ার পরিবর্তে টমের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। এখান থেকেই আউট-লরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনজন তিনদিকে চলে গেছে। রাউলি দক্ষিণে অ্যালবাকুইয়ার ট্রেইল ধরেছে, হারডিন যাচ্ছে পশ্চিমে, আর লংম্যান টেক্সাস প্যানহ্যাণ্ডেলের দিকে।

ভারি মুশকিলে পড়ে গেল টম। নিজের সিদ্ধান্তহীনতায় শঙ্কিত হয়ে কুইনেলকে জিজ্ঞেস করলো ও, 'এখন কি করি বলো তো?'

কুইনেল সামান্য হেসে টমকে আশ্বস্ত করে বললো, 'অত ভাবছো কেন? আমরা সবার আগে লংম্যানের পিছু নেবো। তুমিই বলেছো, লংম্যানের কাছে লুটের বড় অংশটাই থাকবে, তাছাড়া লংম্যান যে পথে যাচ্ছে সেটা মেক্সিকান এলাকা, সুতরাং চিন্তা কি—আমি তো স্প্যানিশ ভাষাটা ভালই জানি! লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেই লংম্যানের পথের হদিস বের করা যাবে।'

সান্তা ফে থেকে নয় মাইল পুবে ট্রেইলের ধারে সে রাতের মতো

বইঘর.কম

ক্যাম্প করলো ওরা। লংম্যান ওদের চেয়ে তিনদিনের পথ এগিয়ে আছে, কিন্তু টম এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, কেননা কুইনেল স্প্যানিশ সত্যিই ভাল জানে। তাছাড়া ওর মধ্যে মানুষকে আকৃষ্ট করার দুর্লভ কিছু গুণ রয়েছে। টম দেখেছে, যে কোনো অপরিচিত লোকের সাথে কয়েক মিনিটের আলাপেই কুইনেল তাকে আপন করে নিতে পারে। মেক্সিকানরা এমনিতে খুব সন্দেহপ্রবণ জাতি। গ্রিংগো আমেরিকানরা বেশি প্রশ্ন করলেই নানারকম সন্দেহ করে বসে। কিন্তু কুইনেল তার ছেলেমানুষিতে ভরা হাসিটা হেসে যখনই কোনো মেক্সিকানকে প্রশ্ন করে ওরা বেশ আগ্রহের সাথে তার প্রশ্নের জবাব দেয়।

গর্তে ছোট করে আগুন জ্বেলে খাবার রান্না করে খাওয়া সারলো ওরা, তারপর টম আগুন নিভিয়ে দিলো। মুক্ত প্রান্তরে সামান্য আগুনের শিখাই যে কোনো অনাহুত বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অনেকদিন পর আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানোর প্রয়াস পেলো টম। এতদিন প্রবল এক অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, আর ভয় তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন ও জানে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সে লংম্যানের নাগাল পেয়ে যাবে। তারপর? তারপর লংম্যানের মৃত্যু ওর মনে দিনে দিনে জমে ওঠা সমস্ত রাগ, ঘৃণা, আক্রোশ আর বিদ্বেষের বোঝাটাকে কিছুটা হলেও হালকা করে দেবে।

Boighar.com

তেরো

পুব আকাশে ভোরের আলো ফোটার আগে স্যাডলে চাপলো ওরা। পথঘাট ভাল নয়। দুর্গম। মাঝে মধ্যে বড় বড় পাহাড় ডিঙাতে হচ্ছে। ফলে মাইলখানেক এগুনোর পরই থামতে হচ্ছে ঘোড়াকে দম নিতে। নিয়মিত ট্রেইল ধরে এগুলে ওদের এই বাড়তি কষ্টটুকু হত না। কিন্তু উপায় নেই। এটা মেক্সিকান এলাকা, এখানে হরহামেশাই ট্রেইলে ডাকাতি হয়। মেক্সিকান দস্যুরা সুযোগ পেলেই গ্রিংগো আমেরিকানদের ওপর হামলা করে লুটপাট করে।

সান্তা ফে পর্বতের দুর্গম পথ পেরিয়ে ওরা আবার নিয়মিত ট্রেইলে ফিরে এলো। কিন্তু ট্রেইলে লংম্যানের কোনো ট্র্যাক নেই। পর্বত ডিঙানোর পর পরই যেন সে একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কুইনেল পথ চলতি কয়েকজন মেক্সিকানকে জিজ্ঞেস করেও লংম্যানের কোনো হদিস বের করতে পারলো না। এর পরেও অনেক খুঁজলো ওরা। নেই! লংম্যান যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ভিতরে ভিতরে অক্ষম রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে টম অন্ধের মতো সামনে ঘোড়া ছোটালো। কুইনেল অনুসরণ করলো নীরবে। টমকে শান্ত করার জন্য কোনো সান্ত্বনার কথা শোনালো না। কারণ, লংম্যানের ট্র্যাক না পেয়ে মনে মনে সেও অনেকখানি দমে গেছে। তার

বইঘর.কম

চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে হতাশার ছাপ।

নুড়ি পাথরে ভরা ট্রেইলটা শেষ হতেই হঠাৎ মাটিতে লংম্যানের ট্র্যাক খুঁজে পেলো ওরা। টেক্সাস প্যানহ্যাণ্ডেলের ট্রেইল ধরে স্টেকড্ প্লেইনের মুক্ত অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে সে। কোনো তাড়াহুড়ো করছে না, ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্তে এগুচ্ছে।

লংম্যানের ট্র্যাক পেয়ে টমের মুখের পাথর নরম হলো। হাসি ফুটলো কুইনেলের মুখে।

নাগাড়ে পথ চলছে ওরা। যতই সামনে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে জনবসতি কমছে। এক সময় দেখা গেল কোথাও কোনো ঘরবাড়ি নেই। চারধার ফাঁকা, জনমানবহীন, ধু-ধু প্রান্তরে তাপতরঙ্গ ডাকিনী নৃত্য করছে শুধু।

আর ট্রেইলে এক এক করে ফুটে উঠছে অসংখ্য কোমানচি আর কিওয়া ইণ্ডিয়ানদের নালবিহীন ঘোড়ার খুরের দাগ।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো কুইনেল। তারপর কেমন এক বেসুরো ভীয়ার্ত গলায় বললো, 'সিনর! সামনে ইণ্ডিয়ান এলাকা—'

কুইনেলের গলার স্বরে আত্মবিশ্বাসের অভাব, চোখেমুখে ভীষণ উদ্বেগ আর ভয়।

টম স্থির চোখে কুইনেলকে একমুহূর্ত দেখে শান্ত অথচ কঠিন স্বরে বললো, 'এতদূর এসে আমাদের ফেরা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু সিনর…'

'কোনো কিন্তু নয়, চলো,' বলে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো টম।

'ঠিক আছে,' হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বললো কুইনেল।

এরপরে ওরা দিনে পাহাড়ের খাঁজে আত্মগোপন করে রাতে পথ চলতে শুরু করলো। এতে লংম্যানের ট্রেইল হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা

Boighar.com

থাকলেও ইণ্ডিয়ান ওয়ারপার্টির হাতে ধরা পড়ার ভয় অনেকটা কমে গেল। ইণ্ডিয়ানরা সাধারণত রাতে বাইরে বের হয় না।

এভাবেই কেটে গেল একটা সপ্তাহ। সঙ্গে খাবার নেই, পানি নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণায় বড় কাতর অবস্থা এদিকে যতই সামনে এগুচ্ছে ট্রেইলের সর্বত্র ইণ্ডিয়ান ওয়ারপার্টির চিহ্ন চোখে পড়ছে, সেই ভয়ে শিকারের ঝুঁকি নিতেও সাহস পাচ্ছে না। অথচ দিনকে দিন অসহনীয় কষ্টের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। একবার ছোট একটা বালিয়াড়ির ঢালে ক্যাম্প করছিল ওরা। সেখানে দেখলো, মাত্র আড়াই'শ গজ দূর দিয়ে ইণ্ডিয়ান ওয়ারপার্টি একদল গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাথে আরো পাঁচ সাতটা প্যাকহর্স, দুটো ওয়াগন।

দিনের সাথে সাথে মাইলের পর মাইলও পেছনে পড়ছে। লং-ম্যানের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে, তবু নাছোড়বান্দার মতো এগিয়ে চলেছে টম। পথশ্রমে ওর স্বাস্থ্য অনেকখানি ভেঙে গেছে। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে। চোখের নিচে পুরু হয়ে জমেছে কালি। কেবল তারা দুটো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জ্বলছে ধকধক করে।

অবশেষে একদিন সকালে ভয়ঙ্কর ইণ্ডিয়ান এলাকা পেরিয়ে প্যান-হ্যাণ্ডেলে পৌঁছালো ওরা। এখানে ওরা দেখলো অসংখ্য গরুবাছুরের ট্রেইল সোজা উত্তরে চলে গেছে। চারদিকে ঝলমল করছে নরম সোনালি রোদ, ফুরফুরে বাতাস বইছে। টম মুক্তির আনন্দে বুকভরে পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'যাক! বিপদ কেটে গেছে। আমরা টেক্সাসের কাউ ট্রেইলে পৌঁছে গেছি। এই ট্রেইল ধরেই টেক্সাসের অর্ধেক গরু চালান যায়।'

'সি, সিনর। কিন্তু গরুগুলো যায় কোথায়?'

'কানসাস উত্তরে। সম্ভবত ওখানেই যায়।'

বইঘর.কম

তবু গরুগুলোর গন্তব্য সম্পর্কে টম নিশ্চিত হতে পারে না পুরো-পুরি। তাই ট্রেইলের ধারেই ক্যাম্প করলো ওরা। উদ্দেশ্য, পথচলতি কোনো ট্রেইল ড্রাইভারের কাছ থেকে জেনে নেবে কোথায় যাচ্ছে তারা।

বেশি অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। দিগন্তের ধুলোর মেঘের ফাঁক দিয়ে দূরে আরেকটা গরু পালকে এগিয়ে আসতে দেখলো ওরা।

অপেক্ষায় রইলো ওরা। যখন কাছাকাছি হলো পাল তখন দেখলো কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড তাড়িয়ে নিয়ে আসছে অসংখ্য লংহর্ন গরুবাছুর।

কুইনেল বললো, 'সিনর, আমরা লংম্যানের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছি ঠিক। কিন্তু ব্যাগভর্তি সোনা নিয়ে একটা লোক কোথায় যেতে পারে একবার ভাবো দেখি? সেও কি উত্তরে যাবে না। এই ট্রেইলের শেষে এমন কোনো শহরে যেখানে একটু ফুর্তি করা যাবে?'

অনিশ্চিত সুরে টম বললো, 'হতে পারে।'

সেই গরু পালটা যখন আরো কাছে এগিয়ে এলো, টম আর কুইনেল এগোলো ওদের দিকে। টম চাপা স্বরে সাবধান করে দিলো কুইনেলকে, 'লংম্যানের কথা কিছু বলবে না। আমি চেষ্টা করে দেখি ট্রেইল ড্রাইভারের কাজ জুটিয়ে নেয়া যায় কিনা। তাহলে এদের সাথেই চলে যেতে পারব জায়গামত। পথে আমাদের খাওয়ার কষ্টও আর হবে না।'

টম আর কুইনেল এগিয়ে গিয়ে একজন মধ্যবয়সী কাউহ্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করলো, 'সিনর, তোমরা কোনদিকে যাচ্ছো?'

লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টম আর কুইনেলকে একটু জরিপ করে কর্কশ কণ্ঠে বললো, 'অ্যাবেলেইন।'

'অ্যাবেলেইনে কেন?'

Boighar.com

'রেলরাস্তা আছে ওখানে।'

'তোমাদের এই পালের নেতা কে?'

'চ্যানট্রি।' মাথা ইশারায় লোকটা বললো, 'ওই যে লাল শার্ট পরা যাকে দেখছো ও।' সামনে বাড়লো কাউহ্যাণ্ড, টম আর কুইনেল অপেক্ষা করতে লাগলো।

ভ্রূ কুঁচকে এগিয়ে এলো ওদের কাছে চ্যানট্রি। লোকটার বয়স বেশি নয়, পঁত্রিশ-ছত্রিশ হবে। রুক্ষ মেদহীন মুখে লালচে দাড়ি। লম্বা, ছিপছিপে গড়ন। চোখ ছোট করে খানিক সন্দেহের দৃষ্টিতে টম ও কুইনেলকে দেখে নিয়ে খসখসে গলায় সে জানতে চাইলো, 'কি চাই, মিস্টার?'

টম বললো, 'আমি টম ব্লেইন, ও রোনান কুইনেল। আমরা ইণ্ডিয়ান এলাকা পার হয়ে আজ সকালেই এখানে পৌঁছেছি, ক্যানসাসের দিকে যাবো। কিন্তু আমাদের সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে গেছে, তাই আমাদের দুজনকে কাউহ্যাণ্ডের কাজে নিলে…'

'গরুর কাজ জানো?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো টম।

'ঘোড়ার?'

আবারো মাথা ঝাঁকালো টম।

চ্যানট্রি নীরস গলায় বললো, 'ঠিক আছে, রেড রিভার পেরোনোর সময়ে আমরা দুজন লোক হারিয়েছি তার জায়গায় তোমাদের নিতে পারি। মাথাপিছু দশ ডলার পাবে অ্যাবেলেইন পর্যন্ত; সাথে খাবার। আরেকটা শর্ত আছে, লড়াই বেঁধে গেলে পালানো চলবে না—আমাদের সাথে লড়াই করতে হবে। আর যদি গরু চুরির মতলব থাকে, গুলি খেয়ে মরতে হবে। রাজি?'

বইঘর.কম

টম হেসে মাথা ঝাঁকালো। 'রাজি।'

চ্যানট্রি ওদের কাছ থেকে চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালো, বললো, 'এখন থেকেই তোমরা কাজে লেগে যাও। ডানদিকের গরুর পালের কাছে রোজারিওকে পাবে, ওর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ভয়াবহ এক অনিশ্চয়তা, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে এই প্রথম টম একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সান্তা ফে থেকে এ পর্যন্ত সারাটা পথ তারা প্রায় অনাহারেই কাটিয়েছে। মাংস ফুরিয়ে যাবার পর ইণ্ডিয়ানদের ভয়ে শিকার করতে পারেনি, আগুন জ্বালতে পারেনি। সারাটা পথ কেটেছে প্রবল এক আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার ভেতরে।

ওরা মেক্সিকান র‍্যাংলার রোজারিওকে চ্যানট্রির নির্দেশ পৌঁছে দিয়ে কাজ বুঝে নিলো। জানা থাকলে কাউহ্যাণ্ডের কাজ ততটা কঠিন নয়। গরুর পালটা যাত্রা শুরু করলে আগের গরু যেদিকে ছোটানো হবে পেছনেরগুলো সেদিকেই তার পিছু পিছু ছুটবে। তবে মাঝে মধ্যে পালের সাথে কিছু বেয়াড়া গরু থাকে। সুযোগ পেলেই ওরা দল ছেড়ে অন্যদিকে যাবার চেষ্টা করে। আর কাউহ্যাণ্ডের কাজই হচ্ছে সেই গরুকে দলের সাথে ধরে রাখা।

বিকেলের দিকে ড্রোভারদের খাবার পরে ওদের খাবার সুযোগ হলো। খেতে বসে টম বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ রকম কতদিন ধরে চলছে?'

বাবুর্চি সন্দেহের চোখে টমকে দেখতে দেখতে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'এরকম কতদিন ধরে চলছে মানে?'

টম হেসে বললো, 'মানে এই ক্যাটল ড্রাইভ আর কি।'

Boighar.com

'বছর দুয়েক,' স্থির দৃষ্টিতে টমকে আরেকবার দেখে নিয়ে জবাব দিলো বাবুচি। 'টেক্সাসের দরকার সোনা, আর উত্তরের মাংস। আর অ্যাবেলেইনে আছে রেলরাস্তা।'

টম বললো, 'অ্যাবেলেইনে এই পাল চালান দিয়ে আবার নতুন পালের জন্য ফিরে যাও তোমরা?'

লোকটা মাথা নাড়লো। 'না, বছরে একটার বেশি গরুর পাল কেউ চালান দিতে পারে না।'

'আসার পথে নিশ্চয় অনেক ভবঘুরের সাথে দেখা হয়েছে তোমাদের?' যেন কথার কথা এভাবে প্রশ্নটা করলো টম।

লোকটা মাথা নাড়লো। 'খুব বেশি না।'

'সবার চেহারা তোমার মনে আছে?'

'মোটামুটি।'

টম লংম্যানের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম কোনো লোককে দেখেছো?'

'তুমি আইনের লোক?'

টম মাথা নেড়ে বললো, 'না, ওর সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে।'

ঢিল পড়লো বাবুচির সতর্কতায়। 'আমি অমন কাউকে দেখিনি।'

খাওয়া দাওয়া শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কাজে ফিরে গেল টম।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর পিস্তল আর রাইফেল তেল দিয়ে পরিষ্কার করলো ও।

আস্তে আস্তে দিন যায় রাত যায়। পথের শেষ হয় না। টম ভিতরে ভিতরে ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। একবার ভাবে চুপচাপ কাউকে না বলে একাকী উত্তরে রওনা হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয় ট্রেইল

বইঘর.কম

বস চ্যানট্রি তাকে বিশ্বাস করে কাজে নিয়েছে, তাছাড়া কুইনেলকে এক হাজার ডলার দেয়ার আশ্বাস দিয়েছে, সেটারও ব্যবস্থা করতে হবে।

গেল না টম। নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করলো ও। অ্যাবেলেইনে পৌঁছালে লংম্যানের সাথে তার দেখা হবে। এ ব্যাপারে সে মোটামুটি নিশ্চিত। তখন লংম্যানকে মোকাবেলা করতে হবে পিস্তল হাতে। লংম্যান ক্ষিপ্র বন্দুকবাজ।

এসব ভাবনার মাঝেই হঠাৎ টমের বাফেলো টাউনের কথা মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রিয় মুখ, রোমির কথা মনে হতেই বুক ব্যথিয়ে ওঠে ওর, শ্বাসকষ্ট হয়। নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। নিশুতি রাতে উঠে বসে টম আচ্ছন্নের মতো শুধু রোমির কথাই ভাবে। ভিতরে এক অবিরল অস্থিরতা বুকে মৃদু ঘাই মারে। রোমিকে ছেড়ে চলে এসেছে সে কতদূরে!

দু'সপ্তাহ শেষ হয়ে তিন সপ্তাহ হতে চললো, অ্যাবেলেইনের পথ আর শেষ হতে চায় না। আবার টমকে সেই অস্থিরতা ছেঁকে ধরে। কাজকর্ম সব কিছু কেমন নীরস লাগে। ভাবে, আসলে এই ক্যাটল ড্রাইভের সাথে যোগ দিয়েই তার ভুল হয়েছে। নইলে আরো অনেক আগেই সে অ্যাবেলেইনে পৌঁছে যেতে পারতো।

এক বিকেলে বহুদূর থেকে কুঁই কুঁই স্বরে বিলাপের মতো হঠাৎ দূরাগত ট্রেনের হুইসেল কানে হানা দেয়। আস্তে আস্তে ঝিক্ ঝিক্ করে মাদকতাময় একটা শব্দ কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। আনন্দের একটা কোলাহল পড়ে যায় সারা আউট-ফিটে।

ওই দিন রাতেই টম আর কুইনেল চ্যানট্রির কাছ থেকে তাদের মজুরি বুঝে নিয়ে শহর অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

Boighar.com

রাতের অন্ধকারে ওরা অ্যাবেলেইন শহরে ঢুকলো। রাস্তায় সারি সারি রেলকার গরু বোঝাইয়ের অপেক্ষায় আছে। স্যালুনের খোলা বারান্দায় বসে গরু ব্যবসায়ীরা মদ খেয়ে হৈ-হট্টগোল করছে। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা; বাকবোর্ড, ওয়াগন আসছে যাচ্ছে। রাতের বেলাতেও এমন সরগরম প্রাণবন্ত শহর এর আগে দেখেনি টম। পশ্চিমের বেশির ভাগ শহরই সন্ধ্যা হলে নিঝুম হয়ে যায়।

একটা হোটেলের সামনে হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে রেখে টম লংম্যানের খোঁজখবর শুরু করলো। ঘুরে ঘুরে প্রতিটা হোটেল, স্যালুন আর ক্যানটিনায় একই কথা জানতে চাইলো সে।

প্রত্যেক জায়গাতে প্রায় একই রকম জবাব পেলো। 'দুঃখিত, মিস্টার, এ নামে কেউ এখানে আসেনি।'

হঠাৎ টমের খেয়াল হলো লংম্যান এখানে এসে ছদ্মনাম ব্যবহার করছে না তো। কারণ, পশ্চিমের সব কটি শহরেই আউট-লদের নামধাম সহ বর্ণনা পৌঁছে গেছে। কাজেই লংম্যানের আসল নাম গোপন করাটাই স্বাভাবিক।

টম এবার তার প্রশ্নের ধরন পাল্টালো। হোটেল-ক্লার্কদের কাছে লংম্যানের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম কোনো লোক গত এক সপ্তাহে তোমার হোটেলে উঠেছে?'

কিন্তু এতেও কোনো কাজ হলো না। কেউ লংম্যানের সন্ধান দিতে পারছে না। আদৌ লোকটা শহরে এসেছে কিনা এ ব্যাপারেই টমের মনে সন্দেহ জাগলো।

ক্লান্ত হয়ে অনেক রাতে হোটেলে ফিরলো সে। রাতটা কাটালো ছটফট করে। পরদিন ভোরে উঠেই আবার লংম্যানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

বইঘর.কম

সকাল বেলায় শহরটা বড় শান্ত। কোনো হৈচৈ নেই। রাস্তায় লোক চলাচলও অনেক কম। অনেক রাত অবধি জেগে এখন বেশির ভাগ লোকই ঘুমাচ্ছে। স্যালুনের বারে লোকের তেমন ভিড় নেই। রাস্তা দিয়ে একজন কাউহ্যাণ্ড হেঁড়ে গলায় একটা গান গাইতে গাইতে গরুর পালের কাছে ফিরে যাচ্ছে। একটা হোটেল চত্বরে কজন মাতাল পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে।

লংম্যানের খোঁজে দুপুর পর্যন্ত শহরের সবগুলো জায়গা চষে ফেললো টম। কোনো হদিস পেলো না। শেষ পর্যন্ত ওর মনে একটা বিশ্বাস জন্মালো যে লংম্যান অ্যাবেলেইনে আসেনি।

ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত বিরস মন নিয়ে টম হোটেলে ফিরে এসে না খেয়েই শুয়ে পড়লো। অনেক রাত অবধি ঘুম এলো না ওর। এই অসফল জীবনের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষোভে, ধিক্কারে ভাগ্যকে সে গালাগাল করলো। তার ভাগ্য তাকে কোনো সফলতা দেয়নি। যতবারই সে ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়িয়েছে ততবারই মুখ থুবড়ে পড়েছে আরো নিচে।

পরের দিন সকালে কুইনেলকে নিয়ে আবার বেরুলো সে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় প্রতিটা লোককেই খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করে দেখলো তারা।

না। লংম্যান কোথাও নেই। সব অচেনা মুখ।

আজ সকাল থেকেই রাস্তায় গরুর ঢল নেমেছে। অপেক্ষমাণ রেলকারে শ'য়ে শ'য়ে গরু বোঝাই করা হচ্ছে। চারদিকে গরু আর মানুষের মিলিত চিৎকার চেঁচামেচিতে পরিবেশ মুখর। কোনো কথা বলতে হলে কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছে।

একটা গরুর খোঁয়াড়ের সামনে এসে কুইনেল টমের শার্টের আস্তিন

Boighar.com

খামচে ধরলো। বললো, 'সিনর, আমি লংম্যানকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তুমি তার যে বর্ণনা দিয়েছো তাতে আমার মনে হয় ওই লোকটাই লংম্যান।' তর্জনী তুলে রেলকারের পাশে দাঁড়ানো একটা লোককে দেখালো সে।

এক নজর দেখেই লংম্যানকে চিনতে পারলো টম। রেলকারের পাশে দাঁড়িয়ে দুজন মধ্যবয়সী লোকের সাথে কথা বলছে। লোক দুজনের ভাব ভঙ্গিতে লংম্যানের প্রতি একটু অতিরিক্ত সমীহের ভাব।

লংম্যানের পরনে দামী পোশাক। ঘরে তৈরি সুতি প্যান্ট আর ছাইরঙা কোট। মাথায় মেক্সিকান সমব্রেরো। পরিষ্কার ঝকঝকে দাড়ি গোঁফ কামানো চেহারা। হঠাৎ দেখলে চেনার উপায় নেই। গরু ব্যবসায়ীর ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে খুব কায়দা করে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করেছে লংম্যান। কিন্তু টমের চোখকে সে ফাঁকি দেবে কি করে! শত বৎসর পরে দেখলেও ওকে চিনতে তার একটুও ভুল হবে না।

হঠাৎ টমের ভিতরে হিংস্র পশুটা হুঙ্কার দিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। সীমাহীন ক্রোধে স্বাভাবিক চিন্তাক্ষমতা লোপ পেলো তার। ফলে খেয়াল করলো না গরুর খোঁয়াড়ের ডান দিকে মার্শালের অফিসের সামনে তার ছবিটা আরো দুটো ওয়ানটেড পোস্টারের পাশে সাঁটানো আছে, নিচে বড় বড় হরফে লেখা: জীবিত অথবা মৃত, দশ হাজার ডলার পুরস্কার।

কুইনেলের দিকে তাকালে টম দেখতে পেতো, বড় চোখে, অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে পোস্টারগুলোর দিকে। ধীরে ধীরে ওর চোখের দৃষ্টি পালটে যাচ্ছে, সেখানে ঘনিয়ে উঠছে লোভ।

টম লংম্যানের কাছে পৌঁছে প্রায় মেঘগর্জনের সুরে বললো, 'লংম্যান, মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়া···বহুকষ্টে তোর নাগাল

বইঘর.কম

পেয়েছি…' ভয়ঙ্কর রাগে ওর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এলো।

চমকে উঠলো লংম্যান। চেহারা বিবর্ণ হলো, একটু কুঁকড়ে গেল। কিন্তু সে শুধু একমুহূর্তের জন্য, তারপরই দ্রুত সামলে নিয়ে চোখে মুখে ছদ্মবিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বললো, 'তুমি আমাকে বলছো, মিস্টার ? আমি লংম্যান নই, আমার নাম ড্যান কর্টেয।'

লংম্যানের কথা টমের কানে পৌঁছালো না। আচমকা সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য খেপা উন্মাদের মতো প্রচণ্ড চিৎকার করে লংম্যানের দিকে ঘোড়া উঠিয়ে দিলো। 'বেজন্মা…তোর জন্য আজ আমার এই অবস্থা —আজ তার বদলা নেবো!'

লংম্যানের পাশে দাঁড়ানো লোক দুজন আঁতকে উঠে ত্বরিতবেগে দূরে সরে গেল, কিন্তু লংম্যান সরে গিয়ে সারতে পারলো না। তার আগেই টমের ঘোড়ার কাঁধের ধাক্কায় খোঁয়াড়ের বেড়ার উপরে ছিটকে পড়লো।

পড়ে গিয়ে পরমুহূর্তে বেড়ালের মতো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়ালো দস্যু। ভোজবাজির মতো অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় পিস্তল উঠে এলো তার হাতে। বাঁ হাতে হ্যামার টানলো, কিন্তু ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলো না।

লংম্যান যখন খোঁয়াড়ের বেড়ায় ছিটকে পড়ে তখনি টম বের করেছিল নিজের পিস্তল, এখন শুধু সে আস্তে করে ট্রিগারটা টিপে দিলো।

বুলেটের ধাক্কায় থরথর করে কেঁপে উঠলো লংম্যান। কুঁজো হয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে দুই হাতে বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো।

মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গিয়ে আবার খানিকটা উঠে বসলো লংম্যান। পিস্তল ধরা ডান হাতটা উঁচু করলো, অস্থির কম্পমান হাতে লক্ষ্য স্থির করলো পিস্তলের। কিন্তু হাতটা বশে থাকছে না তার, বার বার কেঁপে গিয়ে লক্ষ্য সরে যাচ্ছে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় লক্ষ্য স্থির

Boighar.com

করে ট্রিগারটা টিপতে পারলো সে। কিন্তু দু'দে লক্ষ্যভেদী লংম্যান এই অন্তিম মুহূর্তে তার জীবনের শেষ গুলিতে লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হলো। গুলিটা টমের মাথার দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে আস্তে উঠে গেল।

টম পিস্তলের হ্যামার টানলো দ্বিতীয় গুলি করার জন্য—তখনি তার চোখের পর্দায় টুকরো টুকরো কত কি লাফ মেরে উঠে এলো। ম্যাক্সের বুক থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে···তুজন স্টেজ গার্ড মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল। মিসেস জেকব স্বামীর প্রাণহীন দেহ আগলে বসে আছে, দু'চোখের অবিরল অশ্রুধারা গাল ভিজিয়ে দিচ্ছে তার, তারপর লজ্জায় অপমানে মুক মেরি···ইণ্ডিয়ান হ্যাক্সাবানির সব স্ত্রীর লাশ এক এক করে ঘোড় দৌড়ের মতো ছুটে এলো।

আর গুলি করতে প্রবৃত্তি হলো না তার, মনে হলো এই ঘৃণিত পশুটার জন্যে একটা বুলেট খরচও অপচয়, তাই লাগাম টেনে আস্তে আস্তে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলো সে।

কিন্তু সে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই পিছন থেকে একটা পিস্তল গর্জে উঠলো। টম কিছু বুঝে ওঠার আগেই উরুর মাংস-পেশীতে তপ্ত সীসার ছ্যাঁকা খেলো।

ততক্ষণে ওর ঘোড়া কুইনেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কুইনেল দ্বিতীয়বার পিস্তলের ট্রিগার টেপার সুযোগ পেলো না, ওর চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিলো টম, তারপর পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করলো।

আর্তনাদ করে স্যাডল থেকে লুটিয়ে পড়লো কুইনেল।

একবার মনে হলো টমের লোকটাকে শেষ করে দেয়, তারপর ভাবলো এর সাথে অনেকটা সময় একত্রে কাটিয়েছে সে ভয়ঙ্কর ইণ্ডি-য়ান এলাকায়। তুজনেই সমান সহ্য করেছে অসহনীয় ক্ষুধা তৃষ্ণার

বইঘর.কম

জ্বালা। তখন তাদের বন্ধুত্ব ছিল কি আন্তরিক! কিন্তু কখন যেন সেই বন্ধুত্বে স্বার্থের ভেজাল ঢুকে গেছে। টম পিস্তলটা নামিয়ে নিলো।

খোলা পিস্তল হাতে টম রক্ত চোখে তাকালো চারপাশে। গরু ব্যবসায়ী দুজন খোঁয়াড়ের দরজার আড়ালে আতঙ্কিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে।

টম ওদের উদ্দেশে ধারালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'ড্যান কটেয কোন হোটেলে উঠেছে?'

'ড্রোভার'স হোটেলে,' গরু ব্যবসায়ীদের একজন তোতলানো গলায় জবাব দিলো

'গরু কেনার জন্য তোমাদেরকে কোনো টাকা দিয়েছে ও?'

'এখনো দেয়নি, তবে দেয়ার কথা ছিল।'

টম ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে ড্রোভার'স হোটেলের দিকে রওনা হবার সময় কুইনেলকে দেখিয়ে বললো, 'ওকে তাড়াতাড়ি তোমরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

চোদ্দ

ড্রোভার'স হোটেলের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টানলো টম। দ্রুত পায়ে হোটেলে ঢুকলো। বিশাল শান্ত রিসেপশনে কোনো লোকজন নেই। এক কোণে সিঁড়ির মুখে টেবিলের ওপর মুখ গুঁজে

Boighar.com

বসে আছে কেরানী।

টম সরাসরি লোকটার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে খুব জরুরি গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'আমি ড্যান কর্টেযের সাথে দেখা করবো, ওর রুম নম্বর কত?'

কেরানী লোকটা মাথা তুলে বললো, 'দোতলার চোদ্দ নম্বর কামরা কিন্তু ড্যান কর্টেয তো বাইরে গেছে—'

ততক্ষণে টম অর্ধেক সিঁড়ি উঠে গেছে। দুই লাফে বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে নির্জন করিডরে ঢুকলো ও। করিডরের একেবারে শেষ প্রান্তে চোদ্দ নম্বর কামরা। দরজায় তালা ঝুলছে।

টম দরজার কাছ থেকে দু'পা পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি চালালো কবাটে। পলকা তালা, এক লাথিতেই ভেঙে দরজা হাট হয়ে গেল।

ভিতরে ঢুকে দ্রুত চারপাশটা জরিপ করে দেখলো টম। তোশকের একটা জায়গা সামান্য উঁচু হয়ে আছে। একটানে তোশকটা খাটের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতেই স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি ট্রাউস স্যাডল-ব্যাগটা পেয়ে গেল। সম্মোহিত চোখে কয়েকটা মুহূর্ত ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর হুঁশ হতেই ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে নিলো খাট থেকে, কাঁধে ফেলে দৌড়ে নেমে এলো নিচে

সিঁড়ির মুখে কেরানীর সাথে দেখা হলো। লোকটা টমকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করলো না। বরং ওকে দেখে যেন সাপ দেখার মতো চমকে সরে গেল পেছনে।

রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়ালো টম। একটা ছেলে তীরবেগে মার্শালের অফিসের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সময় নষ্ট করলো না টম। সাত-তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চাপলো।

বইঘর.কম

খানিক বাদে পেছনে মার্শালের চিৎকার শুনতে পেলো সে। ওকে থামানোর জন্য ফাঁকা গুলি ছুড়লো মার্শাল। টম ঘোড়ার পেটে স্পার চালিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে, একটা মেসার ওপর উঠে এসে ঘোড়ার গতি সামান্য শ্লথ করলো ও। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। বহুদূরে, বিশাল ঢেউ খেলানো ঘাসের সমুদ্র পেরিয়ে আবছায়া মতো শহরটাকে দেখা যাচ্ছে। কালো কালো বিন্দুর মতো কয়েকটা গরুর পাল চরছে উত্তরে যাবার অপেক্ষায়। শহর ছেড়ে একটা একা ঘোড়ার গাড়ি বেরিয়ে এসে ডানদিকে মোড় নিয়ে পুবে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল। তার একটু পরই একদল ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো শহর ছেড়ে।

পসি বাহিনী।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবানোর আগে দিগন্তে ধুলো ঝড়টা আরেকবার তাকিয়ে দেখলো টম। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ওরা। কিন্তু উদ্বিগ্ন হলো না টম, ভয়ে বুক কাঁপলো না একটিবারও। পসি বাহিনীর চেয়ে পাঁচ মাইল পথ বেশি এগিয়ে আছে সে। এছাড়া ওর ঘোড়াটা তিনদিন টানা বিশ্রাম পেয়েছে, ইচ্ছে মতো ওকে ছোটাতে পারবে।

চলতে চলতে কাঁধের ব্যাগে হাত রাখলো টম। খুব ভাল লাগছে, এই প্রথম বুক জুড়ে একটা সত্যিকারের আনন্দের প্রবাহ টের পাচ্ছে। স্টেজ ডাকাতির সিংহভাগ অর্থ এখন উদ্ধার হয়েছে। লংম্যান মৃত। বাকি আছে রাউলি আর হারডিন। তারপর? তারপর সে রোমির কাছে ফিরে যাবে।

অনেকক্ষণ পর, ধীরে ধীরে টমের ভিতরকার উত্তেজনা থিতিয়ে আসে। তখনি ভূতের মতো শরীর মনে চেপে বসে ক্লান্তি অবসাদ।

Boighar.com

চোখ বুজে ঘোড়ার কাঁধে গা এলিয়ে দেয় সে। ঘোড়াটা একা একাই সমান গতিতে ছুটে চলে।

চারধারে জমাট নিস্তব্ধ পরিবেশে টম রোমির মুখখানা কল্পনায় দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মুখখানা অনেক চেষ্টাতেও মনে আসে না। শেষে বিরক্ত হয়ে এক সময় হাল ছেড়ে দেয় সে।

সকালে আকাশে হালকা মেঘ ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য বেরিয়ে এসেছে। এখন মধ্যগগনে প্রচণ্ড উত্তাপ ঝরাচ্ছে। লু বইছে। গরমে দরদর করে ঘামছে টম।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে টম ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনলো। কিছুদূর প্রায় হন্টন গতিতে এগোল। তারপর থেমে মিনিট পনেরো ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দিয়ে আবার জোর কদমে ঘোড়া ছোটালো। এভাবে কখনও ঊর্ধ্বশ্বাসে কখনও ধীরগতিতে ঘণ্টা দুয়েক পথ চলে একটা ঢালু জমিতে এসে ক্যাম্প করলো সে।

টমের সঙ্গে কোনো খাবার নেই। একটা ঝরনা খুঁজে নিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেলো। ঘোড়াটাকে খাওয়ালো। তারপর ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে পিছনের ট্রেইলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলো সে। শূন্য ট্রেইল। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। ধুলো উড়ছে না কোথাও। শুধু তাপতরঙ্গ খেলছে। টম অনুমান করলো, পসি বাহিনী তার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে।

দুপুরের ঘণ্টা দুই পরে পিছনে গুলির আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠলো সে। দূরে, একেবারে দিগন্তে সাত আটটা কালো কালো চলমান বিন্দু চোখে পড়লো। ওরা তাকে ভয় দেখানোর জন্য ফাঁকা গুলি ছুড়ছে।

টম আপন মনে হেসে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবালো। স্পারের

বইঘর.কম

খোঁচা খেয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে দুর্বার গতিতে ছুটতে শুরু করলো।

গুলির আওয়াজ শ্রবণ সীমার বাইরে চলে যেতেই আচমকা প্রেইরির বুকে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কেবল গরম বাতাসের ঘাসের ডগায় কাঁপন জাগানো আর ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই চারপাশে।

টম টুপি খুলে আকাশের দিকে তাকালো। রোদ পড়ে এসেছে। আগের মতো গরমের তীব্রতা নেই। রাতের অন্ধকার নেমে এলেই তার বিপদ কেটে যাবে। দিক্ পরিবর্তন করে পসি বাহিনীর নাগালের বাইরে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে সে।

দেখতে দেখতে চারধারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পশ্চিম দিগন্তে অনেকখানি অংশে আবিরের রঙ ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য। আস্তে আস্তে ফিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল বিস্তীর্ণ প্রেইরির বুকে।

রাত নামার সাথে সাথে বাতাসের গরম ভাবটা কেটে গেছে। এখন দমকা হাওয়ার মতন শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। টমের বড্ড শীত-শীত লাগে। দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ হয়। কোটের লোমশ কলারটা ঘাড়ের ওপর তুলে দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকে সে ঘোড়ার পিঠে। একবার অনেকদূরে পসি বাহিনীর লণ্ঠনের আলো চোখে পড়ে। আলো জ্বেলে ওরা তার ট্রেইল খুঁজছে। মাঝে মাঝে বাতাসে আলোটা নিবু-নিবু হয়ে যাচ্ছে, আবার উসকে উঠছে।

টম একাকী নিঃশব্দে হাসে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণে ছোটে। রাতের নিস্তব্ধতায় ছপছপ শব্দ তুলে স্রোতের অনুকূলে একাকী শীর্ণ নদী পার হয়। তারপর আবার দক্ষিণে এগোয়।

আস্তে আস্তে একটা দুটো করে আকাশে তারা ফুটতে থাকে। হঠাৎ মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসে। কৃষ্ণ পক্ষের ফিকে

Boighar.com

চাঁদ। রঙ ধরেনি ভালো করে। ফলে জ্যোৎস্না নেই তেমন।

হালকা অন্ধকারে পথের ধারে দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চহাউসগুলো দূর দিয়ে পেরিয়ে যায় টম। কারো চোখে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না।

পরদিন খুব ভোরে একটা র‍্যাঞ্চের তৃণভূমি থেকে ছাই-রঙা একটা মেয়ার ধরলো সে। হতক্লান্ত গেলডিঙটার পিঠ থেকে স্যাডল খুলে মেয়ারের পিঠে চাপালো। তারপর ওটার পিঠে উঠে বসে ভাবলো, কাল কিংবা আরো দুদিন পরে, যখন পসি বাহিনী এখানে এসে পৌঁছাবে ছিনতাইয়ের সাথে তার নামে ঘোড়া চুরির অপরাধও যোগ হবে।

ঘণ্টাচারেক পথ চলার পর ঘোড়া বদলে আবার গেলডিঙের পিঠে স্যাডল চড়ালো টম। মেয়ারটা তেজী ঘোড়া, কিন্তু গেলডিঙটার চেয়ে দমে খাটো। আর ততটা বেগবানও নয়।

ঘণ্টাখানেক পথ চলে মাইল পাঁচেক অতিক্রমের পর পেছনে হঠাৎ রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলো টম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো বহু-দূরে একজন অশ্বারোহী তাকে অনুসরণ করে আসছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালো ও, দশ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করার পর আবার তাকালো পেছন ফিরে। র‍্যাঞ্চার এখনও অনুসরণ করে আসছে। মাইল দুই-তিন পিছনে তার কালো বিন্দুর মতো অস্পষ্ট অবয়বটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।

লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো টম। তারপর রাইফেল হাতে একটা উঁচু টিলার মতন জায়গার আড়াল নিয়ে র‍্যাঞ্চারের অপেক্ষায় বসে রইলো।

র‍্যাঞ্চার কাছাকাছি আসতেই টিলার আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চারের ঘোড়ার ত্রিশ গজ তফাতে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি করলো ও।

বইঘর.কম

আচমকা গুলির শব্দে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো র‍্যাঞ্চার। তারপর আশেপাশে আরো পাঁচ-ছয়টা বুলেট ছুটে আসতে দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে লম্বা দিলো।

র‍্যাঞ্চারের অস্পষ্ট মূর্তি চোখের আড়াল হতেই টম আবার ঘোড়ায় চাপলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। রোদের তেজ নেই। টম অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে একটা ঝরনার পাশে ক্যাম্প করলো। রাতটা কাটলো ভয়ে-ভাবনায়, দুশ্চিন্তায়। পসি বাহিনী এখনো কি তাকে অনুসরণ করছে?

জিনিসপত্র গোছগাছ করে গেলডিঙের পিঠে চাপলো টম। তবে তার আগে মেয়ারের লাগাম খুলে নিয়ে নিতম্বে চাপড় দিয়ে র‍্যাঞ্চের পথে ফেরত পাঠিয়ে দিলো ওটাকে

সারাদিন একটানা পথ চললো সে। পথে কোথাও থামলো না। কেবল মাঝে মাঝে ঘোড়ার গতি কিছুটা মন্থর করে পেছনের ট্রেইলে নজর বোলালো। কিন্তু যে জন্যে বারবার পেছনে তাকানো, সেই পসি বাহিনীর কোনো নাম-নিশানাও চোখে পড়লো না। মনটা হঠাৎ বড় নির্ভার লাগলো তার, মনে হলো বুকের উপর থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেছে।

এক শরতের সুন্দর ঝলমলে সকালে টমের এই অন্তহীন যাত্রা শুরু হয়েছিল। আরেক শরৎ শেষ হতে চললো। দূর-দিগন্তে পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের মেঘ না দেখলে ও জানতেও পেতো না শরৎ শেষ হতে চলেছে, আরেকটা শীতকাল আসি-আসি করছে। বাদল-মেঘ ছিঁড়ে মাঝে মাঝে শরতের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু

Boighar.com

প্রকৃতি এবার অনেক আগেই শরৎ কালকে বিদায় জানিয়েছে। গাছ-গাছালির সবুজ পত্রপল্লব বিবর্ণ হয়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে বিষণ্ণতার সুর।

বিবর্ণ বৃক্ষরাজি, সুউচ্চ বরফের টোপর-পরা পর্বতমালা পেছনে রেখে টম একদিন শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় নতুন এক শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছায়। দূর থেকে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে শহরটাকে দেখে সে।

ছোট্ট শহর ওরো সিটি। এক নজর দেখলেই বোঝা যায় নতুন গড়ে উঠেছে। চারপাশের সবকিছুতেই নতুনের ছোঁয়া। আলগা একটা ঝকঝকে তকতকে ভাব। পুব প্রান্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল পর্বত। তার কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে শহরটা। নিচে পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা খরস্রোতা নদী শহরের ডান দিক দিয়ে কলরাডো ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে। কান পাতলেই নদীর গর্জন শোনা যায়।

ওরো সিটিতে বাড়িঘর নেই বললেই চলে। ওপরে পাহাড়ের ঢালে দু'একটা কাঠের কেবিন আছে কেবল। আর তরাইয়ের সবটুকু এলাকা জুড়ে ছোট বড় তাঁবু খাটানো। সে-সব তাঁবুর ভিতরেই আসবাবপত্র সাজিয়ে বার বানানো হয়েছে। কোনোটার ভিতরে বিছানাপত্র ফেলে হোটেলও বানিয়েছে। টম ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে ওরকমই একটা হোটেলে পাঁচ ডলার দিয়ে একটা বিছানা ভাড়া করে ফেললো।

টমের এখন ঘুমের কোনো নির্দিষ্ট রুটিন নেই। বিছানাতে শরীর এলিয়ে দিলেই ঘুম তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অথচ বাফেলো টাউনে দিনের বেলায় এক দুপুর ছাড়া আর কোনো সময়ে হাজার চেষ্টাতেও তার ঘুম আসতো না। এখন একটুতেই ঝিমুনি আসে। যখন তখন এই ঘুমের কারণ ওর অজানা নয়। সারাটা দিন ট্রেইলে ঘোড়া ছুটিয়ে

বইঘর.কম

তার শরীর এমনিতেই ক্লান্ত থাকে, ফলে একটু চুপচাপ কোথাও বসে থাকলেই চেতনার ওপর ঘুমের ঢেউ আছড়ে পড়ে।

সারাটা দুপুর ঘুমালো সে। সন্ধ্যের দিকে কাপড়চোপড় পরে শহরটা ঘুরে দেখার জন্য বের হলো। হাঁটতে হাঁটতে ওর হোটেল পেছনে রেখে অনেকদূরে চলে এলো। আরেকটু সামনে এগুলেই নদী, তারপর পাহাড়, খনি এলাকা।

দূর থেকে গর্জন শুনলে যতটা খরস্রোতা আর প্রমত্ত বলে মনে হয় নদীটা আসলে ততটা নয়। এদিকটায় নদীর স্রোত আছে ঠিকই তবে তেমন বিদ্যুৎ গতি নয়। আসলে নদীর গর্জনটা আসছে পাহাড়ের ওপরে উৎসস্থলের কাছাকাছি কোনো এক জায়গা থেকে। টম যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে নদীর উৎসমুখ দেখা যায় না, বড় একটা পাহাড় আড়াল করে রেখেছে। টম অনুমান করলো পাহাড়ের ও-পাশেই কোনো গভীর খাদে ওপর থেকে পানি আছড়ে পড়ে এমন গর্জন করছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে রওনা হলো ও। সদর রাস্তার দু'পাশে ছোট বড় তাঁবু। তার ভিতরে লোকজন দোকানপাট খুলে বসেছে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। দোকানগুলোর কোনোটার সামনে দু' তিনটে বেঞ্চি বাইরে বার করা, দোকানের কাছে অল্প কজন খদ্দের শীতের মধ্যে জবুথবু হয়ে বসে আছে। তারা বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করছে না খাচ্ছে বোঝা যায় না।

দোকানগুলো পেরিয়ে রাস্তার ডানধারে একটা বেশ বড়সড় তাঁবু দেখলো টম। ঢোকার রাস্তায় একটা বোর্ডে রঙ দিয়ে লেখা 'স্যালুন'। ভিতরে ঢুকলো ও। এক কোণে দাঁড়িয়ে তাঁবুর ভিতরটা ভালমত নজর করে দেখলো। শেষ মাথায় পিয়ানো বাজিয়ে একটি মেয়ে গান

Boighar.com

গাইছে। মাঝখানে সামান্য খোলা জায়গায় চার-পাঁচটা মেয়ে কয়েক-জন পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে নাচছে। ক্ষণে ক্ষণেই তাদের হাসির হিল্লোল ঘরের অন্যান্য কলরোলকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

টমকে দেখতে পেয়ে দুটি মেয়ে নির্লজ্জের মতো চোখ মেরে বাঁকা হেসে এগিয়ে এলো। কিন্তু হঠাৎ কি হলো, টমের পাথরের মতো শক্ত মুখচোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়ালো তারা। সামনে বাড়ানো পা টেনে নিয়ে মুখ কামড়ে অন্য এক খদ্দেরের দিকে এগিয়ে গেল।

টম টুপির কার্নিশটা আরেকটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাঁবুর ভিতরটা জরিপ করে দেখলো। না, সবগুলো মুখই অচেনা। এখানেও হারডিন নেই। হতাশায় গভীর এক ক্লান্তি ছেঁকে ধরলো তার দেহ-মনকে।

নিঃশব্দে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলো সে। আনমনে রাস্তা ধরে শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি হেঁটে গেল। দু'পাশে গাছপালা থাকায় চাঁদের আলো বাধা পাচ্ছে। রাস্তাটা অনেকদূর অবধি ঝাপসা অন্ধ-কার।

রাস্তার বাঁদিকে একটা ভাঙা ট্রলি পড়ে আছে। দুটো চাকাই ভাঙা। তার হাত দুই তিন তফাতে একটা পরিত্যক্ত খনির অতল গহ্বর শুরু হয়েছে। টম মাটি থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে সেই অন্ধ-কার গর্তে ছুড়ে মারলো। অনেকক্ষণ পর বহু নিচে থেকে টং করে একটা শব্দ এলো কানে।

ওখানে খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শহরের দিকে হাঁটা ধরলো সে। কিছুদূর হেঁটে এসে গলা ভেজানোর জন্য 'স্যালুন' লেখা তাঁবুটাতে ঢুকলো।

বইঘর.কম

আগের চেয়ে ভিতরে লোকজন এখন অনেক কম। পিয়ানোতে বসে এক সুন্দরী মেয়ে ঝলমলে সিল্কের পোশাক পরে সুললিত কণ্ঠে স্প্যানিশ প্রেমসংগীত গাইছে।

টমকে দেখতে পেয়ে ঘরের এক কোণের টেবিল থেকে একটা মেয়ে এগিয়ে এলো। টমের চোখে চোখ পড়তেই সলজ্জ কিশোরীর মতো ফিক করে হাসলো সে। টম এবার মুখ চোখ আর পাথরের মতো শক্ত করে না রেখে মৃদু হাসলো।

ভীরু পায়ে মেয়েটা টমের পাশে এসে দাঁড়ালো। মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি একা? আমার সাথে নাচবে?···নাচতে না চাইলে আমরা কথা বলতে পারি···?'

মেয়েটার বয়স বিশ-একুশ হবে, কিন্তু দেখলে মনে হয় এখনো কৈশোর চলছে। লম্বা, কিছুটা রোগাটে চেহারা। কিন্তু চামড়ায় কচি বয়সের পেলবতা। মুখাবয়বে একটা আলগা সতেজ সৌন্দর্যের আভা আছে, যা যে কোনো পুরুষের মনে ভালবাসার উদ্রেক করতে পারে।

মেয়েটিকে দেখে কেন যেন টমের রোমির কথা মনে পড়লো। নাচার ইচ্ছে প্রকাশ করতে গিয়েও সে বললো, 'নাচ···না, কথাই ভাল।'

বারটেণ্ডারের দিকে ফিরে মেয়েটি দুটো খালি গেলাস এগিয়ে দিলো। টম পকেট থেকে পয়সা বের করে মদের দাম মিটিয়ে গেলাস হাতে তার পিছু নিলো।

মেয়েটি টমকে তাঁবুর একেবারে শেষ মাথায় কোণের একটা খালি টেবিলে নিয়ে এলো। টম হাতের গেলাস দুটো টেবিলে নামিয়ে রেখে চেয়ার টেনে বসলো।

মেয়েটা তার মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি মাইনার?

Boighar.com

নতুন এসেছো এখানে ?

টম মাথা নেড়ে বললো, 'আজই এসেছি, একটা লোককে খুঁজছি। আমার ধারণা লোকটা এই শহরেই এসেছে।' টম খুব দ্রুত হারডিনের বর্ণনা দিলো ওকে। 'তুমি দেখেছো ?'

হঠাৎ মেয়েটার চেহারা পালটে গেল। হাসি খুশি মুখখানা হারডিনের নাম শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তুমি ওকে চেনো ?' হঠাৎ টমের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

মেয়েটা কোনো জবাব দিলো না। আলতো মাথা ঝাঁকালো।

টম এবার গলার স্বর নরম করে বললো, 'আমি আইনের লোক নই, আমাকে তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, ওই লোকটা অনেকগুলো মানুষের সর্বনাশের জন্য দায়ী। ওর শাস্তি হওয়া দরকার।'

এবারও মেয়েটি কোনো জবাব দিলো না। ভয়ার্ত চোখে টমের মুখের দিকে চেয়ে রইলো শুধু।

মেয়েটার ওপর টমের রাগ হয়। কিন্তু কি এক অস্বস্তিতে কঠিন হতে পারছিল না ওর ওপর। মেয়েটির কচি মুখের দিকে তাকালেই সে রোমির মুখ দেখতে পায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো টম। গলার স্কার্ফ দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ-চোখ মুছে ভাল করে তাকালো। মেয়েটা ঈষৎ শক্ত মুখে টেবিল ক্লথের দিকে চেয়ে আছে। এক হাতে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে টেবিলে।

টম ওকে প্রশ্ন করে, 'কি নাম তোমার ?'

'মেলোরি।'

'ঠিক আছে,' মদের গেলাসটা মেলোরির দিকে ঠেলে দিলো টম। 'খেয়ে নাও। তোমাকে আমি জোর করবো না, ইচ্ছে হলে বলো হারডিন কোথায়, নইলে আমি আর কারো কাছ থেকে ঠিকই জেনে

বইঘর.কম

নিতে পারব।'

'আমি ব না,' মুখ তুলে টমের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললো মেলোরি। 'তবে একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'আজ রাতের জন্য অন্তত ওকে তোমার ভুলে থাকতে হবে।'

মেয়েটা হারডিনকে বাঁচাতে চাইছে কেন? সামান্য অবাক হয়ে মেলোরির দিকে তাকালো টম। আর সঙ্গে সঙ্গে রোমির কথা মনে পড়ে গেল। ওর আদলের সাথে কি রোমির কোথাও মিল আছে! গভীর চোখে মেলোরিকে দেখলো টম। রোমির সাথে মেলোরির চেহারার কোনো মিল নেই। রোমির মুখ লম্বাটে, থুতনির খাঁজ আরো গভীর। মেলোরির মুখ পানপাতা গড়নের, থুতনিতে অগভীর খাঁজ।

তবে ওর মুখের দিকে তাকালে রোমিকে মনে পড়ে কেন? এই 'কেন'র কোনো জবাব পেলো না টম।

'ঠিক আছে,' মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো টম।

মেলোরি গম্ভীর মুখে বললো, 'ও এখানে ছিল···কিন্তু চলে গেছে।'

টম স্থির ঝকঝকে চোখে মেলোরির দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, 'কখন গেছে?'

'সময়টা বললে তুমি কিন্তু ওকে ধরতে যেতে পারবে না। তুমি আমাকে কথা দিয়েছো,' মেলোরি টমের চোখে চোখ রেখে মিনতি স্বরে বললো।

'তুমি জানো সে কোথায় গেছে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো টম।

মেলোরি মাথা ঝাঁকালো, জবাব দিলো না।

টম সামান্য ইতস্তত করে বললো, 'তুমি কি লোকটাকে ভালবাস?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লো মেলোরি। কেমন গভীর করুণ চোখে

Boighar.com

টমকে দেখতে দেখতে বললো, 'হারডিনকে আমি ঘৃণা করি। ও আমার বড় বোনকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছিল, পরে অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলেছে।'

টম মেলোরির সব কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে। তার ভেতরে তখন একটাই চিন্তা : কিভাবে ধরবে হারডিনকে।

মেলোরি খানিক অসহায়, বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে থেকে আবার বললো, 'লোকটা যতই খারাপ হোক, আমার বোন ওকে খুব ভালবাসতো শুধু সেই কারণে তোমাকে—'

টম কঠিন চোখে মেলোরির দিকে তাকায়। স্পষ্টত বুঝতে পারছে এই মেয়েটির ওপর তার রেগে যাওয়া উচিত। এসব সস্তা ভাবালুতার কোনো মূল্য নেই তার কাছে। ভিতরে ভিতরে সে মেয়েটাকে রূঢ় আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু ওহ নতমুখী বোকা মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার রাগ পানি হয়ে যায়। নীরবে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসবে সে, এই সময় মেয়েটা পিছু ডাকলো ওকে।

মেলোরি বললো, 'এই স্যালুনের মালিক ছিল হারডিন। আজ সন্ধ্যায়ই চলে গেছে শহর ছেড়ে। রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেয়েছিল ও। জীবনে কাউকে আমি এত ভয় পেতে দেখিনি তোমাকে দেখার পর ওর যেমন অবস্থা হয়েছিল। দশ মিনিটের মধ্যে পানির দামে স্যালুনটা বেচে দিয়ে চলে গেছে। গিরিপথের দিকে যাচ্ছে ও, বরফে পথঘাট বন্ধ হবার আগেই পালাবার চেষ্টা করবে।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে। তাঁবুর ভিতরের মিটমিটে লণ্ঠনের আলোগুলো দূরে থেকে অন্ধকারে ভূতুড়ে আলোর মতন লাগছে। রাস্তায় মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে।

বইঘর.কম

দু'একটা তাঁবুর ভেতর থেকে কেবল পিয়ানোতে গানের সুর বাজানোর আওয়াজ আসছে।

টম আস্তাবলে এসে অসল্যারের কাছ থেকে তার ঘোড়াটাকে ফেরত নিলো। ওটার পিঠে স্যাডল চাপাতে গিয়ে হঠাৎ কোণের একটা খয়েরি রঙের মাসট্যাঙের ওপর চোখ পড়লো ওর। বেশ তাগড়া ঘোড়া, পাগুলো শরীর অনুপাতে বেশি লম্বা।

আস্তাবলের অসল্যার লোকটা একজন মধ্যবয়সী মেক্সিকান। তীক্ষ্ণ নাক মুখ, খুতনিতে খোঁচা খোঁচা কাচা পাকা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি গভীর এবং স্থির।

অসল্যারকে ঘোড়া বিক্রির প্রস্তাব দিতেই ধুরন্দর মেক্সিকান টমের মনোভাব বুঝে নিয়ে চড়া দাম হাঁকলো। কি করবে টম! ঘোড়াটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে, এছাড়া গেলডিঙটা দীর্ঘদিন পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন আর আগের মতো ছুটতে পারে না। অল্পতেই দমে ঘাটতি দেখা দেয়।

অনেক দর কষাকষির পর অবশেষে এক'শ ডলারে রফা হলো। টম গেলডিঙের স্যাডল মাসট্যাঙের পিঠে চাপিয়ে ঘোড়ায় চেপে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর একটা রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে গিরিপথের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কিছুদূর আসতেই ওর চোখে মুখে ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারলো। সামনে ধু-ধু বরফের রাজ্য। চাঁদের আলোয় শুভ্র বরফ আয়নার মতো ঝলসাচ্ছে। তীব্র ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো টম। ঠাণ্ডার কামড় হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। হাত-মুখ কানের কোনো সাড়া নেই।

গিরিপথের মুখে তিন চার হাত পুরু হয়ে বরফ জমে উঠেছে। ঘোড়ার পা দেবে যাচ্ছে। আরো কিছুদূর এসে লাগাম টেনে থমকে

BoiRboi.com

দাঁড়ালো টম। সামনে আর যাবার পথ নেই। বড় বড় তুষার স্তূপ জমে পথটা বন্ধ হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ কিছুই ভেবে পেলো না সে। আজকে হারডিনের পিছু নিতে না পারলে কাল আর তার ট্রেইল খুঁজে পাবে না এই বিপুল বরফের রাজ্যে। তাছাড়া যে হারে ওপর থেকে বরফ গিরিপথে এসে জমছে তাতে কাল হয়তো পুরো গিরিপথটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

রাগে অসহায়তায় টমের হাত পা নিশপিশ করে, কি করবে কিছুই ভেবে পায় না। অন্ধ আক্রোশে তাল হারিয়ে স্পারের খোঁচায় ঘোড়াটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় সে।

এভাবে চলতে চলতে আচমকা একটা চোরাবালির মতো বরফের স্তূপে আটকা পড়ে গেল ঘোড়াটা। দু'পা শূন্যে তুলে দিয়ে চিঁহি করে আর্তনাদ করে উঠলো। হঠাৎ প্রবল এক ঝটকায় ঘোড়াটা বরফের স্তূপ থেকে উঠে এলো, কিন্তু ততক্ষণে টম স্যাডল থেকে ছিটকে পড়েছে নিচে।

বরফের মধ্যে ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারালো ও। নীলাভ এক অন্ধকারে ডুবে থাকতে থাকতে টম বহুদূরে কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। কে যেন তাকে বলছে, 'টম তুমি যেতে পারবে না, সামনে বরফ পড়ে গিরিপথ বন্ধ হয়ে গেছে…'

খানিক বাদে আবার যখন জ্ঞান ফিরে পেলো তখন পাশে মেলোরিকে আবিষ্কার করলো টম। প্রবল উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে ফ্যাকাশে মুখে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

টম বিড় বিড় করে অস্ফুট গলায় বললো, 'আমি যাবো, আমাকে যেতেই হবে…'

মেলোরি তার মুখের ওপর ঝুঁকে কাতর গলায় বললো, 'আজ

বইঘর.কম

আর যেতে পারবে না। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে।

টম উঠে বসলো কষ্টেসৃষ্টে। মাথা ঘুরছে।

মেলোরি টমের মাথা আর মুখ থেকে বরফের কুচি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললো, 'তোমার ঘোড়াটা পালিয়েছে, তবে চিন্তার কিছু নেই। ওটা মার্টিনেজের আস্তাবলেই ফিরে যাবে।'

টম মেলোরির কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'মেলোরি, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে…'

'তোমাকে একটু কষ্ট করে গিরিপথের মুখ পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। ওখানে আমার ঘোড়া আছে।' শক্ত করে টমকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করলো মেলোরি।

পনেরো

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো টমের। ঘরের এক কোণে লণ্ঠনের সলতেয় একবিন্দু নীলচে হলুদ আলো জ্বলছে। তাতে ঘরের অন্ধকার দূর হচ্ছে না। চারদিকে কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে অন্ধকার। বাইরে কোথাও একটা কোয়েল থেকে থেকে ডাকছে।

বিছানা থেকে নামলো টম। এই অকারণ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। স্টোভে আগুন জ্বেলে কফির পট চাপিয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালো। পুব আকাশে এখনো ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি।

Boighar.com

চারধারে কুয়াশার ভূত, অসাড় অন্ধকার বিরাজ করছে। দূরে গিরি-পথের মুখে কালো পাহাড়ের মতো ফ্যাকাশে বরফের স্তূপ চোখে পড়ছে। চালের ওপর শিশির পড়ার মতন মিহি তুষার পড়ার শব্দ হচ্ছে।

মেলোরি জেগেছে। পেছনে সোফা থেকে তার গলা শুনতে পেলো টম। 'কখন উঠেছো? আমাকে ডাকোনি কেন?'

টম জানালার কাছ থেকে সরে এসে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মেলোরির দিকে। বললো, 'কাল আমার জন্য তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, তাই ভাবলাম আরো কিছুক্ষণ ঘুমাও।'

মেলোরি হাই তুলে বললো, 'তুমি আজই যাবে?'

টম স্মিত মুখে বললো, 'হ্যা, আর একটু বাদেই।'

মেলোরি সামান্য চুপ করে থেকে ক্ষণেক ইতস্তত করে বললো, 'টম, তুমি আমার এখানেই থেকে যাও।'

টম একটা হাত মেলোরির মাথার ওপর রাখলো। বললো, 'সেটা সম্ভব নয়, মেলোরি। এক বছর হয়ে গেছে আমি বাফেলো টাউন ছেড়ে এসেছি, এবার আমি ফিরে যাবো···'

মেলোরি অনেকক্ষণ কথা বললো না, শেষে জোর করে হাসবার চেষ্টা করলো। 'আমি একটু বেশি আশা করে ফেলেছিলাম···বোকা তো!'

টম ম্লান হেসে বললো, 'দুঃখ করো না, আমার চেয়ে অনেক সুদর্শন পুরুষ তোমাকে ভালবাসবে।'

খানিক চুপ করে থেকে উঠলো মেলোরি। স্টোভের ওপর থেকে কফিপট নামিয়ে দুটো মগে কফি ঢেলে একটা টমের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

বইঘর.কম

টম মগটা হাতে নিয়ে নিবিষ্ট মনে কফি খায় আর ভাবে। একটি বছর পার হয়ে গেছে, এবার কি তার ফিরে যাওয়া উচিত? কিন্তু এখনো যে সব কাজ শেষ হয়নি। এখনো হারডিন, রাউলি বেঁচে আছে। উদ্ধার হয়নি লুটের বাকি টাকা। তাহলে হলে কি হবে? বাফেলো টাউন যে তাকে চুম্বকের মতো টানছে।

আজকে মেলোরির কাছে তার ফিরে যাবার কথা বলার পর থেকে তার ভিতরে তুমুল এক তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এর আগে বাফেলো টাউন তাকে এতটা জোরালো ভাবে কখনও টানেনি। মাঝে মধ্যে রোমির কথা ভেবে সে ফিরে যাবার কথা ভেবেছে। কিন্তু পর-ক্ষণেই বুকের মধ্যে অলক্ষ্যে পশুটা 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ···' বলে গর্জন করে উঠেছে। টম আর ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু লংম্যানের মৃত্যুর পর এই মাইনিং শহরে এসে মেলোরিকে দেখে কেন যেন বারবার রোমিকে মনে পড়ছে তার, ভেতরে ভেতরে দুর্বল বোধ করছে সে। এই ইঁদুর বেড়াল খেলা এখন আর ভাল লাগছে না তার। এছাড়া যেদিন টম বুঝতে পেরেছে দুই শীতের মাঝখানে একটি বছর পেরিয়ে গেছে, সেদিন থেকেই তার মনোবলে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেদিন থেকেই বুকের মধ্যে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ভিতর-কার যে পশুটা খেপা উন্মাদের মতো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এতদিন তার ভেতরে চোরাপথে বেনো জল ঢুকে পড়েছে।

আর আজ সকালে ফস করে মেলোরিকে ফিরে যাবার কথা বলার পর পরই যেন ওর ভেতরকার প্রতিশোধ পাগল হিংস্র পশুটার পরা-জয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। বাইরের ভাল মানুষ টম এখন যেন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে। বুকের মধ্যে ভিতরের একগুঁয়ে জেদী টমকে ঘা মেরে মেরে বলছে, 'ফিরে চলো, ফিরে চলো···'

Boighar.com

মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে একসময় ভিতরকার টম মনে করিয়ে দেয়, 'তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।'

ভালোমানুষ, নির্বিরোধী টম জবাব দেয়, 'কোনো মানুষ তার জীবনের সব কাজ, সব ঘটনা শেষ করতে পারে না। আমিও পারিনি, তাই বলে এই এক কাজের পিছনেই আমার সমস্ত জীবনটা ব্যয় করবো তার কোনো মানে নেই। আমার জীবনে আরো কাজ আছে, আরো ঘটনা আছে।'

'কিন্তু এই পৃথিবীতে তোমার আপন বলতে কেউ নেই। কোনো ঠিকানাও নেই, কাজেই তুমি একটা মহৎ কাজ নিয়ে পথে নেমেছো তা শেষ করে যাও।'

'এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই কথাটা সত্যি। ছেলেবেলা থেকেই নানা জনের কাছে মানুষ হয়েছি। কিন্তু ঠিকানা একটা আছে, বাফেলো টাউন। ওখানে আছে রোমি, আমার ভালবাসা···আর তুমি মহৎ কাজের কথা বলছিলে, মানুষ মারা কোনো মহৎ কাজ হতে পারে না। আমি আইনের লোকও নই। তুমি হয়তো যুক্তি দেখাবে হারডিন রাউলি অপরাধ করেছে, মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি। কিন্তু ওদের সবাইকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব কি একা আমার? আজ এখানে বসে আমি ওদেরকে বিশ্বস্রষ্টার হাতে বিচারের জন্য সঁপে দিলাম। তিনি ওদের শাস্তি দেবেন···আমি আর পারছি না, আমি বড্ড ক্লান্ত।'

'কিন্তু নিয়তি তোমাকে ছাড়বে না টম, প্রতিশোধ তোমাকেই নিতে হবে···'

নিজের সাথে এই খেলা খেলতে গিয়ে আচমকা মেলোরির ডাকে টমের চমক ভাঙলো। 'তোমার নাস্তা হয়ে গেছে, টম! খেতে

বইঘর.কম

এসো।'

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খেতে বসলো। চারদিক এখন অনেক ফরসা হয়ে গেছে। কিন্তু রোদের তেমন রঙ নেই। আকাশ মেঘলা। বাইরে তুষারপাত হচ্ছে শিশির পড়ার মতন মিহি কণায়।

বিদায় নেবার সময় মেলোরির দু'চোখ ছলছল করে উঠলো। 'বিদায়, টম। বেঁচে থাকলে হয়তো কোনোদিন আমাদের দেখা হবে,' ধরা গলায় কথা কয়টি বলে হাত নাড়লো মেয়েটি।

রাস্তায় দু'ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ জমে উঠেছে। গাছপালার মাথায় তুলোর মতো সাদা সাদা বরফের কণা জমে আছে। পাহাড়ের দিকে তাকালে সাদা কুয়াশার মতো বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাহাড়ের ঢালের ছোট ছোট জুনিপার, পণ্ডোরোসার ঝোপ-ঝাড়গুলোও ঢাকা পড়ে গেছে বরফের নিচে।

গিরিপথের কাছে এসে খুব হতাশ হলো টম। এখন আর ওটাকে পথ বলে চেনা যাচ্ছে না। সাদা ছোট বড় অসংখ্য বরফের স্তূপের নিচে সংকীর্ণ পথটা একেবারেই হারিয়ে গেছে। যেন কোনো কালেই ওখানে কোনো পথ ছিল না। টম জানে, পুরো শীতকাল আর ওই গিরিপথের নিশানা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ গত রাতেও ওটা ব্যবহার উপযোগী ছিল, ঘোড়াটা বিগড়ে না বসলে আর রাত না হলে টম ঠিকই পথটা পেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এক রাতেই পুরো পথটা বরফের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঝড়ো হাওয়ার মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো টম। সে ভেবেছিল, গিরিপথটা পেরিয়ে গিয়ে একবার হারডিনের খোঁজ করবে, যদি দেখা পেয়ে যায়। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এই তুষারাবৃত গিরিপথ পেরিয়ে ওপারে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব। মনে মনে ঠিক

Boighar.com

করে ফেললো টম, আজই বাফেলো টাউনের উদ্দেশে রওনা দেবে।

টম যখন বাফেলো টাউনে পৌঁছালো তখন চারদিক ঝলমল করছে সোনা রোদে। আকাশ পরিষ্কার নীল। কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। কোমল ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। টম সরাসরি শহরে না ঢুকে বোর্ডিং-হাউসের পিছনে একটা ঝোপের আড়াল থেকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শহরটাকে দেখে নিলো।

বাফেলো টাউন কোনো সময়েই পশ্চিমের আর দশটা শহরের মতো নয়। এখানে ভোর হয় অনেক দেরিতে। রাতভর স্যালুনে মদ গিলে, পোকার টেবিলে আড্ডা মেরে লোকজন বেলা অবধি ঘুমায়। সকালে তাই শহরটা একেবারে নিঝুম থাকে।

টম অবাক হয়ে দেখলো বাফেলো টাউন সেই আগের বাফেলো টাউনই আছে। এই এক বছরে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার সময়ে স্টেজ স্টেশনের কোরালে যেমন ঘোড়া তৈরি থাকতো স্টেজের জন্য, তেমনি পাঁচ সাতটা ঘোড়া আজো কোরালে দাঁড়িয়ে খড় চিবুচ্ছে। ওয়াটার ট্রাফটা থৈ থৈ করছে পানিতে। এসব দেখে ভারি ভাল লাগে ওর।

বোর্ডিংহাউসের রান্নাঘরের কাছে এসে সতর্ক চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো টম। জেন রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। প্রথমে টমকে কয়েক সেকেণ্ড সে চিনতেই পারলো না। পরনে মলিন পোশাক, দাড়িতে চুলে এক জবরজং মূর্তি দেখে তার চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

টম অপ্রতিভ গলায় বললো, 'আমি টম—'

'টম!' জেনের গলায় অকপট বিস্ময়। নিজের চোখকেই যেন

বইঘর.কম

বিশ্বাস হচ্ছে না তার। 'টম!'

টম হাসলো, 'কেমন আছো, জেন?'

জেন উত্তর না দিয়ে ভয়ার্ত চোখে রান্নাঘর থেকে ডাইনিংরুমে যাবার খোলা দরজাটার দিকে তাকালো। বললো, 'তুমি এখুনি চলে যাও, টম, কেউ দেখে ফেলবে। তুমি জানো না তোমাকে ধরার জন্য গার্ডনার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

টম মাথা নেড়ে সায় জানালো। 'আমি জানি, জেন।' টমের কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, উদাস।

'স্টেজ লুটের ঘটনার জন্য সবাই তোমাকে দায়ী করছে, টম।' কাতর গলায় বললো জেন।

টম দুর্বল কণ্ঠে বললো, 'সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছে দিক, কিন্তু তুমি, রোমি, তোমরা দুজন তো জানো আমি নির্দোষ। স্টেজটাকে বাঁচানোর জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।'

'তুমি আবার ফিরে এলে কেন? কি চাও?'

টম বললো, 'জেন, আউট-লদের কাছ থেকে আমি প্রায় একলাখ ডলার উদ্ধার করেছি। আমি সেটা গার্ডনারকে ফেরত দিতে চাই··· আর রোমির সাথে দেখা করবো।'

রোমির কথা শুনে জেন বুঝি মনঃক্ষুণ্ন হলো। মুখ কালো করে বললো, 'তারপর কি করবে?'

'আমি আবার হারডিন আর রাউলির খোঁজে বের হবো। আপাতত ওদের হারিয়ে ফেলেছি সত্যি, কিন্তু খোঁজ-খবর করলে হদিস ঠিকই পাওয়া যাবে।'

কিছুটা সময় জেন চুপ করে রইলো, তারপর ব্যাকুল গলায় মিনতি করে বললো, 'টম, তুমি যা করেছো গার্ডনারের জন্য তাই যথেষ্ট।

Boiabar.com

আমি বোর্ডিংহাউসটা বিক্রি করে দিয়েছি। আগামী সপ্তাহেই আমি পুবে চলে যাবো, তুমিও আমার সাথে চলো না। কি, যাবে, টম?'

টমের জবাব দিতে কিছুটা সময় লাগলো। এই মেয়েটাকে ব্যথা দিতে বুকে বড় বাজছে, কিন্তু কোনো উপায় নেই ওর। সে জেনের প্রত্যাশাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে খুব নরম গলায় বললো, 'আমায় মাপ করো, জেন, আমি পারবো না।'

জেনের মুখখানা কালো হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত তার কণ্ঠে কোনো স্বর ফুটলো না। তারপর বেসুরো ভাঙা গলায় বললো, 'আমি জানি, রোমির জন্যই তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে—' বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো সে—'তুমি চলে যাও! এখুনি আমার সামনে থেকে চলে যাও—'

বাইরে বেরিয়ে এলো টম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে তার। জেনকে সে আঘাত করতে চায়নি। কিন্তু এছাড়া তার আর কি-বা করার ছিল? কেউ যদি সেধে সেধে দুঃখ পেতে চায় কি করার আছে তার?

টম ভয়ে ভয়ে বাড়িঘরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ম্যাট লোগানের বাড়ির দরজায় এসে নক করলো। দরজা খুললো লোগানের স্ত্রী মারিয়ান।

'ম্যাট লোগান আছে?' সংকুচিত গলায় জিজ্ঞেস করলো টম।

মারিয়ান লোগান টমকে চিনতে পারেনি। বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে একমুহূর্ত টমকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে লোগানকে ডাকলো, 'ম্যাট! ম্যাট···'

ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মারিয়ান টমকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, দরজা বন্ধ করে ভিতরে ডাকতে গেল লোগানকে।

বইঘর.কম

টম ভারি অস্বস্তি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ তাকে চিনতে পারছে না! নাকি ইচ্ছে করেই চিনতে চাইছে না!

ম্যাট লোগান টমকে এক নজর দেখেই চিনতে পারলো। সে দ্রুত দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলো। 'টম! তুমি কখন এসেছো? এখানে কি করছো?' একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে হাঁপাতে লাগলো সে।

'আমার একটা ঘোড়া দরকার, ম্যাট। আমার ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'ঠিক আছে, আমার সাথে এসো। আমার গ্রের পিঠে স্যাডল বেঁধে দিচ্ছি।'

টমের বুঝতে কষ্ট হলো না লোগান তাকে দেখে খুব ভয় পেয়েছে। এখন তাকে কাটাতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

লোগানকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রে-র পিঠে চেপে রোমির দোকানের দিকে রওনা হলো টম। এখন তার বিমর্ষ চেহারায় একধরনের দৃঢ়তাও দেখা যাচ্ছে। তার সমস্ত স্নায়ু টন টন করছে এক খেপাটে আবেগে। দীর্ঘ এক বছর পর তার সাথে দেখা হবে রোমির। তাকে চিনতে পারবে তো রোমি! কেমন আচরণ করবে চিনতে পেরে? স্নায়বিক এক অসহ্য তাড়নায় টম এসব সাত-পাঁচ চিন্তা করে।

দোকানের পেছনের দরজায় এসে নক করলো টম। একটু পর একটা হালকা পদশব্দ এগিয়ে আসার আওয়াজ পেলো। দরজা খুললো রোমি। কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সে টমের দিকে। পরক্ষণেই তার চেহারা পালটে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দু'চোখে রাজ্যের ভয় আর শঙ্কা দেখা দিলো।

'রোমি...' হাহাকারের মতো আবেগরুদ্ধ গলায় ডেকে উঠে

Boighar.com

রোমিকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়ালো টম।

'নাঃ!' অস্ফুট আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল রোমি। ভয়ার্ত দু'চোখ মেলে একবার টমকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে সে পেছনে ফিরে তাকালো।

রোমির এরকম আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিল না টম। ভীষণ অবাক হলো সে। ধাক্কাটা সামলে উঠে আবার যখন রোমিকে ধরার জন্য হাত বাড়ালো, রোমি সরে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু টম ওর হাত ধরে ফেললো।

'বেরিয়ে যাও!' ঝটকা মেরে রোমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষিপ্ত গলায় বললো। তারপর টমকে কবাটের ধাক্কায় সরিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো সশব্দে।

কেন! কেন এমন করলো রোমি? দরজার আঘাতে পড়ে যেতে যেতে ভাবলো টম।

এমন সময় দোকানের ভিতর থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ কানে এলো ওর। 'কে? কার সাথে কথা বলছো?'

ভীষণ চমকালো টম। এই কণ্ঠস্বর তার অতি চেনা! তাহলে কি? ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

দোকানের পিছনে চালাঘর আছে একটা। সেদিকে দৌড়ে গেল টম। ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এসব কি দেখছে? স্বপ্ন নয়তো! রেইলে দুটি ঘোড়া বাঁধা। ঘামে ওদের গা চকচক করছে। হঠাৎ টমের মনে হয়, তার রক্তে যেন কেউ একখণ্ড বরফ কুচি ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা কি করে হয়? হারডিন এখানে আসে কি করে?

খেপা বাঘের মতো দৌড়ে আবার দোকানের সামনে ফিরে এলো টম। এমন সময় একটা জানালার কাচ ভাঙার শব্দ হলো। ফোকরে

রাউলিকে দেখা গেল, হাতে পিস্তল। 'এসো, ভিতরে এসো, মিস্টার ব্রেইন। তবে মাথার ওপর হাত তুলে। আমরা জানতাম আজ হোক কাল হোক তুমি আসবে এখানে।'

রাউলিও। টম চমকায়। তাহলে দুজনেই আছে এখানে। নিশ্চয়ই পথে কোথাও রাউলির সাথে মিলিত হয়েছে হারডিন।

আস্তে আস্তে টমের মুখের অসহায় ভাবটা কেটে গেল। চোয়াল শক্ত হলো। কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। তারপরই চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ধক করে। চেতনার তলা থেকে, বুকের অন্ধকার থেকে ঝিঁঝি করে ডেকে উঠলো পুঞ্জিভূত ঘৃণা আর আক্রোশ। হুঙ্কার দিয়ে টম বললো, 'রাউলি, তোমাদের একটা সুযোগ দিচ্ছি, লুটের টাকা নিয়ে এখুনি ভেগে পড়ো। আমি কোনো বাধা দেব না।'

রাউলি মুচকি হাসি হেসে বললো, 'তোমাকে মেরে ফেললে আর বাধা দেবে কি করে?'

টম ধারালো গলায় বললো, 'সে চেষ্টা তুমি করে দেখতে পারো, কিন্তু তোমাদেরই বিপদ বাড়বে। গুলির আওয়াজ শুনে শহরের সব লোকজন ছুটে আসবে।'

রাউলি চুপ। চেহারায় চিন্তার রেখা। অল্পক্ষণ পরে সে বললো, 'ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

প্রথমে হারডিন বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতে খোলা পিস্তল। তারপর তাকে অনুসরণ করলো রাউলি।

টম রোমিকে ডাকলো, 'তুমি ঠিক আছো, রোমি?'

দোকানের ভিতরে কান্নার শব্দ পেলো টম, খানিক পর রোমিকে দরজায় দেখা গেল। চোখের পানি মুছে সে বললো, 'আমি ঠিক আছি...'

Boighar.com

টম রাউলির দিকে ফিরে বললো, 'তোমরা তাড়াতাড়ি শহর ছাড়ো।'

আস্তাবলের সামনে রাউলি টমের দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়ালো। হারডিন ঘোড়া আনার জন্য ভিতরে ঢুকলো।

টম যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই সতর্ক চোখে রাউলির ওপর নজর রাখলো। রাউলিকে বিশ্বাস নেই। ও একটা জাত কেউটে। যে কোনো মুহূর্তে ছোবল হানতে পারে।

আস্তাবলের সামনে থেকে টমকে সরু চোখে দেখতে দেখতে রাউলি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি লংম্যানকে মেরে ফেলেছো শুনলাম?'

টম জবাব দিলো। 'বারজোসকেও।'

'তাহলে এবার তুমি মরো,' বলে টমের কপালের দিকে পিস্তল তাক করলো রাউলি। তার দু'চোখ দপদপ করে জ্বলছে। ঘৃণায় না আনন্দে টম বুঝতে পারে না।

এমন সময়ে পেছন থেকে হারডিন রাউলির কবজি ধরে ফেললো, তারপর নিচু স্বরে ভর্ৎসনা করে বললো, 'অযথা গোলাগুলিতে জড়ানোর কি দরকার।'

রাউলি পিস্তলের নল নিচু করে সমঝদারের মতো হেসে বললো, 'ঠিক বলেছো, হারডিন, অযথা গোলাগুলিতে জড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। মিস্টার টম, তুমি গানবেল্ট খুলে ফেলো।'

হঠাৎ টমের বুক খামচে ধরলো ভয়। তার সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। হয়, পিস্তল হাতে ড্র করতে হবে নয়তো রাউলির কথা মতো গানবেল্ট খুলে ফেলতে হবে।

মনে মনে নানারকম হিসেব কষলো টম। রাউলি ও হারডিন দুজনেই ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ। ড্র-তে সে ওদের সাথে পারবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিবর্ণ বিভ্রান্ত মুখে কোমরের গানবেল্ট খুলে মাটিতে

নামিয়ে রাখলো টম।

হারডিন রাউলিকে তাড়া দিয়ে বললো, 'তুমি এখানে থাকলেই আবার মাথা গরম করবে। তার চেয়ে তুমিই বরং আস্তাবল থেকে আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসো।' তারপর টমের উদ্দেশে বললো, 'মিস্টার ব্রেইন, তুমি গানবেল্টের কাছ থেকে ডানদিকে সরে দাঁড়াও।'

টম নীরবে গানবেল্ট থেকে হাত তিনেক তফাতে সরে গেল। রাউলি টমের উদ্দেশে গা-জ্বালানো হাসি হেসে, ঘুরে আস্তবলে ঢুকে গেল।

রাউলির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ভয়ে উত্তেজনায় টমের বুকের ভেতরটা কেমন গুড় গুড় করতে থাকে। ভিতরকার দুর্বলতা কাটানোর জন্য কঠোর হওয়ার চেষ্টা করে সে। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়। তবু শরীরটা একটু একটু কাঁপতে থাকে। শীতে, না ভয়ে? বুঝতে পারে না টম। এটা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং সংকটময় মুহূর্ত। রাউলি চলে যাবার আগে তাকে শেষ করার একটা চেষ্টা করবেই, টম জানে। এমনকি হারডিন ওপর ওপর রাউলিকে বাধা দিলেও মনে মনে টমের মৃত্যু সেও কামনা করছে।

টমের মৃত্যু হলে সবচেয়ে বিপদে পড়বে রোমি। টমকে খতম করতে পারলেই রোমি রাউলির হস্তগত হবে।

অনেকদিন পর টম আবার বুকের মধ্যে আহত বাঘটার গর্জন শুনতে পায়। 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ…'

রাউলি একটা ঘোড়া নিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো। ঘোড়ার লাগাম হারডিনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল আস্তাবলে, নীরবে।

হারডিন স্যাডলে চাপলো। তার চেহারা গম্ভীর, থমথমে।

Boiabar.com

চিন্তিত মুখে টম একবার হারডিনের মুখের দিকে তাকিয়ে আড়-চোখে তার গানবেল্টটা দেখলো। মনে মনে দূরত্বটা মেপে নিলো সে। হাত তিনেক তফাতে আছে। দরকারের সময় এক লাফেই পৌঁছে যেতে পারবে।

চারদিকে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছে। রাউলি আস্তাবলে এতক্ষণ কি করছে? কান খাড়া করে সেদিকে তাকালো টম। না। রাউলির কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এমন সময়ে আস্তাবলের ভিতর থেকে সমস্ত নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে দু'বার রাউলির পিস্তল গর্জে উঠলো।

গুড়ুম্! গুড়ুম্! দুটো পিস্তলের গর্জন কানে এলো টমের। দুটো নীলচে আগুনের ঝিলিক দেখতে পেলো আস্তাবলের অস্পষ্ট অন্ধ-কারে। সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের ধাক্কায় থর থর করে কেঁপে উঠলো তার দেহ। হাঁটু ভেঙে, কুঁজো হয়ে পড়ে গেল সে রাস্তার ওপর। দোকা-নের দিক থেকে রোমির আর্তচিৎকার কানে এলো।

মাটিতে পড়ে পিস্তল আঁকড়ে ধরে উঠে বসলো টম। তার বিশ গজ তফাতেই হারডিন তার ভয়ার্ত ঘোড়াটাকে শান্ত করার জন্য লড়াই করছে। টম পিস্তল তুলে হারডিনের দিকে তাক করেই ট্রিগার টিপে দিলো। যন্ত্রণা আর ঘোরের মধ্যে টম দেখলো, তার বুলেটের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে আছড়ে পড়ে গেলো হারডিন। মাটিতে পড়ে কষ্টেসৃষ্টে একবার উঠে বসার চেষ্টা করলো। আর তখনি দ্বিতীয়বার পিস্তলের ট্রিগার টিপলো টম। কপালে ত্রিনয়ন নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো হারডিন।

আস্তাবলের ভিতর থেকে ঘোড়ায় চেপে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে ছুড়তে বেরিয়ে এলো রাউলি। কাঁধে গুলি খেয়ে ঢলে পড়লো টম।

বইঘর.কম

মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে টম প্রাণপণে শক্ত করলো নিজেকে। ইচ্ছাশক্তির জোরে খানিকটা উঠে বসলো সে। তারপর শরীরের সব শক্তি একত্র করে অশ্বারূঢ় রাউলির দিকে পিস্তল তাক করে ট্রিগার টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গগন বিদারী আর্তনাদ করে উঠলো কেউ। একটা ঘোড়া বিকট চিৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

মুখ থুবড়ে, বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে টমের মনে হলো, রাউলি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বুক দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরছে তার। মুখ চোখ কি ভীষণ হিংস্র ভ্রূকুটি-কুটিল। মাঝপথে হঠাৎ রাউলির শরীরটা কাচের পুতুলের মতো ভেঙে পড়লো।

এরপর টম আর কিছুই দেখতে পেলো না। মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য নীলাভ এক অন্ধকারে হারিয়ে গেল তার চেতনা।

আবার যখন জ্ঞান ফিরে পেলো টম, দেখলো রোমির কোলে তার মাথা, আর মুখের ওপর ঝুঁকে পেলটনের তিন ছেলে। ওদের চোখে কৃতজ্ঞতা।

অতিকষ্টে ঘাড় ফেরালো টম, ম্যাট লোগানকে দেখতে পেলো। অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসলো লোগান। তারপর বললো, 'ছুটোই খতম। আর হ্যাঁ, ফেরেল গুচকে তার পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি, তুমি উদ্ধার করেছো টাকাগুলো।'

টমের কান লজ্জায় লাল হলো, তারপর অবসাদে ভেঙে এলো শরীর, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রোমির কোলে মাথা রেখেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো সে।

Boighar.com

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ১০০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর থ্রিলার-৪৬

রোমহর্ষক সিরিজের তৃতীয় বই

নরবলি

রচনা: জাফর চৌধুরী

প্রকাশের তারিখ: ১১-৬-৯০

বিষয়: ইরিনা ফেবারকে উদ্ধার করতে গিয়ে গুরুদেবের খপ্পরে পড়লো রেজা-সুজা দুই ভাই। গভীর রাতে জ্বলে উঠলো অগ্নিকুণ্ড। চললো নরবলির প্রস্তুতি। ...বাঁচবে খুঁটিতে বাঁধা বলির মানুষটি?

বইঘর.কম